সমসাময়িক ভারত

প্রথম কল্প—প্রাচীন-ভারত

প্রথম খণ্ড

বিলাতের এজেণ্ট—

বি, এইচ্, ব্লাকওয়েল—৫০,৫১ ব্রডষ্ট্রীট, অক্সফোর্ড।

কলিকাতার এজেণ্ট—

হিল্টন এণ্ড কোং...১০৯ কলেজ ষ্ট্রীট।

দাস গুপ্ত এণ্ড কোং—৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট

বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রারী—২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ভট্টাচার্য্য কোম্পানী—৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হৌস—২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

মনমোহন লাইব্রারী—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অতুল লাইব্রারী—কলিকাতা

আশুতোষ লাইব্রারী—ঢাকা ও কলিকাতা

প্রভৃতি সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা
১০ নং শ্যামাচরণ দেব ষ্ট্রীট
মহেশ প্রেসে
শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাচীন-ভারত

(প্রথম খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়
লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার

প্রকাশক
শ্রীনলিনাক্ষ রায়
মেসার্স সমাদ্দার ব্রাদার্স
মোরাদপুর, পাটনা
১৩২০

মূল্য ১॥০ টাকা

যিনি

পাশ্চাত্য সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও

সর্ব্বদা মাতৃভাষার অর্চ্চনা-নিরত,

যে মহাত্মা

এই ক্ষুদ্র লেখকের সাহিত্য-চর্চ্চার

সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ-দাতা

সেই

অশেষ গুণ-ভাজন, পূজ্যপাদ,

মাননীয়

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, শাস্ত্র-বাচস্পতি,

সি.আই.ই., এম্.এ., ডি.এল্., এফ্.আর্.এস্.ই.,

মহোদয়কে

"সমসাময়িক ভারতে"র প্রথম কল্প "প্রাচীন-ভারতে"র

প্রথম খণ্ড

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

পাটলিপুত্র

১৩২০

ভূমিকা

(শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত)

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অবগত হইবার যে সমস্ত উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে বৈদেশিকগণের লিখিত মন্তব্য বা বিবরণ অন্যতম। এই বৈদেশিকদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর গ্রন্থকারের সংগৃহীত বৃত্তান্ত সুপণ্ডিত ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব (J. W. M'Crindle) ১৮৭৭ ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। সুপণ্ডিত প্রেমাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার মহাশয় এই অমূল্য পুস্তকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষা-ভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কএক বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এমিল রাইখ্ (Emil Reich) তাঁহার 'প্রতীচ্য জাতিদিগের ইতিহাস' (History of the Western Nations) গ্রন্থে, রোম ও গ্রীস দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি এই গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন গৌরব কাহিনী যে ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি দেখাইয়াছেন, জ্ঞান ও সভ্যতায় প্রাচীন ভারতের সহিত পুরাতন গ্রীস ও রোমের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছিল। রাইখের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে শ্বানবেক (Schwanbeck), ম্যাক্রিণ্ডল (M'Crindle), রবার্টসন (Robertson) প্রভৃতি মনীষিগণ গ্রীস, রোম, এসিয়ামাইনর ইত্যাদি স্থানের প্রাচীন গ্রন্থকারগণের ভারত বিবরণ অনুশীলন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের

বহিঃপ্রদেশবাসীদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন যুগে ভারতেতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়ও নয়। ৩২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে গ্রীক বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ভূগোল বা ইতিহাস ইঁহাদের দ্বারা আরম্ভ হয় নাই, বলিলেও চলে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত ও ভূমধ্যসাগর এতদুভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও গৌণভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত। হোমর টিন এবং অন্যান্য কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের সংস্কৃত নাম অবগত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বাইবেলেও ভারতজাত দ্রব্যের একটা প্রকাণ্ড তালিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হোমরের কাব্যমালায় ভারতীয় পণ্যের উল্লেখ দেখিয়া বোঝা যায় যে, প্রাচীন গ্রীকগণ অতি পুরাকালে ভারতের অস্তিত্বের কথা জানিতেন; কিন্তু তাঁহাদের ভারত বিষয়ে বড় একটা যথার্থ জ্ঞান ছিল না। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে গ্রীক ঐতিহাসিক মিলেটোসের হেকাটাইওস্কের গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ভারতের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা গ্রীক সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, গ্রীক কবিকুল পাশ্চাত্য জাতি সমূহকে ইতিহাস-ভূগোল অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। গ্রীক কবিগুরু হোমরের আবির্ভাবের পর প্রায় ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত কবি-কল্পনার অবিরাম স্রোত গ্রীকদিগের ইতিহাস ও ভূগোল-ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল। ৪৯০—৪৮৮ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য ইতিহাস লেখক হেরোডোটস্ জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষের লেখনী-প্রসূত ঘটনাবলীর অধিকাংশই কল্পিত এবং অতিরঞ্জিত হইলেও সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিই তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়।

হেরোডোটসের ভারত-জ্ঞান সিন্ধুনদে সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ, তিনি ভারত সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তবে তিনি গঙ্গার নামটি মাত্র

শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতকে মিশরের সদৃশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ; ইহার নাম দিয়াছিলেন—প্রাচ্য ইথিয়পিয়া। মেগস্থেনিস যে ভারতবাসিগণকে সাতটি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন তাহার মূলে বোধ হয় হেরোডোটস্ কর্ত্তৃক উল্লিখিত মিশর বাসীদিগের সপ্তজাতি-বিভাগ।

পারস্য যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের ভারত বিষয়ে বড় একটা জ্ঞান ছিল না। হেরোডোটস্ ও কৃটেসিয়সের (Ktesias) গ্রন্থে আমরা ভারতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রাপ্ত হই। কৃটেসিয়স পারস্য সম্রাট্ আরটাজেরেক্‌জেস্ নেমনের (Artaxerxes Mnemon) চিকিৎসক ছিলেন। ইঁহার বিবরণে অনেক আজগুবি গল্প আছে। ইনি ইঁহার প্রবাস-ক্ষেত্র পারস্য হইতে ভারতের রঙ্, তক্ত, বানর ও তোতাপাখী আনিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তিগণ ভারতে আসিয়া ইঁহার বিবরণ ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত সম্বন্ধীয় জ্ঞান, আলেকজাণ্ডারের সহিত সমাগত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক-গণ সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপে প্রচার করেন। আলেকজাণ্ডার যে সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া অভিযান করিয়াছিলেন সেই সমস্ত দেশ হইতে এই সকল পণ্ডিত ও মনীষীদিগকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। যদিও এক্ষণে তাঁহাদের বিবরণ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহাদের বিবরণের সার মর্ম্ম ষ্ট্রাবো, আরিয়ান ও প্লিনি লিখিত বিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়। অনতিকাল পরে মেগস্থেনিস বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে গ্রীকদূতরূপে অবস্থান করিয়া ভারতবাসীদের আচার ব্যবহার দেখিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। কার্য্যতঃ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, গ্রীক ও রোমানদিগের ভারত-জ্ঞান ইঁহারই গবেষণা-প্রসূত। মেগস্থেনিসের নিজের সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছু বিবরণ

পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, তিনি পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ ৩০২—২৮৮তে পাটলিপুত্রে যাইবার জন্য যাত্রা করেন। ইঁহার বিবরণে অনেক দেশের উল্লেখ আছে; কিন্তু ইনি সম্ভবতঃ কাবুল ও পঞ্জাব ভিন্ন অন্য কোন দেশ স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। বোধ হয়, তিনি একবার মাত্রই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। মেগস্থেনিসের বিবরণ ক্টেসিয়সের বিবরণের ন্যায় সমান মূল্যবান। কিন্তু ইরাটথিনিস, ষ্ট্রাবো ও প্লিনি ইঁহাদের বিবরণের উপর আদৌ আস্থা স্থাপন করেন নাই।

মিশররাজ টলেমিদিগের সাহায্যে ইরাটসথিনিস্, আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার সেনাপতিদিগের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। আলেকজান্দ্রিয় সমিতির গ্রন্থকারের ঐ সকল বিবরণ প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ সময়ে আলেকজন্দ্রিয় সমিতিতে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক অনুশীলনের প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়। ইরাটসথিনিস পৃথিবীর এক মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভ্রমপূর্ণ হইলেও উহা ভূগোল-বিদ্যা-সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এসিয়া সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যে অল্প ছিল তাহা ইরাটসথিনিস প্রণীত মানচিত্র দর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয় উপলক্ষে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা ও তাহার তীরবর্ত্তী জনপদের কথা কর্ণে শুনিয়াছিলেন মাত্র। তাহা হইতেই কল্পনার বশীভূত হইয়া আলেকজন্দ্রিয় সমিতির সদস্যেরা ভারতের এক কিম্ভূতকিমাকার মানচিত্র আঁকিয়া ফেলিলেন!

রোমান মনীষিবৃন্দের মধ্যে প্লিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ছিলেন। তিনি প্রাণিতত্ত্ব ও ভৌগোলিক বিষয় সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো ও মেলা প্রণীত পদ্ধতিক্রমে প্লিনিও ইতিহাসে, ভূগোলের কথা বলিয়াছেন। তবে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্লিনি, তাঁহার

পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের আড়ম্বরপূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং অতুল ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, হেরোডোটস্ প্রভৃতি প্লিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় কেবল কল্পনার সাহায্যে প্লিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ যাত্রা এবং তাঁহার সহযাত্রী ডায়-গোনেটস্ ও বীটনের জরিপ কার্য্য অবলম্বন করিয়া ভারত-তথ্য আলোচনা পূর্ব্বক সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত সেলিউকসের দিগ্বিজয় ও মেগস্থেনিসের দৌত্য-কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা পূর্ব্বক তিনি সাগর-সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

রোমানদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ জুলিয়াস সিজারের দিগ্বিজয় এবং সরকারী জরিপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তারপর মেলা এবং প্লিনি সেই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রচার করেন। ষ্ট্রাবো ও প্লিনির এক শত বৎসর পরে, টলেমি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভৌগোলিকগণের পুস্তকাবলী অনুশীলন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া পুরাবৃত্ত বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে টলেমি অনেক কথা বলিয়াছেন।

বৈদেশিক পণ্ডিতেরা ভারত সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন। সব কথা বিশ্বাস যোগ্য কি নয় তাহা বিচার করিবার স্থান ইহা নয়। তবে ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে ভারত সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে নিষ্ঠাবান্ হইয়া সযত্নে আলোচনা করিতে হইবে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহার-শাস্ত্রবিৎ সার হেনরি মেনের মতে প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের তথ্যগুলি নিম্নলিখিত তিনটী উপাদান হইতে সংগ্রহ

করিতে পারা যায়। প্রথম, সমসমায়িক সত্য-দর্শকগণের বিবরণ; দ্বিতীয়, জাতিদিগের সযত্ন রক্ষিত প্রাচীন ইতিবৃত্ত; তৃতীয়, সুপ্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র। ইহাদের মধ্যে প্রথম উপাদানটিই সমধিক বিশ্বাস যোগ্য ও প্রকৃত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এক সঙ্গে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। উন্নতি স্থান, কাল ও পাত্র সাপেক্ষ। জাতির উন্নতির সহিত মানবগণের দর্শন ও বিশ্লেষণ শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। এস্থলে দর্শন অর্থে আমরা বিজ্ঞান সম্মত দর্শন (scientific observation) বলিতে চাই। দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যে কেবল বস্তুর প্রকৃত সত্য বুঝিতে পারা যায় তাহা নয়। দর্শনোপযোগী যন্ত্রাদি চাই—সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বা গতানুগতের অনুসরণ করিলে চলিবে না, ভাবপ্রণোদিত হইয়া দর্শন করিলেও চলিবে না—চাই সত্যের প্রতি অবলা নিষ্ঠা—চাই সুসভ্য বা অসভ্য জাতিদিগের দৃষ্ট আচার ব্যবহার রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধা। হৃদয়ে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া অন্য জাতির সামাজিক ইতিহাস বা ভবিষ্য ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত পাশ্চত্য মনীষীরা ভারতবর্ষের বিষয় যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বঙ্গানুবাদ করিয়া ও তাঁহাদের সেই সকল সুরভি কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া "সমসাময়িক ভারত" নাম দিয়া মালাকর যোগীন্দ্র বাবু একটী মালা লইয়া বঙ্গ-ভারতীর পূজার দ্বারে আজ উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আলোচ্য খণ্ডে তিনি সুপণ্ডিত ম্যাক্রিণ্ডল সাহেবের বিশ্ব-বিশ্রুত পুস্তকের সহজ সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদ ও উপযুক্ত পাদটীকা সংযোগ সহকারে প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই খণ্ডে তিনি রোম, গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের মনীষিগণের লিখিত বিবরণ দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার এই সংগ্রহ ভারত ইতিহাসের

উপাদান মাত্র। তিনি সযত্নে মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া ভারতের ইতিহাস নাই এই দুর্নাম প্রক্ষালন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হওয়ায় আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। তিনি রত্নের সন্ধান দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অদম্য উৎসাহে ভারত ইতিহাসের উপাদান সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রত্ন আহরণ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিতেছেন। জানি না কবে কাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নয়নাভিরাম ভারত-ইতিহাস-সৌধ নির্ম্মিত হইবে? তবে যাঁহার দ্বারাই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হউক না কেন যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার পথ সহজ সরল করিয়া দিয়া যাইতেছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ভগবানের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা তিনি সুস্থ শরীরে আরব্ধ কার্য্যে সাফল্য লাভ করুন।

•

সূচী

নিবেদন

"সমসাময়িক-ভারতের" প্রথম কল্প "প্রাচীন-ভারতের" প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইল।

পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা, সুপণ্ডিত ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব, গ্রীস ও রোমদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বা স্ব স্ব গ্রন্থে প্রাচীন-ভারত বিষয়ক যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ সকল সংগ্রহ ও ইংরাজী-ভাষায় অনুবাদ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী এবং বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল দেশবাসীরই প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ভারতবাসীর উপকার করিয়াছেন, কারণ, আমরা প্রাচীন ভারতের একটী সুন্দর চিত্র, যাহা আমাদের অন্যত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই, বা যাহা গ্রীক্ ও লাটিন শিক্ষা না করিলে অবগত হইতে পারি না, তাহা এই গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাই। আমরা এবং অপর দেশীয় সকলেই জানিতে পারি যে, প্রাচীন-ভারত ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল না। এই সকল বৃত্তান্ত যে সকল চিত্র প্রতিভাত করে, অতীতের সেই মোহন চিত্র দেখিতে কাহার প্রাণে না অভূতপূর্ব্ব আনন্দরাশি উদ্ভূত হয়? আবার যে কোন বৈদেশিকই হউন না কেন, প্রাচীন ভারতের এই সকল সমুজ্জ্বল চিত্র, ভারতের স্বর্ণযুগের কাহিনী পাঠ করিলে, তিনি আর ভারতকে অসভ্য বর্ব্বরের দেশ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না।

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল, গ্রীস্ ও রোমদেশীয় পুস্তকাদি হইতে এই

সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। মেগস্থেনিস (১) নামক প্রথিতনামা পাশ্চাত্য-প্রদেশীয় দূত, তৎকালীন রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ-দরবারে থাকিয়া, ভারতবর্ষের যে আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছিলেন, সেই আলেখ্য এবং আরিয়ান নামক অন্যতম-গ্রন্থকার যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম খণ্ডে স্থান দিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে, তিনি "ইরিথ্রিয়ান সাগরের" (২) বাণিজ্যক-বিবরণ এবং উল্লিখিত আরিয়ানের শেষাংশ গ্রথিত করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে, ম্যাক্রিণ্ডল টিসিয়াস (৩) বর্ণিত ভারতবর্ষের প্রাচীন

---

(১) সিরিয়া-রাজ সেলুকাস কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত। ইনি অনেকদিন মগধ-রাজ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে বাস করিয়া অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক ("Indica") ইণ্ডিকা নামে এক মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেগস্থেনিসের বর্ণনা-পাঠে তৎকালীন ভারতের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। 'নিবেদনে' অনেক স্থলে, মেগস্থেনিসের বৃত্তান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা শীঘ্রই মেগস্থেনিসের "ইণ্ডিকা"র বঙ্গানুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

(২) যখন মিসরদেশ রোমকগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল, তখন ভারতবর্ষের সহিত মিসরের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকগণ আফ্রিকার উপকূল হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের সমুদ্রের যতখানি জ্ঞাত ছিলেন, উহাকে "Erythræan Sea" বা ইরিথ্রিয়ান সাগর নামে অভিহিত করিতেন। সম্ভবতঃ, প্রাচীন গ্রীকেরা লোহিতসাগরস্থ প্রণালীগুলিকে Erythra (ইরিথ্রা) নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই, সমুদ্রকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। পারস্যোপ-সাগরকেও এই ইরিথ্রিয়ান সাগরের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। "Periplus of the Erythræan Sea" বা "ইরিথ্রিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ" নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে মিসর ও পূর্ব্বাঞ্চলের বাণিজ্যের সঠিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

(৩) লিডিয়াবাসী টিসিয়াসই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না; অংশ বিশেষ মাত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

বৃত্তান্ত, চতুর্থ খণ্ডে টলেমি (৪) নামক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক কর্ত্তৃক বিবৃত বর্ণনা, পঞ্চম খণ্ডে আরিয়ান (৫), কার্টিয়াস্ (৬), দায়দরস সিকুলাস (৭), প্লুটার্ক (৮) এবং যাষ্টিনাস্, মহাবীর আলেক-জান্দারের (৯) ভারত-আক্রমণ সম্বন্ধে, যে বিবরণ লিপিবদ্ধ

---

(৪) সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও জ্যোতির্ব্বিৎ। ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। টলেমির "ভূগোল" নামক পুস্তক অতি মূল্যবান।

(৫) আরিয়ান নামক গ্রীসদেশবাসী ঐতিহাসিক, আলেকজান্দারের অভিযান সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনিও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৬) কার্টিয়াস আলেকজান্দারের জীবনী লিখিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকের মতে ইনি প্রথম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কার্টিয়াসের পুস্তক দশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রথম দুই খণ্ডের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অন্য আট খণ্ডের অংশ বিশেষ মাত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ থাকিলেও লেখকের বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী।

(৭) ইহার বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৮) প্লুটার্ক গ্রীসের অন্তর্গত বীয়োসিয়া প্রদেশে বাস করিতেন। প্লুটার্ক লিখিত "জীবনী" অমূল্য পুস্তক। যাষ্টিনাস রোমদেশীয় ঐতিহাসিক।

(৯) মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দারের অভিযানের বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন। আলেকজান্দারের অভিযানের ফলে ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্যদেশ সমূহের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ট-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজ সত্যই বলিয়াছেন—"Such exploits once deemed the only avenues of fame, are now judged more easily. Still it is impossible to deny that conquerors were often in early times pioneers of civilization, commerce following peacefully along this bloody tract and compensating for their devastation by the blessings which it diffused. Such was certainly the result of the Indian Expedition

করিয়াছেন এবং ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ডে গ্রীস ও রোমদেশীয় অন্যান্য গ্রন্থে, প্রাচীন-ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সম্মুখে সর্ব্ব-প্রথমে ম্যাক্রিণ্ডলের ষষ্ঠ খণ্ডের বর্ণিত আখ্যানগুলি উপস্থিত করিতেছি।

ষষ্ঠ খণ্ডের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম,—হেরোডটস (১০) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীস্‌দেশীয় ঐতিহাসিক, (যাঁহাকে "Father of History" বলিয়া আখ্যাপ্রদান করা হয়) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন কোন বৃত্তান্ত, তাঁহার ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত, এই ষষ্ঠ খণ্ডে প্রথম স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ,—ষ্ট্রাবো নামক ভৌগোলিক, তাঁহার ভূগোলের পঞ্চদশ খণ্ডে ভারতবর্ষের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইহাও, এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ,—প্লিনি নামক প্রথিতনামা দার্শনিক, তাঁহার ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিবরণ দিয়াছেন;

---

of Alexander; and therefore, while reprobating the motives in which it originated, we cannot but rejoice that it was so overruled by Providence as to be productive of most important valuable results." অর্থাৎ আলেকজান্দারের অভিযানের জন্য যে বাণিজ্য-বিস্তৃতি ও অন্যান্য মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

(১০) হেরোডটাসের গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকে প্রথম স্থান পাইয়াছে। ষ্ট্রাবো, ইলিয়ান প্রভৃতির বিবরণ ও এই সকল গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনীও গ্রন্থমধ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এই স্থানে আর পৃথক্ বিবরণ সন্নিবেশিত করিলাম না।

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল ইহাও সংগ্রহ করিয়া, এই গ্রন্থের অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ,—ইলিয়ান নামক গ্রন্থকার ভারতবর্ষের পশ্বাদির কথা স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাও এই ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ,—রোমক-সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনকে (১১), একজন অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থকার "আলেকজান্দারের পর্য্যটন-কাহিনী" নামক এক সুলিখিত গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীও ম্যাক্রিণ্ডলের গ্রন্থ-ভুক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ,—কসমস নামক এক গ্রন্থকার, তাঁহার গ্রন্থে তাপ্রোবেণ বা লঙ্কাদ্বীপের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাও সংগৃহীত হইয়াছে।

সপ্তমতঃ,—অনেকগুলি গ্রন্থে, ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। বার্দেসানেস নামক এক গ্রন্থকার ভারতীয় দার্শনিকগণের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। অন্যত্র, তিনিই ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনা করিয়াছেন। পলোবিয়স্ নামক অন্যতম গ্রন্থকার ভারতীয় জাতি সকলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের বৃত্তান্ত স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেক গ্রন্থকার, অনেক স্থলে ভারতীয় আখ্যানাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ খণ্ডে, এই সকল বৃত্তান্তই অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

অষ্টমতঃ,—লেমনস নগরবাসী ফিলোসট্রেটস নামক গ্রন্থকার আপলোনিয়াসের এক জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন ; এ পুস্তকেও ভারতবর্ষের উল্লেখ থাকাতে, ইহা ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

নবমতঃ,—নোনস নামক জনৈক গ্রন্থকার, তাঁহার পুস্তকে ব্যাকাস্-

---

(১১) কনষ্টাণ্টাইন দি গ্রেট নামক সুবিখ্যাত রোমক-সম্রাটের পুত্র, দ্বিতীয় কনষ্টাণ্টাইন।

কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। নোনসের গ্রন্থের এই অংশও সংগৃহীত করা হইয়াছে।

দশমতঃ,—দায়দরস সিকুলাস পৃথিবীর যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'সতী'র বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাও এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

একাদশতঃ,—উপর্য্যুক্ত অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ ব্যতীত অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও সংগ্রহ করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে।

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল এই ষষ্ঠ খণ্ডের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বর্ণনার আবশ্যকতা ও মূল্য প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ভারতবাসীরা নিজেরা ইতিহাস লিখিতেন না। যদিও তাঁহারা দর্শন, কাব্য এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক ভূরি ভূরি মূল্যবান্ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তত্রাপি ঐতিহাসিক কোন পুস্তকই তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই পণ্ডিত ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরম পিতার ধ্যানে এবং এই সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিকভাবে এরূপ লিপ্ত থাকিতেন যে, অন্যান্য কোন বিষয়েই আবদ্ধ থাকিতেন না। এইজন্য তাঁহারা অত্যাবশ্যক ঘটনাগুলিও লিপিবদ্ধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ম্যাক্রিণ্ডল আলেকজান্দারের অভিযানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন সংস্কৃত-গ্রন্থেই ইহার বিবরণ বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সকল গ্রীক্-ব্যাকট্রিয়ান (১২) নরপতি

(১২) অশোকের মৃত্যুর পরে, সীমান্তপ্রদেশগুলি এক প্রকার স্বাধীন হইয়া

আফগানিস্থান বা উত্তর-ভারতের প্রান্তদেশে রাজত্ব করিতেন, সংস্কৃত-গ্রন্থে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কি প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারও কোন বিশেষ নিদর্শন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস গভীর তমসাচ্ছন্ন ছিল এবং গ্রীস্ ও রোম দেশীয় ইতিহাস ও পুস্তকাদিতে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বস্তুতঃই অতীব মূল্যবান। ম্যাক্রিণ্ডল বলেন যে, এই সকল গ্রীক্ ও রোমান গ্রন্থকারের বর্ণনা না থাকিলে তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসের কোন উপাদানই পাওয়া যাইত না। অধিকন্তু, এই সকল উপাদান সংগ্রহ ও বিন্যাস করিয়াই প্রাচীন ভারতের একটী ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে।

ম্যাক্রিণ্ডল যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, উহাকে সাধারণ ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,—যে সকল লেখক খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে নিজ নিজ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ,—যাঁহারা উহার পরে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আমরা প্রথমতঃ, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের বিষয় আলোচনা করিব।

এই প্রথম শ্রেণীস্থ গ্রন্থকারদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যাঁহারা আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্ব্বে স্ব স্ব

উঠে; ইহার ফলে ইহারা বাকট্রিয়া ও পার্থিয়ার রাজগণের অধীনস্থ হয়। "The regions of the North-West frontier, when no longer protected by the arm of a strong paramount native power in the interior afforded a tempting field to the ambition of the Hellenistic princes of Bactria and Parthia." (Vincent Smith: Early History of India: Second Edition. p 206).

গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়, যাঁহারা অভিযানের পরবর্ত্তী কালে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত লেখকগণ উক্ত অভিযানের ফলে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত-সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রথম বিভাগে নিম্ন লিখিত গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থাদির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম—কারিয়ান্দা নিবাসী স্কাইলাক্স (১৩) লিখিত বৃত্তান্ত। স্কাইলাক্স কাসপেটিরস হইতে সিন্ধুনদ দিয়া সমুদ্রে পৌছিবার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পারস্যরাজ দারিয়াসের আদেশানুযায়ী এই সমুদ্র-যাত্রা সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়—মিলেটাস নগরবাসী হেকটিয়াস (১৪) লিখিত "ভূগোলে" ভারতীয় অনেক স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয়—হেরোডটাসের ইতিহাস।

চতুর্থ—খৃষ্টীয় চতুর্থ পূর্ব্ব শতাব্দীতে টিসিয়াস নামক এক গ্রন্থকার "ইণ্ডিকা" নামক পুস্তকে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকগুলি অত্যদ্ভূত কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন।

টিসিয়াসের বর্ণনা প্রকাশিত হইবার প্রায় ৭০ বৎসর পরে আলেক-জান্দারের অভিযান-ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয় এবং অভিযানান্তর্গত গ্রীসীয়গণ

এই সকল নরপতিগণমধ্যে ইউথিডিসম এবং তৎপুত্র ডেমেট্রিয়াস সমধিক উল্লেখযোগ্য। ডেমেট্রিয়াস কাবুল, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু-জয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং "ভারতীয় রাজা" (King of the Indians") নামে আখ্যাত হইতেন।

(১৩) স্কাইলাক্স, এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত কারিয়ান্দা নগরে বাস করিতেন। ইনি পারস্যরাজ দারিয়াস হিষ্টাস্পিসের আদেশে নৌপথে সিন্ধুনদ দিয়া, ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(১৪) হেকটিয়াস মিলেটাস নগরবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চম পূর্ব্ব শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলি বিনষ্ট হইয়াছে।

টিসিয়াসের বর্ণনা কতদূর সত্য তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইয়াছিলেন। মহাবীর মাসিদনাধিপতির অভিযান অনেক গ্রন্থকারের মতে কেবল "সামরিক" অভিযান মাত্র নহে; এই অভিযানের ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই (১৫)। স্বয়ং আলেকজান্দার প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের শিষ্য ছিলেন এবং আলেকজান্দারের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিযান-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ সৈন্যবাহিনী যে সকল দেশ দিয়া গমনাগমন করিয়াছিল, ঐ সকল দেশের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে টলেমী, আরিষ্টবুলস, আলেকজান্দারের নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস, রণতরী-পরিচালক অনিসিক্রিটস, মাসিদনাধিপতির সেক্রেটারী ইউমিনিস এবং কারেস, কালিসথিনিস্, ক্লিটার্কাস্, পলিক্রিটাস, আনাক্সিমিনিস্, ডিওনিটাস্, বিটন এবং কির্সিলাস (১৬) প্রভৃতি কর্ম্মচারীবৃন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল লেখক-গণের বৃত্তান্ত হইতে, তৎকালীন ভারতের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

---

(১৫) এ বিষয় আমরা পূর্ব্বে ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের মতোদ্ধৃত করিয়াছি।

(১৬) আরিষ্টবুলস আলেকজান্দারের অভিযানে সহযাত্রী হইয়াছিলেন। ইনি মাসিদনাধিপতির জীবনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নিয়ার্কাস আলেক-জান্দারের নাবধ্যক্ষ ছিলেন। অনিসিক্রিটস গ্রীকদেশীয় ইজিনা নিবাসী। অনিসিক্রিটস আলেকজান্দার কর্ত্তৃক দার্শনিকগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিও আলেকজান্দারের একখানি জীবনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইউমিনিস আলেকজান্দারের সেক্রেটারী ছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ আলেকজান্দারের কর্ম্মচারীরূপে ভারত-অভিযান ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের পরে, মেগস্থেনিস, ডিমাকস্ (১৭) এবং ডাইওনিসিয়াস সিরিয়া ও মিসর হইতে দূত স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন (১৮)। ইঁহারাও ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। সুবিধার মধ্যে এই সকল বৃত্তান্তগুলি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য; কারণ, ইঁহারা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, বা স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের সঠিক বৃত্তান্ত অন্যান্য জাতির নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আলেকজান্দারের কর্ম্মচারিগণ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ মাত্রই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রীকদূতগণ তৎকালীন উত্তর ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত ভ্রমণ করায়, প্রথমোক্ত লেখকগণ অপেক্ষা যে অধিক বৃত্তান্ত সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতু দেখা যায় না। মেগস্থেনিসের বর্ণনা হইতেই বর্ত্তমান পাটনা বা তৎকালীন পাটলিপুত্রের (গ্রীক বর্ণিত পালিবোথ্রা) বর্ণনা পাওয়া যায় এবং তাঁহারই বর্ণনানুযায়ী পাটলিপুত্র যে বর্ত্তমান পাটনা, তাহারও নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে। মেগস্থেনিস পাটলিপুত্রেই চন্দ্রগুপ্তের (গ্রীক "সান্দ্রাকোটাস") দরবারে বাস করিতেন এবং

---

(১৭) ডিমাকস—মেগস্থেনিসের স্বদেশ-প্রত্যাগমনের পরে ডিমাকস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজ-দরবারে দূতরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিও মেগস্থেনিসের পন্থানুসারে ভারতীয় রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই বর্ণনার স্বল্পাংশই আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

(১৮) মিসরাধিপতি টলেমি ফিলাডেলফস ইঁহাকে দূত-স্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনিও ভারতবর্ষের এক বর্ণনা প্রণয়ন করেন। ইঁহার সময় বিন্দুসার কি অশোক রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। "It is uncertain whether Dionysius presented his credentials

সেলুকাস-দুহিতা চন্দ্রগুপ্ত-মহিষীর সহিত সাক্ষাতকালে অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থান কালীন, তিনি যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন তাহাই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিকা" (১৯) নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়া, তৎকালীন ভারতের, ভারতীয় স্বর্ণযুগের এক পরিস্ফুট চিত্র রাখিয়া গিয়াছে।

মেগস্থেনিসের ইণ্ডিকা হইতে, পরবর্ত্তী অনেক লেখক ভারতবর্ষের কথা সঙ্কলন করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মেগস্থেনিসের সমসাময়িক কালে, এমন কি পরবর্ত্তী কালেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বৃত্তান্ত কেহই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। ষ্ট্রাবো তাঁহাকে অনেকবার 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ষ্ট্রাবোও মেগস্থেনিসের গ্রন্থ হইতে, নিজ গ্রন্থে ভারতীয়-চিত্র উদ্ধৃত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ষ্ট্রাবোর অবিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, মেগস্থেনিস তাঁহার ইণ্ডিকা গ্রন্থে অনেকগুলি অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু, এই সকল অদ্ভুত বৃত্তান্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাইতেছে যে, মেগস্থেনিস, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাসকালীন লোকপরম্পরায় এই সকল মনুষ্যের কথা অবগত হইয়াই উহাদের বর্ণনা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে সকলেই মেগস্থেনিসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

---

to Bindusara or to his successor, Asoka." (Vincent Smith: Early History of India, Second Edition p 109).

(১৯) মেগস্থেনিস প্রণীত 'ইণ্ডিকা' আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইণ্ডিকায় চিত্রিত বর্ণনার সহিত চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। (১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ডিমাকস নামক অন্যতম গ্রীসীয় দূতও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে, ডিমাকসের পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষের আয়তন সম্বন্ধে (২০) তিনি অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। টলেমি ফিলাডেলফিয়াস্ কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত, ডাইওনিসিয়াস্ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

মেগস্থেনিসের গ্রন্থ-রচনার কিছুকাল পরে, পাট্রোক্লিস নামক অন্যতম গ্রন্থকার ভারতবর্ষ, কাস্পিয়ানসাগর প্রভৃতি প্রদেশ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস প্রথমতঃ সেলুকস নিকেটর (২১) এবং পরে, প্রথম আণ্টিয়োকসের কর্ম্মচারীরূপে কাস্পিয়ানসাগরস্থ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো পাট্রোক্লিসের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে অনেক বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাট্রোক্লিসের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ষ্ট্রাবো ও আলেকজান্দ্রিয়াস্থ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ইরাটস্থিনিস্, পাট্রোক্লিস লিখিত পুস্তকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ইরাটস্থিনিস্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার ভূগোলে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইরাটস্থিনিস্ ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রান্তসীমায় অবস্থিত এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

পলিবিয়াস্ নামক অন্যতম গ্রন্থকার পূর্ব্বখৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ধ্যভাগে (১৪৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে) যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে

---

(২০) ষ্ট্রাবোর বর্ণনা দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থে যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

(২১) আলেকজান্দরের অন্যতম সেনাপতি। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে ইনি সিরিয়া দেশে এক স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনিও চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। (১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

খুব সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতবিষয়ক মূল্যবান বৃত্তান্ত ছিল। কিন্তু, দুঃখের বিষয় পলিবিয়াসের গ্রন্থের কোন চিহ্ন মাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অমূল্য পুস্তকের সামান্ত কয়েক পংক্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ইফিসাস নগরবাসী আর্টিমিদোরাস্ ১০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাঁহার "ভূগোলে" ভারতবর্ষের কিছু কিছু বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, ইহাতে বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, মেগস্থেনিসের পরে আমরা প্রাচীন ভারতসম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত পাই, তাহা বিশেষ মূল্যবান নহে এবং তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি হয় না।

অতঃপর, আমরা খৃষ্টের মৃত্যুর পরে যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থমধ্যে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিবরণাদি পাই, সেই সকল আলোচনা করিব।

দুঃখের বিষয় এই সকল গ্রন্থকারই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, সে সকল ইঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেহই চক্ষে দেখেন নাই। তবে, যতদূর বোধগম্য হয়, তাহাতে পেরি-প্লাসের গ্রন্থকার এবং কসমসের লেখক সম্ভবতঃ লঙ্কা এবং মালবার প্রদেশের উপকূলে আসিয়াছিলেন। এই উভয় গ্রন্থকারই নিজ নিজ গ্রন্থে অনেক আবশ্যক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে।

পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার কে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং তিনি কোন্ সময়ে নিজ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে যাহা হউক, তাঁহার গ্রন্থ যে মূল্যবান, সে সম্বন্ধে কোন

মতভেদ নাই। পেরিপ্লাস ব্যতীত, প্লিনি, ভৌগোলিক টলেমি এবং আরও ২।১ জনের লিখিত পুস্তকে ভারতবর্ষের কথা দেখিতে পাই। পেরিপ্লাস ও টলেমি পাঠে ভারতীয় ভূগোল ও বাণিজ্যের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। টলেমি লঙ্কা দ্বীপের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ছিলেন; তবে, তিনি ভারতবর্ষের যে মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট ভ্রম প্রমাদ আছে। টলেমির ভূগোল ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থে ভারতীয় ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পম্পোনিয়াস মেলা, সলিনাস, ডাইওনিসিয়াস এবং মার্কিয়ানাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ ৪২ খৃষ্টাব্দে মেলা তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী নহে। সলিনাস ২৩০ খৃষ্টাব্দে নিজ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনি প্লিনি লিখিত বৃত্তান্তের উপরই নির্ভর করিয়াছেন, এবং অনেক সময় প্লিনির ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ডাইওনিসিয়াস পদ্যে নিজগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত ক্লাসিক গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রাচীন ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ খণ্ডে যে সকল বর্ণনা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত রোমের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং ভারতবর্ষ হইতে রোম ও কনষ্টান্টিনোপলে প্রেরিত দৌত্যবাহিনী সকলের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল এই সকল মূল্যবান বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া, আমাদের যে প্রভূত উপকার সাধিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র ও সন্দেহ নাই।

আমরা অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডলের গ্রন্থাবলী, চৈনিক পরিব্রাজকগণের

ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মুসলমান ঐতিহাসিক সমূহের বর্ণনা ও ইউরোপীয়ান পর্য্যটক বৃন্দের আলেখ্যাদি অবলম্বনে সমসাময়িক ভারত নামে যে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছি, তাহার প্রথম কল্প "প্রাচীন-ভারতে" গ্রীক ও রোমকদিগের, দ্বিতীয় কল্প "চৈনিক-পরিব্রাজকে" ফাহিয়ান, হিউয়েন সিয়াং প্রভৃতির তৃতীয় কল্প "মুসলমান ঐতিহাসিকে" মুসলমান ঐতিহাসিকগণের ও চতুর্থ "ইউরোপীয়ান পর্য্যটক" কল্পে, ঐ দেশীয় ভ্রমণকারিগণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিব। সমগ্র গ্রন্থাবলী ক্ষুদ্র বৃহৎ পঞ্চবিংশ খণ্ডে বিভক্ত হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি বাহাদুর, সুসঙ্গাধিপতি, মাননীয় মৈমনসিংহের নবাব বাহাদুর, স্যার গুরুদাস বানার্জ্জি, স্যার তারকনাথ পালিত, মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন রায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহোদয়গণ আমার এই কার্য্যে উৎসাহ দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথিগণ আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রতি খণ্ডের স্বতন্ত্র ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় আমাকে নানারূপ উপদেশাদি দিয়া বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছেন। আমি ইঁহাদের সকলের নিকটেই ঋণী এবং কি প্রকারে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব বলিতে পারি না।

পরম পূজনীয় মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-

বাচস্পতি মহোদয় এই খণ্ড তাঁহার মহিমান্বিত নামের সহিত সংযোজিত করিতে দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বহু-ভাষাবিদ পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ দিতেছি।

আমার শক্তি সামান্য, আশা অনন্ত। কিন্তু ভরসা আছে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইব না।

পাটলিপুত্র
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার

১। হেরোডটস

খৃষ্টের জন্মের চারিশত চুরাশী বৎসর পূর্ব্বে, এসিয়ামাইনরের অন্তর্গত হ্যালি-কারনাসস নগরে, হেরোডটস জন্মগ্রহণ করেন। হেরোডটসকে "আদিম ঐতিহাসিক" (Father of History) বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হয়। তিনি ইতালিরঅন্তর্গত থুরি নগরে প্রাণত্যাগ করেন। এইস্থানেই তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হেরোডটস ব্যাবিলন, মিশর, সিথিয়া, কলচিস, থ্রেস, সাইরিণ এবং ম্যাগনা-গ্রীসীয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই সকল দেশের বৃত্তান্তই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ৪৪৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন উন্নতির চরমসীমায় অবস্থিতা, সুপ্রসিদ্ধা আথেন্স নগরীতে গমন করিয়া, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস পাঠ করেন (১)। আথেন্স-বাসিগণ ৪৪৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে হেরোডটসকে এই গ্রন্থের জন্ম পুরস্কৃত করেন।

পারস্যাধিপতি দারিয়াস সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য কুড়ি অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অংশে একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা ("সাট্রাপ") (২) নিযুক্ত করেন। প্রতিবৎসর, প্রত্যেক অংশ কি পরিমাণে রাজকর রাজকোষে প্রেরণ করিবে, তাহাও ঐ সঙ্গে নির্দ্ধারণ করেন। ভারতবর্ষ এই কুড়ি অংশের এক অংশভুক্ত ছিল (৩)।

---

(১) সমবেত জনবৃন্দের সম্মুখে গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তৎপরে তাঁহাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা হইত।

(২) পারস্য-রাজের শাসনকর্ত্তৃগণ সাট্রাপ (Satrap) নামে অভিহিত হইতেন।

(৩) পারস্য-রাজের প্রতাপ পঞ্চনদে বিস্তৃত হয় নাই এবং এই রাজকর সিন্ধু-নদের পশ্চিমস্থ প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইত। যখন আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন, তখনও সিন্ধুনদের পশ্চিম সীমা পারস্য-রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত।

তৎকালে অন্যান্য দেশাপেক্ষা, ভারতবর্ষের অধিবাসীর সংখ্যা, অত্যন্ত অধিক ছিল। ভারতবাসীরা তৎকালে সম্রাটকে ৩৬০ ট্যালেণ্ট (৪) মূল্যের সুবর্ণরেণু কর দিত। উত্থানশীল সূর্য্যের দিকে অবস্থিত ভারতবর্ষের অংশ বালুকাপূর্ণ। ভারত-বাসীরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে। ঐ সকল জাতির মধ্যে কোন কোনটী ভ্রমণশীল। কোন কোন জাতি জলাভূমিতে বাস করে এবং বেতস-নির্ম্মিত নৌকা-সাহায্যে মৎস্য ধৃত করিয়া, তাহাতেই উদরের কার্য্য সম্পন্ন করে। ভারতবাসীরা তৃণ (৫) নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে, এবং নদী-গর্ভ-জাত নলদ্বারা মাদুর প্রস্তুত করিয়া বক্ষস্ত্রাণরূপে ব্যবহার করে।

অন্য এক জাতীয় ব্যক্তিগণ ভ্রমণশীল এবং ইহারা অসিদ্ধ মাংস ভোজন করে। ইহাদের মধ্যে যখন কোন ব্যক্তি পীড়িত হয়, তখন পীড়িত ব্যক্তি পুরুষ হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে হত্যা করে; কারণ, তাহারা মনে করে যে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক দিন পীড়িত থাকিলে উহার মাংস নষ্ট হইয়া যায়। যদি পীড়িত ব্যক্তি নিজের ব্যাধির কথা অস্বীকার করে, তবে তাহার আত্মীয়গণ, তাহার সহিত অমত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করে। স্ত্রীলোক পীড়িতা হইলে, তাহার আত্মীয়গণ, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঐ স্ত্রীলোককে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করে। তাহারা বৃদ্ধগণকেও এই প্রকারে ভক্ষণ করে; কিন্তু, এই জাতির মধ্যে কাহাকেও অধিক বয়স্ক হইতে দেখা যায় না। কারণ, সামান্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলেই তাহার জ্ঞাতিবর্গ

(৪) ট্যালেণ্ট—প্রত্যেক ট্যালেণ্টের মূল্য ২১৩ হইতে ২৩৫ পাউণ্ড। প্রতি পাউণ্ড ১৫৲ টাকা।

(৫) এস্থলে Rush কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা নল।

তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া, মহানন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ করে (৬)।

ভারতীয় অন্য এক জাতি জীবিত কোন জন্তুই আহার করে না। এবং জীবহত্যা ভয়ে ভূমি কর্ষণ বা বীজ বপন করে না। ইহারা গৃহে বাস করে না, এবং শাক সবজী ভক্ষণে জীবনধারণ করে। যখন কোন ব্যক্তি ব্যাধি-গ্রস্ত হয়, তখন সে মরুভূমিতে যাইয়া দেহত্যাগ করে। তাহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তাহার কোনই অনুসন্ধান লয় না।

অন্য একটী জাতি পারস্য-রাজ দারিয়াসের অধীনস্থ ছিল না।

ক্যাসপাটিরাস (৭) নগরের নিকটে এক জাতীয় ভারতবাসী বাস করে। ইহাদের ব্যাকট্রিয়ানদের ন্যায় আচার ব্যবহার। ভারতবাসীদের মধ্যে ইহারাই অধিক যুদ্ধপ্রিয় এবং ইহারাই সুবর্ণ সংগ্রহে প্রেরিত হয়। ইহাদের দেশের নিকটে বালুকাপূর্ণ মরুভূমি (৮)।

---

(৬)কোন কালেই আর্য্য-সন্তানগণের মধ্যে মনুষ্য-মাংস ভোজনের কথা শ্রুত হওয়া যায় না। তবে ভারতের সীমান্ত প্রদেশস্থ বন্যজাতির মধ্যে এই কু-প্রথা থাকিতে পারে। অন্যতম গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, নর্ম্মদা নদীতীরস্থ প্রদেশে পার্ব্বত্য বনচরগণ নরমাংস ভোজন করিত।

(৭) এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মত-ভেদ আছে। হিরেণ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের মতে কাসপাটিরাস বর্ত্তমান কাবুল ; কিন্তু লাসেন, হামবল্ড এবং অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে কাশ্মীর বলিতে চান। টলেমী নামক গ্রন্থকার স্বীয় 'ভূগোলে' কাসপিরিয়া নামক দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল কাসপিরিয়া ও কাশ্মীরকে এক বলিতে চান। সংস্কৃত সাহিত্যে কশ্যপপুর নামক স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৮) সিন্ধুনদ-সেবিত পাঞ্জাবের অব্যবহিত পরেই মরুভূমি থাকাতে পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণ পাঞ্জাবের নিকটে এক বিরাট মরুভূমির অবস্থিতি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

এই মরুভূমিতে এক প্রকার পিপীলিকা (৯) পাওয়া যায়। ইহারা আকারে শৃগাল অপেক্ষা বৃহৎ এবং সারমেয়াপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই প্রকার কয়েকটী পিপীলিকা পারস্যরাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি তাহারা তথায় বাস করিতেছে। ইহারা মৃত্তিকাগর্ভে বালুকা-স্তূপে বাস করে। এই বালুকার সহিত সুবর্ণ মিশ্রিত থাকে। ভারতবাসীরা প্রত্যেকে তিনটী উষ্ট্রসহ মরুভূমিতে সুবর্ণ আহরণার্থ গমন করে। এই তিনটী উষ্ট্রের দুইটী পুরুষ জাতীয় এবং এই দুইটীকে উভয় পার্শ্বে রাখিয়া ও স্ত্রী-উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, ভারতবাসীরা মরুভূমিতে গমন করে।

দ্বিপ্রহরে যখন রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, তখনই ইহারা সুবর্ণ-অন্বেষণার্থ গমন করে। ভারতবর্ষে প্রাতঃকালে সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর এবং এই উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অধিবাসীরা প্রাতঃ-কালে অনেকক্ষণ শীতল জলে অবগাহন করে। ভারতবাসীরা মরুভূমি পৌছিয়া, এই সুবর্ণ-বালুকা দ্বারা থলি পূর্ণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাগমন করে। পিপীলিকাগুলি মনুষ্যের গন্ধ পাইলেই পশ্চাদ্ধাবন করে এবং দ্রুত পলায়ন না করিতে পারিলে, ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর; কারণ এই সকল পিপীলিকার ন্যায় দ্রুতগামী জন্তু আর নাই।

---

(৯) মেগস্থেনিস, নিয়ার্কাস প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থকার এই স্বর্ণপ্রসূ-পিপীলিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে এই পিপীলিকার চর্ম্ম দেখিয়াছেন। মহাভারতেও এই প্রকার পিপীলিকার উল্লেখ দেখা যায়। প্রথিতনামা উইলসন লিখিয়াছেন "that gold which is dug up by Pipilicas (ants) and is therefore called Pipilicas (ant-gold.)" ম্যাক্রিণ্ডল সাহেবের মতে এই পিপীলিকাগণ তিব্বতবাসী। ("The Pipilicas were probably Tibetan miners, since Megasthenes states that the gold was derived from the Derdai, that is the people of Dardistan".)

ভারতবর্ষীয় চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষিগণ অন্যান্য দেশাপেক্ষা উত্তম; কেবল ভারতীয় অশ্ব মিডিয়া দেশের অশ্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুবর্ণ পাওয়া যায়। পশম উৎপাদনকারী এক প্রকার বৃক্ষ আছে। ভারতবাসীরা এই বৃক্ষজাত পশম দ্বারা নিজেদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে।

পারস্যরাজ দারিয়াস এসিয়া মহাদেশের অনেকস্থান অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদের কোন্ অংশে কুম্ভীর থাকে, এই সংবাদ অবগত হইবার জন্য তিনি কারিয়ান্দা (১০) নিবাসী স্কাইলাক্স ও অন্যান্য ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল কর্ম্মচারী ক্যাসপাটিরাস নগর ও প্যাকটিসি (১১) প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রে পৌঁছিয়াছিলেন। দারিয়াস এই জলযাত্রার পরে, ভারত-বিজয় করিয়াছিলেন এবং ভারতসাগরে যাতায়াত করিয়াছিলেন (১২)।

---

(১০) কারিয়ান্দার কথা মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে। হেরোটডস যে হ্যালিকারনাসস নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার সন্নিকটে এই করিয়ান্দা নগর অবস্থিত ছিল।

(১১) ষ্টিল সাহেব প্যাকটিসিকে প্রাচীন গান্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) বলিতে চান।

(১২) আমরা পূর্ব্বেই দারিয়াসের ভারত-বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

(১২)—(৩) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। ষ্ট্রাবো

ভূগোল বিষয়ক যে সকল পুস্তক পুরাকালে প্রণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ষ্ট্রাবোর ভূগোলই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং পুস্তকখানি নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের পারদর্শিতা জ্ঞাপন করে। অনেক গ্রন্থকারের মতে, প্রাচীন কালে যে সকল ভূগোল লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য। ষ্ট্রাবো-প্রণীত ভূগোলে অঙ্ক-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ও পদার্থতত্ত্ব বিষয়ক বিবরণ ব্যতীত, পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং বাণিজ্য বিষয়ক অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও উপকারী হইবে, গ্রন্থকার নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো, পণ্টাশ প্রদেশস্থ আইরিশ নদী-তীরবর্ত্তী আমাসিয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জন্ম বা মৃত্যুর কোন তারিখই অবগত হওয়া যায় না। তবে তিনি যে রোমক্-সম্রাট্ অগষ্টস্ (১) ও তৎপরবর্ত্তী টাইবিরি-য়াসের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ষ্ট্রাবো ২৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। আদিম ঐতিহাসিক হেরোডটাসের ন্যায় ষ্ট্রাবোও অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যে সকল দেশের বৃত্তান্ত তাঁহার গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে তিনি উহার অনেক দেশই ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন এবং ঐ সকল বর্ণনা তাঁহার পর্য্যটনের ফল-প্রসূত। নিজগ্রন্থে ষ্ট্রাবো আত্মশ্লাঘার সহিত নিজ পরিভ্রমণের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু মিশরের শাসনকর্ত্তা ইলিয়াস গ্যালাসের সহিত তিনি নীল নদ দিয়া সাইনি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মিশর সম্বন্ধীয় বর্ণনা সত্য এবং সম্পূর্ণ। মাইয়স হর্ম্মাসের (২) বর্ণনা কালে ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন—"আমার বন্ধু ইলিয়াস গ্যালাসের

---

(১) অগষ্টস্—সুপ্রসিদ্ধ জুলিয়াস সিজরের ভ্রাতুষ্পুত্র। রোমকসম্রাট অগষ্টস ১৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

(২) মাইয়স হর্ম্মাস—মিশর-রাজ টলেমি ফিলাডেলফিয়স কর্ত্তৃক এই সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ২৭৪ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যখন মিশর ও ভারত-বর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, তখন এই বন্দরের খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হইয়া-ছিল। বর্ত্তমানে মাইয়স হর্ম্মস 'আবু সার এল কিবলি' নামে খ্যাত।

অধীন একদল রোমসৈন্ত আরবদেশে প্রবেশ করাতে এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বণিক্‌গণের জাহাজ নীলনদ এবং আরব্যোপসাগর হইয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যাতায়াত করাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণাপেক্ষা, আমরা এই সকল দেশের সমধিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আমি গ্যালাসের সহিত মিশরে ছিলাম এবং তাঁহার সহিত সাইনি (৩) এবং ইথিওপিয়া (৪) দেশের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, মাইয়সহর্ম্মাস হইতে যে একশত কুড়িখানি জাহাজ ভারতবর্ষে যাত্রা করে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম; কিন্তু টলেমিদিগের (৫) রাজত্বকালে কেহই এরূপভাবে সমুদ্রযাত্রা বা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে সাহসী হইত না।"

---

(৩) সাইনি—মিশর দেশের অন্তর্গত প্রাচীন নগর।

(৪) ইথিওপিয়া—ইথিওপিয়া পূর্ব্বে মিশরের অধীনে ছিল; কিন্তু অষ্টম পূর্ব্ব শতাব্দীতে স্বাধীন হয় এবং কিছু কাল মিশরের উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পারস্যাধিপতি কামবাইসিস ৫২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়া জয় করেন। রোমক-সম্রাট্ অগষ্টস পরে ইহা নিজ রাজ্য-ভুক্ত করিয়াছিলেন।

(৫) টলেমি—প্রথম টলেমি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি মাসিদনাধিপতি ফিলিপের পুত্র ও আলেকজান্দারের ভ্রাতা ছিলেন। আলেকজান্দারের ভারত-অভিযানের সময় টলেমি আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন এবং আলেক-জান্দারের মৃত্যুর পরে তিনি মিশরে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম টলেমির পরে, তাঁহার পুত্র টলেমি ফিলাডেলফাস ২৫৮ হইতে ২৪৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ টলেমি ফিলাডেলফাসই আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফিলাডেলফাসের পরে, ক্রমে ক্রমে একাদশজন টলেমি মিশরে রাজত্ব করেন ত্রয়োদশ টলেমি জুলিয়াস কর্ত্তৃক মিশর-সিংহাসনে স্থাপিত হ'ন, কিন্তু সুবিখ্যাত রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ক্লিওপেট্রা রোমক সম্রাট্ অগষ্টস কর্ত্তৃক পরাজিতা হইয়া আত্মহত্যা করেন।

এসিয়ার সিলিসিয়া, প্যামফিলিয়া এবং লিসিয়া ব্যতীত তারস (৬) পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থিত ভারতবর্ষ হইতে নিল নদ পর্য্যন্ত দেশ, তারস পর্ব্বত ও দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। এসিয়ার পরেই লিবিয়া; আমরা পরে উহা বিবৃত করিব। প্রথমে, আমরা পূর্ব্বদিকস্থ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভারতবর্ষের বর্ণনা করিব।

আমি, ভারতবর্ষের বিবরণের জন্ম পাঠকবর্গের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; কারণ, এ দেশ অত্যন্ত দূরে অবস্থিত এবং আমাদের দেশস্থ অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এই দেশ দেখিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের উপকূল দেখিয়াছে, তাহারা উপকূলের অংশমাত্রই দেখিয়াছে এবং তাহারা লোক-পরম্পরায় যাহা শ্রবণ করিয়াছে, তাহারা কেবল উহাই বর্ণনা করিতে পারে। যে সময় আলেকজান্দারের সৈন্যগণ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল, তখন যাহা তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল, তাহারা কেবল তাহাই স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। এই জন্ম তাহাদের পুস্তকে একই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ, তাহারা প্রত্যেক বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে। আলেকজান্দার যে বাহিনীর সাহায্যে এসিয়া জয় করিয়াছিলেন, ইহাদের কেহ কেহ সেই বাহিনীরই অন্তর্ভূত ছিল; কিন্তু তথাপি অনেক সময় ইহাদের বৃত্তান্তে

---

(৬) যে সকল জাতি তারস পর্ব্বতমালার উত্তরে বাস করিত, ষ্ট্রাবো তাহাদিগকে "তারসের অভ্যন্তরে" (within Taurus) এবং যে সকল জাতি দক্ষিণে বাস করিত, তাহাদিগকে "তারসের বহির্ভাগে" (without Taurus) বাস করিত বলিয়া লিখিয়াছেন। ইরাটসথিনিস প্রভৃতি ভৌগোলিকগণ তারস পর্ব্বত এসিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ ধারণা ভ্রমপূর্ণ। "দক্ষিণ সমুদ্র" অর্থে ভারতীয় মহাসাগরকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈষম্য দেখা যায়। যখন প্রত্যক্ষীভূত ঘটনার বর্ণনায় এতদূর বৈপরিত্য দৃষ্ট হয়, তখন যাহা লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায়, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ?

যাঁহারা আলেকজান্দারের পরবর্ত্তীকালে এই দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বা যাঁহারা বর্ত্তমানে ঐ দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করেন, তাঁহারাও সঠিক খবর দিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাথিয়ার ইতিহাস প্রণয়নকারী আপলোডোরসের (৭) (যিনি সেলুকাস নিকেটারের (৮) পরবর্ত্তী সিরিয়া রাজগণের বিরুদ্ধে যে সকল গ্রীকগণ বাকট্রিয়ার বিরুদ্ধে

(৭)আপলোডোরস ব্যাবিলনের অন্তর্গত: আর্টিমিটার অধিবাসী ছিলেন। কোন্ সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি পার্থিয়ার যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কয়েক জন গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৮) সেলুকাস নিকেটার আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় অভিযানে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, যখন তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য দ্বিতীয়বার তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখন ব্যাবিলোনিয়া সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। আন্টিগোনাস নামক অন্যতম সেনাপতি কর্ত্তৃক কিছুদিনের জন্য তিনি স্বাধিকার-চ্যুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ৩১২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আন্টিগোনাসকে পরাভূত করিয়া ব্যাবিলনে-সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভে অক্ষম হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত-দত্ত পাঁচশত হস্তী বিনিময়ে আলেকজান্দার-বিজিত ভারতীয় প্রদেশগুলি চন্দ্রগুপ্তের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সেলুকাসই সুপ্রসিদ্ধ মেগস্থেনিসকে দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের দরবারে প্রেরণ করেন। মেগস্থেনিসের ভারত-বিবরণ পাঠে তৎকালীন ভারতের যথেষ্ট বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

সকলকাম হইয়াছিলেন, তাঁহারাই পরাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এইরূপ লিখিয়াছেন) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সকল বিবরণ সকলেই অবগত ছিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি অধিক কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বরং, প্রচলিত বিবরণের প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলেন যে, মাসিদোনিয়ানগণ অপেক্ষা বাকট্রিয়ানগণ ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার মতে সহস্রাধিক নগরী ইউক্রেটিডসের (৯) অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, হাইডাসপীস ও হাইফানিসের (১০) মধ্যবর্ত্তী নয়টী জাতিকে মাসিদোনিয়ানগণ পরাজিত করিয়াছিল। উহারা, কস মেরোসিস্ (১১) অপেক্ষা কোন অংশে ক্ষুদ্র নহে, এরূপ

(৯) সেলুকাস নিকটের বাকট্রিয়া পরাজিত করিয়া নিজ-রাজ্যভুক্ত করেন, কিন্তু ২৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আন্টিওকস থিয়স সেলুকাসের বংশধরের নিকট হইতে বাকট্রিয়া জয় করিয়া বাকট্রিয়ায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৮১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইউক্রেটিডস বাকট্রিয়ায় সিংহাসনাধিরোহণ করেন। যাষ্টিন ইউক্রেটিডস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজা ডেমেট্রিয়স ৬০,০০০ সৈন্যসহ ইউক্রেটিডসকে আক্রমণ করিলে, তিনি মাত্র কয়েকশত সৈন্যসহ ডেমেট্রিয়সকে পরাজিত করিয়া ভারত-বিজয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে, তাঁহার পুত্র আপলোডোটস তাঁহাকে হত্যা করেন। কোন্ সময় এই ঘটনা ঘটে, উহা সঠিকরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। মনস্বী লাসেন বলিয়াছেন যে, ১৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এই পিতৃ-হত্যা সম্পাদিত হয়। (ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রণীত ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

(১০) হাইডাসপীস বর্ত্তমানে ঝিলাম বা বিতস্তা নামে পরিচিতা। হাইফানিস বিপাসা নামে খ্যাতা। আলেকজান্দার এই পর্য্যন্তই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১১) বর্ত্তমানে ইহা কসদ্বীপ নামে পরিচিত—এসিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

পাঁচহাজার নগর অধিকার করিয়াছিল এবং আলেকজান্দার এই সকল দেশ স্বাধিকার-ভুক্ত করিয়া পোরসকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অধুনা যে সকল বণিক্, নীলনদ হইয়া মিশর হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ গমন করে, তাহারা কদাচিৎ গাঙ্গেয়-প্রদেশে গমন করিয়াছে। এই বণিক্‌গণ অশিক্ষিত এবং দর্শনীয় স্থানের বর্ণনায় অনুপযুক্ত। ভারতবর্ষের কোন এক স্থানাধিপতি পাণ্ডিয়নের (১২) নিকট হইতে এবং কাহারও কাহারও মতে, পোরসের (১৩) নিকট হইতে সিজর অগষ্টসের (১৪) নিকট উপহার প্রেরিত হইয়াছিল এবং কালানসের ন্যায় (১৫) যে দার্শনিক আথেন্সে অগ্নিমধ্যে নিজদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সেই দার্শনিক সহ এক দৌত্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল।

(১২) এই রাজ্যের কথা প্লিনি, পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার এবং টলেমি উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাক্রিণ্ডল বলিতেছেন, "The name Pandion is derived from the Sanskrit Pandu, the name of the Father of the Five Pandava brothers who are such conspicuous figures in Indian epic poetry!" অর্থাৎ, মহাভারতোক্ত পাণ্ডু হইতে পাণ্ডিয়ন নাম হইয়াছে।

(১৩) প্রাচীন গ্রন্থে তিন জন পোরসের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—যিনি আলেকজান্দার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, প্রথমোক্ত পোরসের আত্মীয়। তৃতীয়—যাঁহাকে ষ্ট্রাবো এই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাঁহার বিস্তৃত বিবরণ নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৪) সিজর অগষ্টসের নিকট প্রেরিত দৌত্য-বাহিনীর উল্লেখ কয়েকখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ফ্লোরাস নামক গ্রন্থকার "সংক্ষিপ্ত রোমের ইতিহাস গ্রন্থে," ও ডনকাসিয়াস এই দৌত্যবাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৫) ষ্ট্রাবো নিজগ্রন্থের শেষভাগে কালানসের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। এই চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত আমরা যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। ষ্ট্রাবো ব্যতীত আরিয়ান, প্লুটার্ক ও লুসিয়ান এই উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, নিয়ার্কাসের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটে।

এক্ষণে, যদি আমরা এই সকল কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া, আলেক-জান্দারের অভিযানের পূর্ব্বে যে সকল বৃত্তান্ত প্রচলিত ছিল, সেই সকল কাহিনী আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এগুলি আরও ভ্রান্তিপূর্ণ। আলেকজান্দার অত্যাশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতার জন্য অহঙ্কারী হইয়া, এই সকল বর্ণনায় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। নিয়ার্কাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেমিরামিস (১৬) এবং সাইরাস (১৭), উভয়েই গেড্রোসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান লইয়া যাত্রা করিয়া, প্রথম মাত্র কুড়িজন ও দ্বিতীয় মাত্র সাত জন সৈন্যসহ প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, আলেকজান্দার তাঁহার বাহিনী গেড্রোসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া পরিচালিত করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যে ক্ষেত্রে সেমিরামিস ও সাইরাস অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইলে অধিকতর প্রশংসা হইবে। আলেকজান্দার নিশ্চিতই এই সকল গল্পে বিশ্বাস করিতেন।

সাইরাস বা সেমিরামিসের আক্রমণকালে সংগৃহীত ভারতবর্ষের বিবরণের উপর কি প্রকারে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে? ভারত-বর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে মেগস্থেনিস আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, ভারত-বাসীরা কোনদিন নিজ সীমান্তের বহির্ভাগে সৈন্য প্রেরণ করে নাই

(১৬) সেমিরামিসের যুদ্ধযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা আমরা এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং সেইস্থানে এই অভিযানের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

(১৭) সাইরাসের যুদ্ধযাত্রার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। গেড্রোসিয়া-বর্ত্তমান বেলুচিস্থান।

এবং হিরাক্লিস, ডাইওনিসাস এবং ম্যাসিদোনিয়ানগণ ব্যতীত, কোন বৈদেশিক তাহাদের দেশে প্রবেশ বা তাহাদের দেশ অধিকার করে নাই। মিশরদেশীয় সিসট্রিস (১৮) এবং ইথিওপিয়ন টিয়র্কন, ইউরোপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং হিরাক্লিস অপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ নেবুকোড্রসোর (১৯), "স্তম্ভ" (২০) পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। টিয়র্কনও এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিসট্রিস নিজ বাহিনীকে আইবিরীয়া হইতে থ্রেস ও পণ্টাস পর্য্যন্ত চালিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিথিয়ান ইডনটিরসস্ মিশর পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই। যে সেমিরামিস ইহার আক্রমণে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন, তিনিও আয়োজনাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন।

পারসীকগণ হিড্রাকাইগণকে (২১) বেতনভোগী সৈন্য-স্বরূপ তাহাদের

---

(১৮) গ্রীক গ্রন্থকারদিগের মতে সিসট্রিস পৃথিবী জয় করিয়াছেন; প্রবাদ এই যে তিনি ভারত-বিজয়েও সক্ষম হইয়াছিলেন। দায়দরস্ বলিয়াছেন যে, সিসট্রিস ভারতবর্ষ জয় করিয়া লোহিত সাগরে চারিশত রণতরী প্রেরণ করেন। এই রণতরী সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষ অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন।, বর্ত্তমানে কেহই এ আখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করেন না।

(১৯) বাইবেল কথিত নেবুচাদ নেজর। ইনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ পূর্ব্ব শতাব্দীতে ব্যাবিলনে রাজত্ব করিতেন।

(২০) "Pillars of Alexandar"।—টলেমি কথিত "আলেকজান্দার স্তম্ভ"। সারমেসিয়ার প্রান্তদেশে অবস্থিত।

(২১) ইহাদের বিষয় বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ইহাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন। আরিয়ান নামক গ্রন্থকার, ইহাদিগকে 'অক্সিড্রাকাই' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং ইহারা হাইডাসপীস তীরে বাস করিত বলিয়াছেন। বানবেরি নামক অন্যতম গ্রন্থকার ইহাদিগকে শতদ্রু ও চিনাবের সঙ্গম স্থলে বাস করিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনি

সহিত যোগদান করিতে আদেশ দিয়াছিল সত্য ; কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। কেবল, যখন সাইরাস মাসাজেটাইগণের (২২) বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখনই তাহারা ভারতবর্ষের সীমান্তদেশে পৌঁছিয়াছিল।

মেগস্থেনিস এবং অন্য কেহ কেহ হিরাক্লিস এবং ডাইওনিসাসের বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন ; কিন্তু ইরাটসথিনিসপ্রমুখ অনেক গ্রন্থকার, এই সকল বর্ণনাকে গ্রীসদেশে প্রচলিত কাহিনীর ন্যায় অবিশ্বাসযোগ্য ও কল্পিত বলিয়া পরিগণিত করেন। ইউরিপাইডস (২৩) তাঁহার "ব্যাকাই" নামক গ্রন্থে ডাইওনিসাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি লিদিয়ান ও ফ্রিজিয়ানগণের সুবর্ণময় দেশ, পারসীকদিগের সূর্য্য-তাপিত সমতল ক্ষেত্র সমূহ এবং বাকট্রিয়া নগরের প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া, মিদিসগণের (২৪) তুষারময় দেশে এবং আরব ও এসিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"সফোক্লিসে" একব্যক্তি নিসার (২৫) জয়গান করিতে করিতে

ইহাদিগকে সিদ্রাসী নামে অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজান্দার ইহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

(২২) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, মাসাজেটাইগণ আরাক্সিস নদীর অপর পারে বাস করিত। সাইরাসের যে অভিযানের কথা এই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ অভিযানে মাসাজেটাইগণ তাহাদের রাজ্ঞী টমিরিসের নেতৃত্বে সাইরাসকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিল।

(২৩) ইনি ব্যাকাস কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪) মিডিয়া দেশবাসিগণ। ৩৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দার মিডিয়া জয় করেন।

(২৫) সফোক্লিস—গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক প্রণয়নকারী। নিসা—এইস্থান নির্দ্দেশ করা দুরূহ। আলেকজান্দারের যুদ্ধযাত্রায় যে নিসার

বলিতেছে যে, "এই স্থান হইতে ব্যাকানালগণের (২৬) প্রিয়, সুপ্রসিদ্ধ নিসা দেখিতে পাই। শৃঙ্গধারী ইয়াকস (২৭) এক্ষণে এই নিসায় তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থল করিয়াছেন। এই স্থানে পক্ষীর কাকলী শ্রুত হয় না," ইত্যাদি।

কবি হোমর, ইডোনিয়ান (২৮) লাইকারগসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বে, লাইকারগস, নিসাপর্ব্বতে ক্রুদ্ধ ডাইওনিসাসের ধাত্রিগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।"

ডাইওনিসাসের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। কেহ কেহ হিরাক্লিস (২৯) সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি পশ্চিমদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাহারও কাহারও মতে তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উভয় দিকেই প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এই সকল কাহিনী হইতে, তাহারা কোন না কোন জাতিকে নিসিয়ান নাম প্রদান করে এবং তাহাদের নগরকে ডাইওনিসাস কর্ত্তৃক স্থাপিত নিসা নামে খ্যাত করে। তাহাদের নগরের উর্দ্ধদেশস্থ পর্ব্বতকে তাহারা মিরন নামে অভিহিত করে। কারণ-স্বরূপ, তাহারা বলে যে, আইভি ও দ্রাক্ষা ঐ স্থানে জন্মে। এদেশীয় দ্রাক্ষা-লতায় ফল পাওয়া যায় না;

কথা উল্লিখিত হইয়াছে ইহা সে নিসা হইতে পারে না; কারণ, সফোক্লিসের বহু পরে আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

(২৬) ব্যাকাস নামক গ্রীকদেশীয় দেবতার অনুচরগণ। ব্যাকাসকে গ্রীসীয় পুরাণে "মদ্যের দেবতা" বলিয়া আখ্যা প্রদান করা হয়।

(২৭) ব্যাকাসের অন্যতম নাম।

(২৮) ষ্ট্রাইমন নদীতীরবাসী থ্রেসিয়ান জাতি। 'ইলিয়দ' ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২৯) হিরাক্লিস বা হার্কিউলিস প্রাচীন গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইনি দেবরাজ জিয়াসের পুত্র বলিয়া পরিচিত।

কারণ, অতিরিক্ত বর্ষার জন্য পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই ফলগুলি পড়িয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থকারগণের মতে, অক্সিড্রেকাইগণই ডাইওনিসাসের বংশধর। কারণ তাহাদের দেশেও দ্রাক্ষা জন্মে; তাহারা বিশেষ সাজ-সজ্জার সহিত শোভাযাত্রা করে; তাহাদের নরপতিগণ, ব্যাকাসের পন্থা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অন্য সময়ে পুষ্পযুক্ত বেশ পরিধান করিয়া বাদ্যকরগণ সহ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। প্রথম আক্রমণেই আলেকজান্দার আয়র্ণস (৩০) নামক সিন্ধুনদ-সেবিত পর্ব্বত অধিকার করেন, [হিরাক্লিস ঐ পর্ব্বত তিনবার আক্রমণ করিয়া তিনবারই পরাজিত হইয়াছিলেন,] মাসিদোনিয়ানগণ এইরূপ প্রচার করিয়া নিজেদের কৃতকার্য্যতার জন্য সমধিক শ্লাঘা বোধ করিতেছিল। হিরাক্লিসের যুদ্ধ-যাত্রাকালে যে সকল যোদ্ধা তাঁহার সহগামী হইয়াছিল, শিবাইগণ (১৩) তাহাদেরই বংশধর বলিয়া খ্যাত। শিবাইগণ নিজ উৎপত্তির চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে, তাহারা হিরাক্লিসের ন্যায় বর্ম্ম পরিধান করে, মুদ্গর বহন করে; তাহাদের

(৩০) আয়র্ণসের স্থান নির্দ্দেশে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ম্যাক্রিণ্ডল সাহেবের মতে, সিন্ধুনদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মহাবনই আয়র্ণস। সেনাপতি কোর্ট আটক নগরীর অপর পার্শ্বে স্থাপিত 'রাজা হোদি' নামক দুর্গ ও সুপ্রসিদ্ধ প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ কানিংহাম ঝিন্দ হইতে ষোড়শ মাইল উত্তরে অবস্থিত রাণীবাট দুর্গকে আয়র্ণস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেনাপতি আবট মহাবনকেই আয়র্ণস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং অনেকেই এই মতের সপক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৪ সনের অক্টোবর মাসে কর্ণেল সার হ্যারল্ড ডীনের সাহায্যে ডাক্তার ষ্টীন মহাবন পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীক-বর্ণিত আয়র্ণস মহাবন নহে।

(৩১) আরিয়ান তাঁহার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে এবং কার্টিয়াস তাঁহার 'ইতিহাসে' এই জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা আকেসাইন নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী-প্রদেশে বাস করিত। সম্ভবত: ইহারা শৈব ছিল বলিয়া ইহাদিগকে শিবাই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

বৃষ ও অশ্বতরের গাত্রেও মুদগর-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখে। পারোপামিসাডাইগণের (৩২) দেশে, পবিত্র গুহা থাকার জন্য তাহারা প্রমিথিয়াস (৩৩) এবং ককেসাস সম্বন্ধীয় আখ্যান, পণ্টাশে ঘটে নাই, এই স্থানে ঘটিয়াছে এইরূপ প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে, এই গুহাই প্রমিথিয়াসের কারাগার ছিল, হিরাক্লিস প্রমিথিয়াসের উদ্ধার-কল্পে এইস্থানেই আসিয়াছিলেন এবং গ্রীকগণ বর্ণিত প্রমিথিয়াসের কারাগার যে ককেসাস (৩৪) পর্ব্বতে অবস্থিত ছিল, ইহাই সেই ককেসাস।

এই সকল বর্ণনাই যে আলেকজান্দারের চাটুকারগণের কল্পিত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক লেখকের বর্ণনার সহিত অপর লেখকের সাদৃশ্য দেখা যায় না এবং একজন যে বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছে, অপরে তাহা আদৌ উল্লেখ করে না। যে সকল কার্য্যে যশোরাশি বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে স্বতঃই গৌরব অনুভব করা যাইতে পারে, সেই সকল কার্য্য যে নির্ণয় হয় নাই এবং নির্ণীত হইলেও যে উল্লিখিত হয় নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অধিকন্তু, ডাইওনিসিয়াস হিরাক্লিস যে সকল রাজ্যের অভ্যন্তর দিয়া নিজ সৈন্য-বাহিনী সহ

---

(৩২) টলেমি "পারোপানিসাদাই" নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ষ্ট্রাবো লিখিত "পারোপামিসাদাই" ও টলেমি কথিত "পারোপানিসাদাই"গণ একই জাতি। ইহারা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং পূর্ব্বে বাস করিত।

(৩৩) প্রমিথিয়াস স্বর্গ হইতে 'দেবাগ্নি' চুরি করিয়া নিজ-কৃত মনুষ্যের জীবন দানের চেষ্টা করাতে দেবতাগণ তাঁহাকে এই স্থানে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।

(৩৪) মাসিদোনিয়ানগণ ইউক্সাইন এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতকে ককেসাস পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং হিমালয়কেও ককেসাস নামে অভিহিত করিতেন। এরূপ করিবার প্রধান কারণ এই যে তাঁহারা মনে করিতেন যে একই পর্ব্বতশ্রেণী ইউক্সাইন সাগর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারা এই সকল বাহিনীর যাতায়াতের কোন প্রমাণই দেখাইতে পারে না। বিশেষতঃ, হিরাক্লিস যে বেশ পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়, উহা ট্রোজান সমরের অনেক পরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। যাহারা "হিরাক্লিয়া" রচনা করিয়াছিল, এ বৃত্তান্ত তাহাদেরই কল্পিত। পিসান্দার (৩৫) বা অন্য কেহ, এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। হিরাক্লিসের প্রাচীন দারুময় মূর্ত্তিগুলি কেহ এরূপভাবে সজ্জিত করে নাই।

এই জন্য এই সকল বিষয় আমাদের বিশেষ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় এই সকল বিষয় নিজ সাধ্যানুসারে পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই সময় যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহা এবং যাহাতে অন্যান্য ঐ সকল বিষয় পাঠকগণের বোধগম্য হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিব। আমার মতে, ইরাটস্থিনিস তাঁহার ভূগোলে যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। সিন্ধুনদই ঐ সময়ে ভারতবর্ষ ও আরিয়ানীর সীমা নির্দ্ধারণ করিত। তৎকালে, আরিয়ানী পারসিকগণের অধিকারভুক্ত ছিল; তৎপরে, মাসিদোনিয়াগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবাসীরা উহার অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল।

ইরাটস্থিনিস ভারতবর্ষের নিম্নরূপবর্ণনা করিয়াছেন :—

ভারতবর্ষের উত্তরে, এরিয়ানা হইতে পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত তারাস

---

(৩৫) রোড্স দ্বীপবাসী পিসান্দার খৃষ্টীয় পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "হিরাক্লিস" নামক গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিরাট গ্রন্থের মাত্র কয়েক ছত্র পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথমে হিরাক্লিসকে গদাধারী এবং সিংহচর্ম্ম-পরিহিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

পর্ব্বত (৩৬)। মাসিদোনিয়ানগণ ইহাকে ককেসাস পর্ব্বত বলে; কিন্তু দেশীয়েরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে; যথা,—পারোপামিসস, ইমোদস এবং ইমায়স প্রভৃতি। ইহার পশ্চিমে সিন্ধুনদ। ইহার দক্ষিণ এবং পূর্ব্বাংশ অপরাংশাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুই অংশ আটলান্টিক (৩৭) সাগরে পড়িয়াছে। দেশটী রম্বইডের ন্যায়। ককেশিয়ান পর্ব্বত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমাংশ ১৩,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া এবং বিপরীত দিকের পূর্ব্বাংশ ১৬০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। ভারতবর্ষের বিস্তৃতি এইরূপ। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা পালিবোথ্রা পর্য্যন্ত সঠিক বলিতে পারি, কারণ, ইহা পরিমাপ করা হইয়াছিল (৩৮)। ১০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া

---

(৩৬) ষ্ট্রাবো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় প্যারা দ্রষ্টব্য। এরিয়ানি বা আর্য্যভূমি—আরিয়ান তাঁহার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"The range of Tauros bears different names in the various countries which it traverses. In one place, it is called Parapamisos, in another Emodos, and in a third Imaos, and it has perhaps other names besides these. The Macedonians who served with Alexander called it Kaukasos" অর্থাৎ, এই পর্ব্বতকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কোনদেশে পারাপামিসস, কোন দেশে ইমেদস, কোথায় বা আমায়স নামে কথিত হয়। আলেকজান্দারের সহযাত্রী মাসিদোনিয়ানগণ ইহাকে ককেসাস নামে আখ্যাত করিত।

(৩৭) ষ্ট্রাবোর সময়ে, সকল সমুদ্রকেই 'আটলান্টিক' নামে অভিহিত করা হইত।

(৩৮) এক ষ্টাডিয়া = ৬০৬ $\frac{৩}{৪}$ ফীট

"Strabo's description, as here given, of the Configuration of India may be represented by a rhomboid. Of this Construction, where the north side is represented by a line drawn from the supposed source

দীর্ঘ একটী রাজপথ আছে। গঙ্গা নদী দিয়া যে সকল জাহাজ সাগর হইতে পালিবোথ্রায় যায়, তাহাদের গতায়াত হইতে পালিবোথ্রার পরবর্ত্তী দেশের আয়তন আন্দাজ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোট দৈর্ঘ্য, ১৬,০০০ হাজার ষ্টাডিয়ার কম নহে। ইরাটস্থিনিসও এইরূপ অনুমান করেন। সৈন্যগণের অগ্রসর হইবার কালে স্কন্ধাবার যে যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যবধানের দূরত্ব হইতে তিনি ইহা নির্ণয় করিয়াছেন এবং এক্ষেত্রে মেগাস্থিনিস ও তাঁহার একই মত। পাট্রোক্লিসের মতে, উহা এক হাজার ষ্টাডিয়া কম; কিন্তু ইহার

---

of the Indus to the mouth of the Ganges ; the west side by a line drawn from the same point to the mouth of the Indus ; the south side by a line drawn to Cape Comorin, and the east side by a line from that Cape to the mouth of the Ganges, beyond which Strabo's knowledge of the east did not extend".—Mac. Crindle.

ষ্ট্রাবো লিখিত ভারতবর্ষের পরিমাণ ইত্যাদি :—
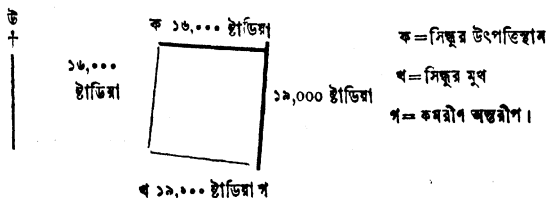
ষ্ট্রাবোর মতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা ১৩,০০০ ষ্টাডিয়া বা ১৪৯৪ মাইল। ঠিক্‌সিন্ধু নদের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ১৮১০ মাইল। প্রাচীন গ্রীকগণ সিন্ধু উৎপত্তি-স্থানের

সহিত যদি পূর্ব্বদিকস্থ অন্তরীপ যোগ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই ৩০০০ হাজার ষ্টাডিয়া লইয়া ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে। সিন্ধুনদের মুখ হইয়া বহির্ভাগস্থ সমুদ্র দিয়া, পূর্ব্বোক্ত অন্তরীপ লইয়া, ইহার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পরিমাপ করিলে, দৈর্ঘ্য এইরূপই হইবে। ঐ দেশের লোকদিগকে "কনিয়াকই" (৩৯) নামে অভিহিত করা হয়।

অন্যান্য গ্রন্থকারের বর্ণনার সহিত উপর্য্যুক্ত বর্ণনার প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। টিসীয়াস (৪০) বলেন যে, ভারতবর্ষ এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা

বিষয় অবগত ছিলেন না। আরিয়ান ইরাটসথিনিস বর্ণিত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের ভৌগলিক-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Ancient Geography of India" (ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল) গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'যে তৎকালীন ভারতবাসীরা নিজদেশের সঠিক ভৌগলিক-বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।' শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ডের "প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক-তত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

(৩৯) পম্পোনিয়াস মেলা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমান্তপ্রদেশকে 'কোলিস' নামে অভিহিত করা হইত। অন্য কোথায়ও 'কনিয়াক্কই' শব্দ দৃষ্ট হয় না।

(৪০) কারিয়ার অন্তর্গত নাইডস নগরবাসী টিসিয়স, চিকিৎসকরূপে অনেক কাল ধরিয়া পারস্যাধিপতি আর্টাজারাক্সিসের রাজধানীতে বাস করিতেন। তিনি 'পার্সিকা' নামক এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের অতি সামান্য অংশ মাত্রই পাওয়া যায়। তিনি 'ইণ্ডিকা' নামে আরও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পারস্যে প্রচলিত কিংবদন্তী সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধারণে এই গ্রন্থ অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই উপাদেয় গ্রন্থের খণ্ডাংশই পাওয়া যায়।

আকারে কম নহে। অনিসিক্রিটস ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এইরূপ বিবেচনা করেন। নিয়ার্কাস বলেন যে, কেবলমাত্র সমতলভূমিগুলি ভ্রমণ করিতেই চারিমাস অতিবাহিত হয়। মেগাস্থিনিস এবং ডিমাকস লিখিত পরিমাণ উহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে পরিমিত। ইহাদের মতে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ককেসাস কুড়িসহস্র ষ্টাডিয়ার কম। ডিমাকস বলেন যে স্থানে স্থানে ইহা ত্রিশ সহস্র ষ্টাডিয়ারও অধিক। আমরা পূর্ব্বেই এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণনা আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, এই স্থানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলের ক্ষমার পাত্র।

ভারতবর্ষে অনেক নদী আছে। এই সকল নদীর কতকগুলি সিন্ধু ও গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে; অন্যান্যগুলি সমুদ্রগর্ভে পড়িয়াছে। এই সকল নদীই ককেসাস পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়াছে (৪১)। পর্ব্বত-গাত্র হইতে নির্গতা হইয়াই তাহারা দাক্ষণাভিমুখিনী হইয়াছে। যাহারা সিন্ধুনদের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তাহারাই দক্ষিণাভিমুখিনী, অপরগুলি, গঙ্গার ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখিনী। গঙ্গা ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। গঙ্গা পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া সমতল-ক্ষেত্রে পড়িয়া পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়াছে। পরে, পালিবোথ্রার চরণ ধৌত করিয়া, ইহা সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে। তথায়, ইহার একটী মাত্র মুখ (৪২)।

---

(৪১) উল্লিখিত হইয়াছে যে মাসিদোনিয়ানগণ ইউক্সাইন এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতকে ককেসাস পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। ৩৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪২) ষ্ট্রাবোর পুস্তক প্রকাশের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে টলেমি তাঁহার ভূগোলে গঙ্গার পঞ্চ মুখের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে টলেমিই গঙ্গা ও বঙ্গদেশের উপকূল ভাগের সঠিক বর্ণনা করেন। টলেমি সিন্ধুনদের সাতটী মুখের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পাটলীন দেশ (৪৩) বেষ্টন করিয়া, সিন্ধু দ্বিমুখী হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইরাটস্থিনিস বলিয়াছেন যে, এই সকল নদ নদী হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাতে বর্ষাকালে বারিপাত হইয়া সমতল ক্ষেত্র প্লাবিত হয়। বর্ষাকালে শন, ধান্য, তিল, "বসমোরণ" (Bosmoron) ও অন্যান্য শস্য এবং শীত ঋতুতে যব, গম, ডাল এবং আমাদের অজ্ঞাত অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য বপন করা হয়। ইথিওপিয়া এবং মিশরে যে সকল জন্তু প্রতিপালিত হয়, ভারতবর্ষেও সে সকল জন্তু পাওয়া যায়। এই সকল দেশীয় নদীতে যে সকল জন্তু পাওয়া যায়, সিন্ধুঘোটক ব্যতীত আর সকল জন্তুই ভারতীয় নদীতে দেখিতে পাওয়া যায়। অনিসিক্রিটস বলেন যে, সিন্ধুঘোটকও ভারতীয় নদীতে দেখা যায়। অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দাক্ষিণাত্যবাসিগণের বর্ণ ইথিওপিয়ানদিগের ন্যায়, কিন্তু তাহাদের মুখ ও চুল অন্যান্য জাতির ন্যায়। বায়ুর জন্য তাহাদের চুল কুঞ্চিত হয় না। উত্তরাংশের লোক মিশরবাসীদিগের ন্যায়।

পরম্পরা শুনিতে পারা যায় যে, সমুদ্রে অবস্থিত তাপ্রোবেণ (৪৪) নামক দ্বীপ ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণ অন্তরীপ হইতে দক্ষিণ দিকে সাত দিবসের পথ। এই দ্বীপ ইথিওপিয়ার দিকে ৮০০০ হাজার ষ্টাডিয়া বিস্তৃত। এ দ্বীপেও হস্তী পাওয়া যায়। ইরাটসথিনিসের

(৪৩) পাটলীন—গ্রীকগণ সিন্ধুর বদ্বীপকে পাটলীন নামে অভিহিত করিতেন; রাজধানী 'পাটল' নামে আখ্যাত হইত।

(৪৪) তাপ্রোবেণ—লঙ্কাদ্বীপ। লঙ্কাদ্বীপের আয়তন সম্বন্ধে প্রাচীনগণের যথেষ্ট মতভেদ ছিল। টলেমী লঙ্কাদ্বীপকে তাহার প্রকৃত পরিমাণের চতুর্দ্দশগুণ অধিক বলিয়াছেন। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার ইহাকে আফ্রিকার সন্নিকটে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনির লিখিত তাপ্রোবেণের বৃত্তান্ত "প্রাচীন ভারতে" উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থে এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং এই লেখকের বৃত্তান্তের সহিত অনান্য লেখকের সঠিক বৃত্তান্ত যোগ করিলে, ভারবর্ষের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনিসিক্রিটস তাপ্রো-বেণের দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতির কথা উল্লেখ না করিয়া উহার আয়তন ৫০০০ হাজার ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেশন যে, মহাদে হইতে সমুদ্র-পথে ঐ স্থানে পৌঁছিতে কুড়ি দিন সময় লাগে; এই সমুদ্র-পথে যাত্রার নিয়োজিত তরীগুলি তাহাদের পাল ও গঠনের বিশেষত্বের জন্য দ্রুত যাইতে পারে না। মধ্যবর্ত্তী পথে অন্যান্য দ্বীপ আছে, কিন্তু তাপ্রোবেণ সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে অবস্থিত; ইহার তীরে তিমি-জাতীয় উভচর জন্তু বিচরণ করে এবং উহারা আকারে অশ্ব, বা ষণ্ড এবং অন্যান্য স্থলচর জন্তুর ন্যায় (৪৫)।

নিয়ার্কাস নদী দ্বারা বর্দ্ধন-শীল ভূমির নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। হার্ম্মস, কেসট্রস, মৈয়ানড্রস এবং কৈকস নামক সমতল ক্ষেত্রগুলির এরূপ নাম-করণ হইয়াছে; কারণ, পর্ব্বত হইতে নদী সকল আর্দ্র ও উর্ব্বর ভূমি বহন করিয়া আনে এবং প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল সমতল ক্ষেত্র নদী হইতেই উৎপন্ন এবং উহাদিগকে নদীরই অন্তঃভূর্ত, এরূপ বলা যাইতে পারে। হেরোডটাসও নীল ও তন্নিকটবর্ত্তী ভূমির সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, এই ভূমি নদীরই উপহার। এই জন্য নিয়ার্কাস বলেন যে নীল নদকে মিশর নামে আখ্যাত করা হয়।

(৪৫) আমরা "প্রাচীন ভারতে" ইলিয়ান নামক যে ঐতিহাসিকের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, উহাতে তাপ্রোবেণে প্রাপ্য এক প্রকার বিরাট জন্তুর উল্লেখ আছে।

আরিষ্টবোলস (৪৬) এইরূপ বলিয়াছেন:—বৃষ্টি এবং বরফ কেবলমাত্র পর্ব্বত ও তাহাদের সানুদেশস্থ ভূমিতেই পড়ে; সমতল ক্ষেত্রে বৃষ্টি বা বরফ পড়ে না এবং নদীর জল বৃদ্ধি না হইলে, উহারা প্লাবিত হয় না। শীতকালে পর্ব্বতগুলি বরফাবৃত হয় এবং বসন্তের প্রারম্ভে, দিবারাত্র অবিরত বৃষ্টিপাত হয়। আর্কটুরাসের (৪৭) উদয় হওয়া পর্য্যন্ত ইটিসিয়ান বাতাস বহিতে থাকে। বরফ গলিয়া যাওয়াতে এবং বৃষ্টির দ্বারা জল বৃদ্ধি হইয়া, নদী সকল সমতল ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করে। আরিষ্টবোলস বলেন যে, এই সকল ঘটনা, যখন তাঁহারা পারোপামিসাদাই হইতে ভারতবর্ষাভিমুখীন হইয়াছিলেন তখন এবং যখন তাঁহারা আসপেসিয়ষ্ট এবং আসাকানিয়ানগণের অধিকৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন, তখনই ঘটিয়াছিল। তাঁহারা বসন্তের প্রারম্ভে সমতলক্ষেত্রে পৌছিয়াছিলেন; তথা হইতে তক্ষশীলা নামক বৃহৎ নগরে এবং পরে, হাইডাসপিস পৌছিয়া, তথা হইতে পোরসের রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। শীত ঋতুতে বারিপাত হয় নাই; তবে, অনবরত তুষার-পাত হইয়াছিল। যখন তাঁহারা তক্ষশীলায় ছিলেন, তখনই প্রথম বারিপাত হয়। হাইডাসপিস নদী দিয়া অগ্রসর হইয়া ও পোরসকে দমন করিয়া, পূর্ব্বদিকে হাইফানিস পর্য্যন্ত যাইয়া তিনি পুনরায় হাইডাসপিসে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই

---

(৪৬) কাসান্দ্রিয়ানিবাসী আরিষ্টবোলস আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিযানের এক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী ছিলেন এবং প্রকাশ এই যে, তিনি ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

(৪৭) গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগরে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করিতেন যে নিয়িয়ান নক্ষত্রের উদয়ের পূর্ব্বে ৪০ দিন ধরিয়া ইজিয়ান সমুদ্রে এই বাতাস প্রবাহিত হইত। আর্কটুরাস হেমন্ত ঋতুর নিদর্শন।

সময়ে, বিশেষতঃ যখন ইটিসিয়ান বাতাস প্রবাহিত হইত, তখন অনবরত বারিপতন হইত। আর্কটুরাস উদিত হইলে বারিপতন বন্ধ হইয়াছিল। হাইডাসপিস তীরে কিছু দিন রণতরী নির্ম্মাণে অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা প্লিয়াডিসের (৪৮) অস্তগমনের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে পাল বিস্তার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন এবং হেমন্ত, শীত, বসন্ত এবং গ্রীষ্মকাল নিম্নগামী যাত্রায় অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা সিটিয়াসের উদয় হইবার প্রাক্কালীন পাটলে পৌঁছেন। তাঁহারা দশ মাস এই জলযাত্রায় অতিবাহিত করেন, কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু নদী সকল জলপূর্ণ ছিল এবং তাহারা সমতল ক্ষেত্র-গুলিকে প্লাবিত করিয়াছিল। প্রতিকূল বায়ুর জন্য সমুদ্র-যাত্রা সম্ভব হয় নাই।

নিয়ার্কাসও উপর্য্যুক্ত মর্ম্মে লিখিয়াছেন; কিন্তু, গ্রীষ্মকালীন বারিপতন সম্বন্ধে, নিয়ার্কাস আরিষ্টবোলসের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। নিয়ার্কাসের মতে, গ্রীষ্মকালেই অধিক বারিপতন হয়, এবং শীত ঋতুতে আদৌ বারিপতন হয় না। উভয় লেখকই নদীর জলবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, যখন তাঁহারা আকেসাইন তীরে ছাউনি ফেলিয়াছিলেন, তখন নদীর জল-বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা উচ্চ-ভূমিতে পট্টাবাসগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সময় ঘটিয়াছিল। কিরূপ পরিমাণে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, আরিষ্টবোলস তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নদীর জল ৪০ হাত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই ৪০ হাতের মধ্যে ২০ হাত নদীর কিনারা পূর্ণ করিয়াছিল; অবশিষ্টে ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়াছিল। উচ্চ ভূমির উপরে-স্থিত নগরগুলি যে দ্বীপের ন্যায় হইয়াছিল, উভয়ে তাহাও

---

(৪৮) সপ্তর্ষিমণ্ডল।

স্বীকার করেন। আর্কটুরাস অস্তগামী হইলে জল কমিতে থাকে। উভয়ে ইহাও বলেন যে, ভূমি আর্দ্র থাকিতেই বীজবপন করা হয়, এবং যদিও সাধারণ শ্রমিক দ্বারাই ভূমি কর্ষিত হয়, তত্রাপি যাহাই বপন করা হউক না কেন, তাহাতেই সুন্দর ফসল হয়। আরিষ্টবোলস বলেন যে, জল-মধ্যেই ধান্য বপন করা হয় এবং জলমধ্যেই উহারা জন্ম লয়। ধান্যের গাছগুলি চারি হাত উচ্চ হয়; অনেকগুলি শীস হয় এবং এক একটীতে প্রচুর ধান্য জন্মে। প্লিয়াডিসের অস্তগমনের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ধান্য সংগৃহীত হয় এবং বার্লির ন্যায় ইহারও তুষ ছাড়ান হয়। ধান্য অন্যত্রও জন্মে। বাকৃট্রিয়া, বাবিলন, সোসিস এবং নিম্ন সিরিয়ায়ও ধান্য জন্মে। মেগিলস বলেন যে, বর্ষার পূর্ব্বে ধান্য বপন করা হয় এবং ইহার জন্য জল-সেচন করিতে হয় না, ইহাদের প্রতিরোপণেরও আবশ্যকতা নাই; কারণ ধান্য-বৃক্ষতেই প্রচুর জল থাকে। অনিসিক্রিটস বসমরণ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা গমের অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র এবং ইহা নদীতীরে জন্মে। তুষ ছাড়াইয়া, পরে ইহাকে ভর্জ্জিত করা হয় এবং ভর্জ্জিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে বীজ রপ্তানী না হয়, তজ্জন্য অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

মিশর ও ইথিওপিয়ার সহিত ভারতবর্ষের কি বিভিন্নতা ও কি সাদৃশ্য আছে এবং দক্ষিণ দিক হইতে বারিপতন হইয়া যখন নীল নদের জল বৃদ্ধি পায়, তখন ভারতবর্ষের নদীর জল উত্তর দিকের বারিপতনে বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কেন বৃষ্টি হয় না, এই সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কারণ, থিবইস ও মিরোর নিকটবর্ত্তী দেশ এবং ভারতবর্ষে পাটলীন ও হাইডাস্পিসের মধ্যবর্ত্তী দেশে বস্তুতঃ বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশে যে যে স্থানে বৃষ্টি ও তুষার-পাত হয়, সে সকল দেশও ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষ্ট হয়, কারণ, বৃষ্টি ও তুষারেও জমি আদ্র হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন

তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে ভূমিকম্প হয়, কেন না, অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিদ্র হয় এবং সে জন্য নদীর গতিরও পরিবর্ত্তন হয়। তিনি বলেন যে, যখনই কোন কার্য্য-ব্যপদেশে তিনি তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখনই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সহস্র সহস্র গ্রাম ও নগর বিশিষ্ট জনপদ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ইহার কারণ এই যে, সিন্ধু নিজ গতি পরিবর্ত্তন করিয়া বামদিকস্থ জনপদে জলপ্রপাতের ন্যায় পতিত হওয়াতে এক্ষণে আর দক্ষিণের ভূমি প্লাবিত করে না (৪৯)।

অনিসিক্রিটসও নিজগ্রন্থে নদীপ্লাবনের কথা বলিয়াছেন। অনিসিক্রিটস বলিয়াছেন যে, পলি পড়াতে, উপকূলগুলি জলাভূমি পূর্ণ। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসরেই দুইবার করিয়া পুষ্প ও শস্য হয়। ইহা হইতে ভারতবর্ষের ভূমি কিরূপ উর্ব্বর তাহা বোধ হইবে। ইরাটস্থিনিসও এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন। তিনিও শীত ও গ্রীষ্মকালে দুইবার বপনের কথা বলিয়াছেন এবং উভয় ঋতুতেই যে বর্ষা হয়, তাহাও বলিয়াছেন। লতার মূলদেশ অত্যন্ত মিষ্ট, কারণ, বৃষ্টি ও নদী উভয়েরই জল সূর্য্যের কিরণদ্বারা তপ্ত হয়। তাঁহার মতে ঠিক এই কারণেই, সকল বৃক্ষের শাখা হইতে শকটের জন্য চক্র নির্ম্মিত হয়; তাহারা অত্যন্ত নমনীয় এবং এই কারণেই ঐ দেশীয় বৃক্ষে পশম জন্মে। নিয়ার্কাস বলেন যে ভারতবাসীদের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র এই সকল বৃক্ষের পশম হইতেই (৫০) নির্ম্মিত হইয়াছিল। গদি এবং জীন পূর্ণ করিবার জন্য ম্যাসিদোনি-

(৪৯) সিন্ধু বহুকাল হইতে ক্রমেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে।

(৫০) "ভারতব. ...কার পশম পাওয়া যায়। একপ্রকারে সূত্র নির্ম্মিত হয়—অন্য প্রকার বালিশ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।" (Mac Crindle)

য়ানগণ এই পশমই ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে নল হইতে এক প্রকার মধু পাওয়া যায় (৫১)। সে দেশে মৌমাছি নাই। নিয়ার্কাস একপ্রকার ফলবান বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার ফল আহার করিলেই মত্ততা আনয়ন করে।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে, যে বৃক্ষের শাখা নিম্নগামী ও যাহার পত্রগুলি আকারে ঢালের ন্যায়, সেই বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত মৌসিকানস্ দেশের বিবরণ (৫২) পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণন করিবার সময়, অনিসিক্রিটস বলেন যে অনেক বৃক্ষের শাখা দ্বাদশ হস্ত দীর্ঘ। এই সকল শাখা গুলি নিম্নগামী হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করে। তৎপরে, ঐ সকল শাখাগুলি মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিলে, অন্যান্য রোপিত বৃক্ষের ন্যায় উহাদের শীকড় জন্মে। পুনর্ব্বার তাহারা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বৃক্ষের ন্যায় হয় এবং পুনরায় পূর্ব্বোক্ত রূপে ভূগর্ভে প্রবেশ করে। তিনি বৃক্ষের আকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তাহাদের কাণ্ড পাঁচজন লোকেও বেষ্টন করিতে পারে না। আকিসাইন ও হিয়ারোটিসের (৫৩) সঙ্গমস্থলে, আরিষ্টবোলস এরূপ বৃহৎ বৃহৎ

(৫১) সম্ভবতঃ গ্রন্থকার এই স্থলে ইক্ষুদণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পরবর্ত্তী স্থলে গ্রন্থকার বটবৃক্ষের কথা বলিতেছেন।

(৫২) ম্যাক্রিণ্ডলের মতে এই রাজ্য সিন্ধুর উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। সেণ্ট মার্টিন নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে মোগলগণ এই মৌনিকানিসগণের বংশধর।

(৫৩) আরিয়ান এবং কার্টিয়াস ইরাবতীকে হাইড্রাওটীস বলিয়াছেন। টলেমি ইহাকে আদ্রিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই সঙ্গমস্থল মুলতান হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত কিন্তু আলেকজান্দারের সময় ইহা মাত্র পঞ্চাদশ মাইল ব্যবধান ছিল।

এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিয়াছেন যে, দ্বিপ্রহরের দারুণ গ্রীষ্মেও এক একটী বৃক্ষতলে পঞ্চাশটী করিয়া অশ্বারোহী আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। আরিষ্টবোলস্ অন্য এক প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৃক্ষের ফল দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ইহার ফল মধুপূর্ণ। কিন্তু যাহারা এই ফল আস্বাদন করিয়াছিল, তাহারা সহজে নিজ জীবন লইয়া পলায়নে সক্ষম হয় নাই (৫৪)। কিন্তু বৃক্ষাদির আকার প্রসঙ্গে যে সকল গ্রন্থকার বলেন যে হিরানেটিসের নিকট এরূপ বৃক্ষ আছে যে দ্বিপ্রহরে তাহাদের ছায়া ৫ ষ্টাডিয়া ভূমির উপর পড়ে, তাহারা সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। আরিষ্টবোলস পশম বৃক্ষের বর্ণনা কালে বলিয়াছেন যে, ঐ বৃক্ষের ফলের অভ্যন্তরে একটী করিয়া প্রস্তর থাকে। এই প্রস্তর নিষ্কাষিত করিয়া ফলের অধিকাংশকে পশমের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আরিষ্টবোলস বলিয়াছেন যে মৌসিকানস দেশে এক প্রকার গম ও মদ্যপ্রদায়িনী এক প্রকার লতা জন্মে। কিন্তু, অন্যান্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মদ্য পাওয়া যায় না (৫৫)। এই জন্যই আনাকারসিস (৫৬) বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের বংশী, খঞ্জনী, ঢক্কা এবং যাদুকরদিগের ব্যবহৃত ঘর ঘর শব্দকারী ব্যতীত অন্য যন্ত্র নাই। আরিষ্টবোলস এবং অন্যান্য গ্রন্থকার বলেন যে, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার ভেষজ ওষধি এবং যে সকল লতা হইতে রং উৎপাদিত হয়, তাহাও যথেষ্ট

(৫৪) ফালকোনর সাহেব বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ ইহা Carouba ফল।

(৫৫) কার্টিয়াস বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে মদ্য ব্যবহৃত হইত কিন্তু মেগাস্থিনিস স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে ভারতীয়গণ কেবল মাত্র পূজার সময় মদ্য ব্যবহার করিত। প্রাচীন ভারতে মদ্যপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত।

(৫৬) সিথিয়া দেশীয় আনাকারসিস বৈদেশিক হইলেও আথেন্সে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথিত নামা নিয়ম প্রবর্ত্তক সোলনের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন।

পাওয়া যায় (৫৭)। আরিষ্টবোলস ইহাও বলিয়াছেন যে কেহ কোন প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আবিষ্কার করিলে, যদি সে বিষঘ্ন দ্রব্য আবিষ্কার না করিতে পারে, তবে আইনানুসারে তাহায় মৃত্যু-দণ্ড হয়। বিষঘ্ন দ্রব্য আবিষ্কার করিলে পুরস্কৃত হয়। আরও, ইথিওপিয়া দেশের ন্যায় ভারত-বর্ষে দারুচিনি, স্পাইকনার্ড (৫৮), এবং অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য জন্মে। এই সকল দেশে সূর্য্যের উত্তাপ একই প্রকার প্রখর কিন্তু অন্যান্য দেশা-পেক্ষা এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পড়ে। এই জন্য তথাকার জলবায়ু আর্দ্র, দেশ উর্ব্বরা এবং স্বাস্থ্যকর। এই জন্য অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারত-বর্ষের জন্তু সকল বৃহদাকারের। নীলনদও এই জন্য দেশকে উর্ব্বরা করে এবং ইহাতে বৃহৎ জলচর জন্তু জন্মে। মিশর দেশীয় স্ত্রীলোকগণও এত বহু-প্রসবিনী যে তাহারা কখন কখন একেবারে চারিটী সন্তান প্রসব করে। আরিষ্টবোলস বলিয়াছেন যে, একটী স্ত্রীলোক একবারে সাতটী সন্তান প্রসব করিয়াছিল (৫৯)। তিনি নীলকে এই জন্য উর্ব্বরা ও পুষ্টিকারী বলিয়াছেন যে. সূর্য্যের উত্তাপ অপকারী দ্রব্যকে বাষ্পীভূত করিয়া. কেবল পুষ্টিকর দ্রব্যকেই রাখিয়া যায়।

এই জন্য অপর নদ নদীর জল উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ উত্তাপ আবশ্যক হয়, নীলের জল উষ্ণ করিতে উহার অর্দ্ধাংশ আবশ্যক হয়। নীলনদ অপেক্ষা ভারতীয় নদ নদীগণ অধিক পুষ্টিকারী এবং সেই জন্য

---

(৫৭) অন্যান্য রংয়ের মধ্যে নীলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে নীলের চাষ হইতেছে।

(৫৮) স্পাইকনার্ড—লতা বিশেষ। "As a perfume and a stimulant medicine, it has always been hold in great esteem."

(৫৯) বাস্তবিক পক্ষে আরিষ্টটোল মাত্র পাঁচটীর কথা তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় নদীর তিমি জাতীয় জীবগণ নীল নদের জন্তুগণ অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও সংখ্যায়ও অধিক।

আরিষ্টবোলসের দলবর্ত্তীগণ ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না এবং তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় ক্ষেত্রগুলিতে বৃষ্টিপতন হয় না। যাহা হউক, অনিসিক্রিটস বিবেচনা করেন যে জলের জন্যই ভারতীয় জন্তুগুলির বিশেষত্ব এবং তিনি প্রমাণস্বরূপ বলেন যে বৈদেশিক জন্তুগণ এই জল পান করিলেই তাহাদেরও বর্ণ এই দেশীয় পশুর ন্যায় হয়। তিনি যাহা বলেন তাহা সত্য বটে কিন্তু তিনি ইথিওপিয়ানদিগের বর্ণ ও কুঞ্চিত কেশের জন্য মাত্র তদ্দেশীয় জলের দোষ দিয়া এবং থিওডিক্টস্ (৬০) নিম্নোক্ত মর্ম্মে সূর্য্যকে নিন্দা করার জন্য তাহাকে দোষী করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। থিওডিক্টস্ বলিয়াছেন যে, সূর্য্যদেব নিজ রথ ইথিওপিয়ান দিগের দেশের নিকট দিয়া চালিত করাতে, চক্রোত্থিত ধূমে তাহাদের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ঐ ধূমে তাহাদের কেশগুলি কোমল হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়। অনিসিক্রিটসের এরূপ বলিবার কারণ আছে। যদিও সূর্য্য অপর দেশাপেক্ষা ইথিওপিয়ানদিগের অধিক নিকট দিয়া ভ্রমণ করেন না, কিন্তু তথাপি সূর্য্যের উত্তাপ এ দেশে লম্বমানভাবে পতিত হয় এবং এই জন্য থিওডিকটস্ সূর্য্য ইথিওপিয়ানদিগের সন্নিকটস্থ, এরূপ বলাতে নিশ্চয়ই ভ্রম করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, সূর্য্যের উত্তাপেই তাহাদের ঐরূপ বর্ণ হয় না। কারণ, গর্ভস্থ সন্তানেরও ঐরূপ বর্ণ। যাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যের উত্তাপে চর্ম্মের আদ্রর্তা শুষ্ক করিয়া এরূপ বর্ণ হয়, সম্ভবতঃ তাঁহাদের মতই অধিক বিশ্বাস যোগ্য। এই জন্য আমরা বলি

(৬০) থিওডিকটস মাসিদনাধিপতি ফিলিপের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। জীবনের অনেক সময় আথেন্সে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তথায় বিয়োগান্ত নাটককার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যে, ভারতবাসীদের চুল পশমের ন্যায় নহে এবং তাহাদের বর্ণও ইথিওপিয়ানগণের ন্যায় নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষের জল বায়ু আর্দ্র। পিতার কোন ব্যাধি থাকিলে, যেরূপ সন্তানেরও অনেক সময় ঐ ব্যাধি হয়, তদ্রূপ সন্তানের বর্ণও পিতার বর্ণের উপর নির্ভর করে। সূর্য্য যে সকল মনুষ্য হইতেই সমদূরবর্ত্তী, এ কথা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধ করিতে পারি। কিন্তু অনিসিক্রিটস যে অর্থে সূর্য্যকে ইথিওপিয়ানদিগের নিকটবর্ত্তী বলেন, বস্তুতঃ সে অর্থ সমীচীন নহে।

যাহারা ভারতবর্ষের সহিত মিশর ও ইথিওপিয়ার তুলনা করিয়া উহাদের সমতুল্য মনে করে, তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে, যে সকল ক্ষেত্র প্লাবিত হয় না, তথায় জলাভাবে ফসল উৎপন্ন হয় না। নিয়ার্কাস বলেন যে, নীলনদের জল কি জন্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় নদীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও তাহারা গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির জন্য বৃদ্ধি পায়, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি বলেন যে, আলেকজান্দার হাইডাসপিসে কুম্ভীর দেখিয়া এবং আকিসাইনে মিশর দেশীয় সীম দেখিয়া নীল নদের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ মনে করিয়াছিলেন এবং ঐ নদীদ্বারা মিশর পৌছিবার আশায় রণতরি সজ্জিত করিয়া যাত্রা করিবার উপক্রম করিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উহা অসম্ভব। কারণ "মধ্যস্থলে বৃহৎ ২ নদী ও দুস্তর প্রবাহ এবং প্রথমেই সমুদ্র" (৬১) পরে, আরিয়ানি, পারস্যোপসাগর, আরব এবং ট্রোগলোডাইটীসের দেশ। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, নদী, বাতাস, বৃষ্টি এবং জলপ্লাবন সম্বন্ধে উহাই লেখকগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

---

(৬১) মহাকবি হোমর লিখিত "For midway were mighty rivers and formidable streams, And first the ocean" ষ্ট্রাবো নিজ গ্রন্থে ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

কি প্রকারে নদী সকল ভৌগলিক হিসাবে উপকারী এবং ঐতিহাসিকগণই বা কিভাবে তাহাদের বর্ণনা করিতেছেন, আমরা এই সকল নদী সম্বন্ধে সেই সকল বিষয় আলোচনা করিব। বিশেষতঃ নদী সকলই দেশের স্বাভাবিক সীমা নির্দ্দেশ ও তাহাদের আকৃতি নির্দ্ধারণ করে এবং সেই জন্য এই গ্রন্থে তাহাদের বর্ণনার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। নিল নদ ও ভারতীয় নদ নদীগণের অন্যান্য দেশের নদী অপেক্ষা এই সুবিধা যে, তাহারা না থাকিলে মিশর ও ভারতবর্ষে বাস করা যায় না। নদীদ্বারাই এই সকল দেশ ভ্রমণ করিতে পারা যায়, ভূমি কর্ষণকরা সম্ভব এবং নদী না থাকিলে এই সকল দেশ অনধিগম্য ও বাসেরও অনুপযোগী হয়। এক্ষণে আমরা যে সকল নদী সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইয়াছে এবং তাহারা যে সকল দেশে প্রবাহিতা হইতেছে, তাহাদের বর্ণনা করিব। অন্যগুলি সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তদপেক্ষা আমাদের অজ্ঞানতাই অধিক। যাহারা দরিয়াসকে (৬২) বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করিয়া বাকৃট্রিয়ার সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, আলেকজান্দার (যিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য সমধিক সম্মান পাইবার যোগ্য,) প্রথমতঃ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করাই স্থির করিলেন। এই জন্য তিনি আরিয়ানিয়ানদের মধ্যদিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পরে, ভারতবর্ষ দক্ষিণে রাখিয়া তিনি পারোমামিসাস উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া বাকট্রিয়া পৌঁছিলেন। এদিকস্থ যে সকল দেশ পারসিকদিগের অধীনে ছিল, তাহাদের স্বাধিকারভুক্ত করিয়া এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্যকেও পরাজিত করিয়া যে ভারত সম্বন্ধে তিনি নানা স্থান হইতে নানা প্রকার

(৬২) দারিয়স—পারস্যাধিপতি। আলেকজান্দার ইহাঁকে পরাস্ত করেন এবং পরে ইহাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। আলেকজান্দার-হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়নকালীন নিজকর্ম্মচারী-হস্তে হত হইয়াছিলেন।

বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ভারত বিজয়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল। এজন্য তিনি পশ্চাদ্গমন করিয়া ও ভারতবর্ষকে বামপার্শ্বে রাখিয়া পুনরায় ঐসকল পর্ব্বতাবলী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে, তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ ও তাহার পশ্চিমদিকস্থ নদী ও কোফেস ও চোয়াসপেসের (৬৩) দিকে অগ্রসর হইলেন। শেষোক্ত নদী বান্দোবিন ও গণ্ডোরিদিস (৬৪) দিয়া প্রবাহিত হইবার কালীন গোরাই নগর হইয়া প্লোমিরিয়ানের (৬৫) নিকট কোফেসের সহিত মিলিতা হইয়াছে। আলেকজান্দার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাসের পক্ষে পর্ব্বতাবলী ও উত্তরদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত এবং উর্ব্বরা। দাক্ষিণাত্যে স্থানে ২ বর্ষা হয় না; আবার স্থানে ২ জলপ্লাবন হয় (৬)। কোন ২ স্থানে রৌদ্রের তেজ এত প্রখর যে সে সকল স্থান পশুর বাসের উপযুক্ত, মনুষ্যের নহে। এই জন্য তিনি যে সকল স্থান সুন্দর, সেগুলি অধিকারে মনস্থ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে, যে সকল নদী বক্রভাবে প্রবাহিতা হইতেছে, তাহাদের উৎপত্তি স্থান

---

(৬৩) কোফেস—কাবুল-নদী। এই নদীকে আরিয়ান 'কোফেন' এবং টলেমি 'কায়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান বলিয়াছেন যে 'কোফেন' পিউকেলাটিসের দেশে উৎপন্না হইয়া সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইয়াছে। চোয়াসপেস—কাবুল-নদীর শাখা—বর্ত্তমান নাম কুনার।

(৬৪) গান্ধারিদিস—গান্ধারদেশ—বর্ত্তমান কান্দাহার। গান্ধার অতি প্রাচীন নাম; বেদে ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। গান্ধার-রাজ্য কাবুল-নদীর উত্তর পার্শ্বেই বিস্তৃত ছিল।

(৬৫) সম্ভবতঃ, জালালাবাদের সন্নিকটস্থ কোন স্থান।

(৬৬) বর্ত্তমানেও দেখা যায় যে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অধিক বর্ষা হয়; আবার স্থানে স্থানে আদৌ বর্ষা হয় না। শেষোক্ত স্থান সমূহে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে হয়।

উত্তীর্ণ হওয়াই সুবিধাজনক। তিনি ইহাও অবগত হইলেন যে অনেক-গুলি নদী একত্রীভূতা হইয়া একটী নদীতে পরিণতা হইয়াছে এবং নৌকা-ব্যতীত এসকল দেশে গমনাগমন অসম্ভব। যদি তাঁহার গতিরোধ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোফিস উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য দেশ জয় করিলেন।

কোফিসের পরেই সিন্ধু; পরে হাইডাসপিস; তৎপরে, আকিসাইন এবং হিয়ারোটীস এবং সকলের পরে, হাইফানিস। তিনি ইহার অধিক দূরে অগ্রসর হন নাই। কারণ, প্রথমতঃ দৈববাণীর নিষেধ এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বৃষ্টিপাতের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। আমরা এই জন্য হাইফানিস নদীর পূর্ব্বাঞ্চল ও আলেকজান্দারের পরবর্ত্তীকালের হাইফানিস হইতে গঙ্গা ও পালিবোথ্রার মধ্যবর্ত্তী যে স্থানের বৃত্তান্ত বিবরিত হইয়াছে, তাহাই জানিতে পারি। কোফিস নদীর পরেই সিন্ধুনদ। এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তীদেশ আষ্টাকেনই, (৬৭) মাসিয়ানই, নিসেইআই এবং আসপেসিয়াই কর্ত্তৃক অধিকৃত। ইহার পরে আসাকেনসের দেশ; এই দেশের রাজধানীর নাম মাসাগা (৬৮)।

(৬৭) আরিয়ান বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের অভিযানকালে আস্তিস নামক এক নরপতি সিন্ধুতীরবর্ত্তী পিউকোলাইটিস প্রদেশ শাসন করিতেন। সম্ভবতঃ, এই প্রদেশবাসীরাই আষ্টাকেনই নামে অভিহিত হইত। পিউকোলাইটিস কাহারও কাহারও মতে গান্ধারের অন্যতম রাজধানী।

(৬৮) মাসাগা নামক সুরক্ষিত নগরী আলেকজান্দারের গতিরোধ করিয়াছিল টলেমি, তাঁহার ভূগোলে ইহা উল্লেখ করেন নাই। আসাকেনসগণ ২০, হাজার পদাতিক ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও ৩০টী হস্তীসহ আলেকজান্দারের গতিরোধ করিয়াছিল। এইস্থানে আলেকজান্দার আহত হইয়াছিলেন। মাসাগা অধিকারের পরে রাণী ক্লিওফিস আলেকজান্দারের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। Vincent Smith: Early History of India Page 5.

সিন্ধুনদের পরেই পিউকোলাইটিস (৬৯) নামক নগর। এই নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে, আলেকজান্দার নিজ সৈন্যের পারাপারের জন্য একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তক্ষশীলা (৭০) সিন্ধু ও হাইডাসপিসের মধ্যবর্ত্তী। ইহা একটী বৃহৎ নগর এবং ইহার আইনাদিও উত্তম। নিকটবর্ত্তী প্রদেশ বহুজনাকীর্ণ ও উর্ব্বরা। অধিবাসীবৃন্দ ও তাঁহাদের রাজা তাক্ষিলীশ আলেকজান্দারের অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহারা আলেকজান্দারকে যাহা উপহার স্বরূপ প্রদান করেন, তদপেক্ষা অধিক মূল্যের উপহার আলেকজান্দারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এরূপ ব্যবহারে, ম্যাসিদোনিয়ানগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া বলে যে, আলেকজান্দার সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে দানের উপযুক্ত ব্যক্তি পান নাই (৭১)।

কাহারও কাহারও মতে এই দেশ মিশরাপেক্ষাও বৃহৎ। এই দেশের

---

(৬৯) ৬৭ টীকা দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ ইহাকে গান্ধার রাজ্যের অন্যতম রাজধানী বলেন।

(৭০) সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে কালা-কা-সেই নগরের নিকটে এই বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষ পূর্ব্ব পশ্চিমে দুই মাইল ও উত্তর দক্ষিণে তিন মাইল বিস্তৃত। তক্ষশীলাধিপতি বীরবর পোরসই আলেকজান্দারকে উত্তর করিয়াছিলেন যে তিনি "রাজার মতই" ব্যবহৃত হইতে চান।

(৭১) কার্টিয়াস বলিয়াছেন যে "তক্ষিলীশ" আলেকজান্দার ও তাঁহার প্রত্যেক বন্ধুকে স্বর্ণ মুকুট ও অন্যান্য মণিমুক্তা প্রদান করেন। আলেকজান্দার এই সকল উপহার প্রত্যর্পণ করিয়া তক্ষশীলাধিপতিকে ত্রিশটী সুসজ্জিত অশ্ব, এক সহস্র ট্যালেন্ট (প্রত্যেক ট্যালেন্টের বর্ত্তমান মূল্য ২১৩ হইতে ২৩৫ পৌণ্ড) ও মহার্ঘ বস্ত্র সমূহ উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

উত্তরে পর্ব্বত মধ্যে অভিসারের রাজ্য (৭২)। দূতমুখে আমরা অবগত হইলাম যে ইহাতে ৮০ ও ১৪০ হাত দীর্ঘ দুইটী সর্প আছে। আমরা এই বৃত্তান্ত অনিসিক্রিটসের (৭৩) নিকট হইতে জানিতে পারি। অনিসিক্রিটস যেরূপ আলেকজান্দারের প্রধান রণতরী পরিচালক ছিলেন, তদ্রূপ তিনি প্রধান গল্প রচয়িতাও ছিলেন। আলেকজান্দারের সঙ্গিগণ সত্য অপেক্ষা অসত্যকেই অধিক পছন্দ করিত; কিন্তু, অনিসিক্রিটস এ বিষয়ে, অন্যান্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার কতকগুলি বর্ণনা সত্য ও লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য এবং কেহ সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও, সেগুলি পরিত্যাগ করা কোন কারণেই যুক্তি সঙ্গত নহে। অন্যান্য লেখকগণও এই সর্পগুলির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, অধিবাসিগণ ইমদই (৭৪) পর্ব্বতে এইগুলি অন্বেষণ করে এবং গুহা মধ্যে প্রতিপালন করে।

হাইডাসপিস ও আকিসাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থান পোরসের রাজ্যের

---

(৭২) আরিয়ান ইহঁাকে ভারতীয় পার্ব্বত্য জাতিগণের অধিপতি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কাশ্মির রাজ্য ইহঁার রাজ্যের অন্তঃভূ´ত ছিল। পোরসের বন্ধু হইলেও, তিনি পোরসকে সাহায্য করেন নাই। যদি যথাসময়ে অভিসার পোরসকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে আলেকজান্দারের নদীপার হওয়া সুকঠিন হইত। অভিসারের নিকট পোরসের পরাজয় সংবাদ পৌছিলে, তিনি আলেকজান্দারের নিকট উপহার সহ দূত প্রেরণ করেন এবং মাসিদনাধিপতি সমাদরের সহিত এই দৌত্য-বাহিনীর অভ্যর্থনা করেন।

(৭৩) অনিসিক্রিটসের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি আলেকজান্দারের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং ভারতীয় অভিযান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আলেকজান্দার অনিসিক্রিটসকে সুবর্ণ-মুকুট উপহার দেন।

(৭৪) পশ্চিম হিমালয়।

অন্তর্ভূত। ইহা প্রায় তিনশত নগর বিশিষ্ট বৃহৎ উর্ব্বরা জনপদ। ইমদই পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ বনে আলেকজান্দার রণতরী নির্ম্মাণের জন্য অনেকগুলি দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি হাইডাসপিসে এই সকল কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া, এই নদীতীরে যে সকল নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকটে রণতরী সমূহ প্রস্তুত করিয়া ও নদী পার হইয়া, তিনি তাঁহার অশ্বের নামানুযায়ী ঐ সকল নগরের একটীর বৌকিফালিয়া বলিয়া নামকরণ করেন। কপোলের প্রশস্ততার জন্য, পোরসের সহিত যুদ্ধে যে অশ্ব হত হইয়াছিল, সে ঐ নামে খ্যাত হইয়াছিল (৭৫)। যুদ্ধের সময় আলেকজান্দার ইহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিতেন। যুদ্ধজয়ের চিহ্নস্বরূপ তিনি নিকাইয়া নামে অন্য একটী নগর স্থাপন করেন। এই মাত্র যে বনের কথা উল্লেখ করা হইল, কথিত হয় ঐ বনে অস্বাভাবিক আকারের বৃহৎ লাঙ্গুল বিশিষ্ট অনেক বানর আছে। মাসিদোনিয়ানগণ এক সময়ে, এই আকারের এক দল বানরকে পর্ব্বতশৃঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান দেখাতে, উহা-দিগকে শত্রুসৈন্য বিবেচনা করিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। তাক্সি-লিস সেই সময়ে আলেকজান্দারের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার নিকটে সত্য ঘটনা অবগত হইয়া, আলেকজান্দার আক্রমণে বিরত হন (৭৬)। দুই প্রকারে এই জন্তুকে শিকার করা হয়। বানরগণ অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয় জন্তু, এবং ইহারা বৃক্ষে আরোহণ করে। শিকারিগণ বানরকে বৃক্ষোপরি আরূঢ় দেখিলে, ইহার সন্নিকটে জলপূর্ণ এক পাত্র স্থাপন করিয়া, ঐ

---

(৭৫) আরিয়ন বলিয়াছেন যে বৈকিফেলা যুদ্ধে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই; জরাজীর্ণ হইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিল।

(৭৬) দায়দরসও এই বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

জল দ্বারা নিজেদের চক্ষু ধৌত করে। পরে, ঐ স্থানে চূর্ণ মিশ্রিত এক পাত্র জল রাখিয়া কিছু দূরে অপেক্ষা করে। বানর নীচে আসিয়া নিজ চক্ষুতে চূর্ণপূর্ণ জল লেপন করিলে, আর চক্ষু উন্মীলন করিতে পারে না এবং জীবিতাবস্থায় এই প্রকারে ধৃত হয়। ইহা ব্যতীত অন্য এক প্রকারে উহারা ধৃত হয়। যথা,—শিকারিগণ পেণ্টালুনের ন্যায় থলিয়া পরিধান করে এবং চূর্ণপূর্ণ থলিয়া রাখিয়া নিজেরা লুক্কায়িত থাকে। বানরগুলি এইগুলি পরিধান করিতে যাইয়া সহজেই ধৃত হয়।

কোন কোন লেখক বলেন যে কাথাইয়া এবং নরপতি সোফিইথিসের ক্ষুদ্র রাজ্য হাইডাসপিস ও আকিসাইনের মধ্যবর্ত্তী দেশে অবস্থিত। অন্যান্য লেখকেরা উহাদিগকে আকিসাইন ও হিয়ারোটীসেরও পরবর্ত্তী দেশে স্থাপিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শেষোক্ত লেখকগণের মতে এই সকল প্রদেশ আলেকজান্দার কর্ত্তৃক বিজিত পোরসের ভ্রাতুষ্পুত্র অন্যতম পোরসের রাজ্যের এবং আকিসাইন ও হিয়ারোটীস হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলেন। কাথাইয়া দেশে সৌন্দর্য্যের প্রতি অসাধারণ মান্য প্রদর্শন করা হয়। কারণ অনিসিক্রিটস বলেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান ব্যক্তিকে এই দেশে রাজা বলিয়া মনোনীত করা হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দুইমাস পরে তাহার সৌন্দর্য্য ও গঠন দেশ-প্রথানুযায়ী কি না, পরীক্ষা করা হয় (১১)। পরীক্ষান্তে, শাসনকর্ত্তা এই সন্তানকে জীবিত রাখিতে দেওয়া হইবে বা হত্যা করিতে হইবে, ইহা নির্দ্ধারণ করেন। নিজেদের অঙ্গ চিত্র-সুশোভিত করিবার জন্য তাহারা নানা প্রকার বর্ণে নিজ নিজ দাড়ী রঞ্জিত করে।

---

(১১) ডায়দরসও ইহা নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠ করিলে, স্পার্টার নিয়ম প্রণয়নকারী লাইকারগাসের নিয়মের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়।

এই রীতি ভারতবর্ষের অন্যত্রও প্রচলিত আছে এবং ভারতবাসীরা নিজ নিজ কেশ ও বস্ত্রাদি তদ্দেশজাত উজ্জ্বল রং দ্বারা সুশোভিত করে। অধিবাসীরা অলঙ্কার-প্রিয় কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ইহারা মিতব্যয়ী। কাথিয়ানদিগের মধ্যে একটী অভিনব প্রথা আছে যে স্ত্রীপুরুষ একে অন্যকে পছন্দ করিয়া লয় এবং স্ত্রীগণ নিজ নিজ মৃত-স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়। ইহার কারণ এই যে কোন কোন সময়ে স্ত্রীগণ যুবকগণের প্রেমে পড়িয়া নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ করে বা বিষ-প্রয়োগে হত্যা করে। বিষ প্রয়োগ রহিত করিবার জন্যই এই নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু, খুব সম্ভব, এই আইন প্রকৃতপক্ষে প্রণয়ন করা হয় নাই বা যে ঘটনাবলী এই আইন প্রণয়নের হেতু তাহাও কোন দিন ঘটে নাই। কথিত হয় যে, সোফিথিসের দেশে এরূপ একটী লবণের পর্ব্বত আছে যে, উহা হইতে সকল ভারতবর্ষের লবণের কাজ চলিতে পারে। খনক গর্গস বলিয়াছেন যে, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহে সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকর আছে। ভারতবাসীরা খনি সংক্রান্ত কার্য্য ও ধাতু দ্রব করিবার পদ্ধতি বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া নিজে-দের অর্থ চিনিতে পারে না এবং অধিকতর সরলতার সহিত ব্যবসায় করে।

কথিত হয় যে, সোফিথিসের রাজ্যস্থ সারমেয়গুলি অত্যন্ত সাহসী। আলেকজান্দার উপহার স্বরূপ এই জাতীয় সার্দ্ধশত সারমেয় পাইয়া-ছিলেন। শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের দুইটীকে একটী সিংহকে আক্রমণ করিতে দেওয়া হয় এবং এই দুইটী পরাজিত হইলে অপর দুইটী সারমেয়কে প্রেরণ করা হয়। এই যুদ্ধে যখন উভয় পক্ষই একরূপ সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সোফিইথিস একটী সারমেয়কে তাহার পা ধরিয়া টানিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু

কুক্কুর সিংহকে পরিত্যাগ না করাতে তিনি ঐ অঙ্গচ্ছেদনে অনুমতি প্রদান করেন। আলেকজান্দার কুক্কুরের জীবন রক্ষার জন্য এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কিন্তু, যখন সোফিইথিস বলিলেন যে, তিনি একটীর পরিবর্ত্তে আলেকজান্দারকে চারিটী সারমেয় দিবেন, তখন আলেকজান্দার সম্মত হইলেন। ধীরে ধীরে কুক্কুরের পদচ্ছেদন করা হইল, তত্রাপি সে সিংহকে পরিত্যাগ করিল না (৭৮)।

হাইডাসপিস পর্য্যন্ত পথ দক্ষিণাভিমুখী; পরে হাইফানিস পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখী। আলেকজান্দার হাইফানিস হইতে হাইডাসপিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এবং রণতরীসমূহ প্রস্তুত করিয়া ঐ নদী দিয়া জলযাত্রা করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে যে সকল নদীর উল্লেখ করিয়াছি, সকল গুলিই সিন্ধুর সহিত মিলিতা হইয়াছে এবং এই প্রকারে সিন্ধুনদের সহিত পঞ্চদশটী নদী (৭৯) সম্মিলিতা হইয়াছে। কোন ২ লেখক বলিয়াছেন যে এই জন্যই কোন ২ স্থানে ইহার বিস্তৃতি দেড়শত ষ্টাডিয়া। কেহ ২ আবার ৫০ ষ্টাডিয়া বলেন। কেহ২ মাত্র ৭ ষ্টাডিয়া বলেন। দক্ষিণ সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইবার সময়, দুইটী মুখ হইয়া তন্মধ্যে পাটলীন দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ যে, অনেক জাতি ইহার চতুর্দ্দিকে বাস করে এবং অনেক নগরীও আছে। আলেকজান্দারের পূর্ব্বদিকের দেশ পরিত্যাগের দুইটী কারণ ছিল। প্রথম, হাইফানিস উত্তীর্ণ হইতে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতাদ্বারা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি যে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে সমতল ভূমি

---

(৭৮) ম্যাক্রিণ্ডল বলিতেছেন যে একজাতীয় হিংস্রক সারমেয় পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। এই বৃত্তান্ত দায়দরস এবং ইলিয়ানের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়।

(৭৯) আরিয়ান ও তাঁহার পুস্তকে এই সংখ্যক নদীর কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

গুলি বন্য পশুরই বাসের যোগ্য, মনুষ্যের বাসোপযোগী নহে, উহা মিথ্যা। এই জন্য তিনি পূর্ব্বাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সেই কারণেই বিশেষরূপে এই দেশ গুলির অবস্থা অবগত হওয়া গিয়াছে।

হাইফানিস এবং হাইডাসপিসের মধ্যবর্ত্তীদেশে নয়টী জাতি বাস করে, এবং কসমেরোপিস হইতে কোন প্রকারেই ক্ষুদ্র নয়, এরূপ পাঁচহাজার নগর ঐ প্রদেশে আছে। কিন্তু, এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। সিন্ধু এবং হাইডাসপিসের মধ্যবর্ত্তী জনপদে অবস্থিত জাতির প্রায় সকল গুলিরই বৃত্তান্ত প্রদান করা হইয়াছে।

তন্নিম্নপ্রদেশে সিবাই জাতি বাসকরে; ইহাদের বিবরণও পূর্ব্বে উল্লি-খিত হইয়াছে। ইহাদের পরেই মালই এবং অক্সিড্রাকাই নামক দুইটী জাতি বাস করে। মালাইগণের অধিকৃত একটী ক্ষুদ্র নগর অধিকার কালে আলেকজান্দার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিলেন (৮০)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রবাদ এই যে অক্সিড্রাকাইগণ ডাইওনিসিয়াসের বংশজাত। পাটলিনের নিকটে, মৌসিকানসের দেশ। তৎপরে, সাবসের (৮১) দেশ; ইহার রাজধানীর নাম সিন্দোমনা। পরে, পোর্টাকানস এবং অন্যান্য সিন্ধুতীরবর্ত্তী জাতি। আলেকজান্দার এই সকল দেশই পরাজিত করিয়াছিলেন এবং অবশেষে, পাটলীন দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। অনিসিক্রিটস এই

(৮০) ভিনসেণ্ট স্মিথের ইতিহাসে ইহার বর্ণনা আছে; কিন্তু এই নগরের কোন নির্দ্দেশ পাওয়াযায় না।

(৮১) আরিয়ান ইহাকে সাম্বাস নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সিন্ধুতীরবর্ত্তী সিহোন নগরই প্রাচীন সিন্দোমনা।

দ্বীপকে বদ্বীপ বলেন; কিন্তু উহা অমূলক। পাটলীন দ্বীপে পাটল নামে একটী নাতি বৃহৎ নগর আছে। ঐ নগরের নামানুসারেই দ্বীপের নাম পাটলীন হইয়াছে (৮২)।

অনিসিক্রিটস বলেন যে, এতদ্দেশীয় সমুদ্রের বেলাভূমি, বিশেষতঃ নদীমুখ, জলাভূমি পূর্ণ। তিনি মৌসিকানস দেশের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং ভারতবাসী ও এতদ্দেশীয় অধিবাসীবৃন্দ যে দীর্ঘজীবি, তাহারা যে সবল এবং তাহাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সকল দ্রব্য জন্মিলেও যে তাহারা মিতব্যয়ী, তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত রীতিগুলি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে :—মাসিদোনিয়ানদের ন্যায় প্রকাশ্যে একত্রে মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যাদি ভোজন; স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকর থাকাসত্ত্বেও এগুলি ব্যাবহার না করা; ক্রীটান দিগের আফামিওটাইগণের ব্যবহারের ন্যায় (৮৩) বা লাসিদোমিনিয়ানগণের হেলট পরিবর্ত্তে (৮৪) প্রাপ্তবয়স্ক যুবকগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করণ; চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র অনধ্যয়ন; হত্যা বা সতীত্ব নষ্ট ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের জন্য আদালতের আশ্রয় না লওয়া ইত্যাদি। যে সকল ব্যক্তি আলেকজান্দারের সহিত ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রকার বিবরণ দিয়াছেন।

---

(৮২) ম্যাক্রিণ্ডল বলেন যে পাটল শব্দ সংস্কৃত "পোত" শব্দ হইতে হইয়াছে।

(৮৩) আফামিওটাইগণ স্পার্টার হেলটগণের ন্যায় দাস।

(৮৪) হেলটসগণকে স্পার্টায় ক্রীত-দাসের ন্যায় কার্য্য করিতে হইত। স্পার্টার নিয়ম প্রণয়নকারী লাইকারগাস স্পার্টার অধিবাসিগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন; হেলটগণ তৃতীয় শ্রেণীভুক্তছিল।

ক্রেটেরস, (৮৫) তাঁহার মাতৃদেবী আরিষ্টপেট্রাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে, অনেকগুলি অত্যাশ্চার্য্য বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বৃত্তান্তের সহিত অপর লেখকগণের বৃত্তান্তের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ক্রেটেরস বলিয়াছেন যে আলেকজান্দার গাঙ্গেয়দেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ক্রেটেরস বলিয়াছেন যে, তিনি যে নদীতে তিমি মৎস্য পাওয়া যায়, ঐ নদী ও তিমি মৎস্য দেখিয়াছেন এবং ঐ নদীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতার এরূপ অস্বাভাবিক বিবরণ দিয়াছেন যে, উহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। গঙ্গা যে তিনটী মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত; তৎপরে সিন্ধু, পরে দানিয়ুব তৃতীয়স্থান এবং নীল চতুর্থস্থান অধিকার করে। কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন লেখক ইহার ভিন্ন ভিন্ন আকারের কথা উল্লেখ করেন। কাহারও মতে ইহা প্রস্থে ৩০ ষ্টাডিয়া; আবার কেহ মাত্র ৩ ষ্টাডিয়া বলেন। মেগাস্থিনস বলেন যে, ইহার সাধারণ বিস্তৃতি ১০০ শত ষ্টাডিয়া এবং যে স্থলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কম গভীর, তথায় ইহার গভীরতা ২০ ফাদম। (৮৬)

গঙ্গা ও ইরাণোবোয়সের (৮৭) সঙ্গমস্থলেই পালিবোথ্রা অবস্থিত (৮৮)।

---

(৮৫) ক্রেটেরসের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন এবং আলেকজান্দরের মৃত্যুর পরে, ইনি ও আন্টিপেটর মাসিডন, গ্রীস ও অন্যান্য প্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ৩১২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তিনি ইউমিনিসের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। এই পত্রের বিবরণ আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

(৮৬) ফাদম—২গজ

(৮৭) পাটলিপুত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ হইলেও বর্ত্তমানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বর্ত্তমান পাটনাই পাটলিপুত্র এবং উহা গঙ্গা ও পুরাতন শোনের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল।

(৮৮) পালিবোথ্রা—পাটলিপুত্র—বর্ত্তমান পাটনা।

এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ১৫ ষ্টাডিয়া। ইহা আকারে চতুর্ভুজ, চতুষ্পার্শ্বে কাষ্ঠের প্রাচীর-গাত্রে তীর নিক্ষেপের জন্য ছিদ্র আছে। নগরের ময়লা বহির্গত করিবার জন্য ও নগর রক্ষার্থ ইহার চতুর্দ্দিকে একটী প্রাকার আছে। এই নগর যে প্রদেশে, অবস্থিত, তথাকার অধিবাসীবৃন্দ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং তাহাদিগকে প্রাসিয়াই নামে অভিহিত করা হয়। নিজ নামের সহিত রাজা পালিবোথ্রাস নাম ধারণ করিতে বাধ্য। যে সান্দ্রাকোটসের নিকট মেগাস্থিনিস দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারও এই নাম ছিল। পার্থিয়ানগণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত; কারণ, যদিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, তত্রাপি তাঁহাদের সকলকেই আরসাকাই নামে অভিহিত করা হয়।

হাইফানিসের অপর পার্শ্বের জনপদ উর্ব্বরা বলিয়াই প্রসিদ্ধ কিন্তু এ প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া যায় না। দূরত্ব ও অজ্ঞতার জন্য এ প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা অতিরঞ্জিত এবং অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুবর্ণ-খননকারী পিপীলিকা এবং দুই শত বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট মনুষ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহারা পাঁচসহস্র সদস্য সমন্বিত আভিজাত্যগণের এক শাসনপ্রণালীর কথা উল্লেখ করে। সকল সদস্যই রাজাকে একটী করিয়া হস্তী সরবরাহ করেন। মেগাস্থিনিসের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্রগুলি প্রাসিয়াই দেশে পাওয়া যায়; তাহারা সিংহের দ্বিগুণাকারের এবং এরূপ বলবান যে চারিজন রক্ষক কর্ত্তৃক পালিত ব্যাঘ্র একটী অশ্বতরকে তাহার পশ্চাদ্দেশের পদ ধরিয়া আকর্ষণ ও পরাভূত করিয়া নিজের নিকট টানিয়া আনে। এ দেশের হনুমানগণ বৃহৎ বৃহৎ সারমেয়াপেক্ষা বৃহদাকারের। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল ব্যতীত,

দেহের অন্যান্যাংশ শ্বেত। তাহাদের লেজ দুইহস্তের অধিক দীর্ঘ। তাহারা অত্যন্ত পোষ মানে। ইহাদের প্রকৃতি শান্ত এবং ইহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না, বা কাহারও দ্রব্য চুরি করে না। এতদ্দেশীয় ভূগর্ভস্থ প্রস্তরগুলি ধূনার ন্যায় বর্ণ এবং মধু বা ডুম্বুরাপেক্ষা মিষ্ট। দেশের কোন কোন স্থলে বাদুড়ের ন্যায় পক্ষ বিশিষ্ট বৃশ্চিক দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আবলুশ কাষ্ঠ জন্মে। তথায় পরাক্রান্ত ও সাহসী সারমেয় পাওয়া যায়; ইহাদের নাসারন্ধ্রে জল ঢালিয়া না দিলে ইহারা কিছুতেই ধৃত বস্তু পরিত্যাগ করে না। ইহারা এরূপ ভাবে কামড়াইয়া ধরে যে, ইহাদের কাহারও কাহারও তজ্জন্য চক্ষু বিকৃত হইয়া যায়, কাহারও চক্ষু কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। একটী সিংহ ও ষণ্ডকে এইরূপ একটী কুক্কুর দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। কুক্কুর ষণ্ডটীর মুখ এরূপ ভাবে ধরিয়াছিল যে, কুক্কুরকে অপসারিত করিবার পূর্ব্বে ষণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল।

পার্ব্বত্য প্রদেশে সাইলাস নামে একটী নদী আছে; এই নদীতে কোন দ্রব্যই ভাসমান থাকে না। ডিমোক্রিটস নামক পর্য্যটক যিনি আসিয়ার অনেকস্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করেন না। যদিও কোন কোন বায়ুমণ্ডলে পক্ষী উড্ডীন থাকিতে পারে না, তত্রাপি আরিষ্টটোল পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত বিশ্বাস করেন না। তৈলস্ফটিক যেরূপ তৃণ, এবং চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ উর্দ্ধগামী কোন কোন বাষ্পের সংস্পর্শে যে সকল দ্রব্য আইসে, তাহা আকর্ষিত হয় এবং জলেরও এ প্রকার কোন গুণ থাকিতে পারে। যাহা হউক, এই সকল বিষয় পদার্থ বিদ্যার অন্তর্ভূত এবং সেই জন্য এই সকল বিষয় এই শাস্ত্রের আলোচনার্থ রাখিয়া আমরা ভৌগোলিক বিষয়ই আলোচনা করিব।

মেগাস্থিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ সাতটী জাতিতে

বিতস্ক (৮৯)। অত্যল্পসংখ্যা বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দার্শনিক। এই সকল দার্শনিক পূজার্থ নিযুক্ত হয়। সাধারণের কার্য্যের জন্য রাজা বৎসরের প্রারম্ভে দার্শনিকগণকে নিযুক্ত করেন। সকল দার্শনিকগণ বৎসরের প্রারম্ভে এই মহাসভায় সমবেত হন। এই স্থানে, তাঁহাদিগের কেহ যদি রাজার মঙ্গল-বিষয়ক কোন প্রস্তাব বা অন্য কোন বিষয় লিপি-বদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে উহা প্রকাশ্য রূপে ঘোষণা করা হয়। যদি কেহ মিথ্যা সংবাদ প্রদান করেন, তবে তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য মৌনাবলম্বন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু, যদি সংবাদাদি সত্য হয়, তবে রাজকর বা অন্যান্য প্রকার শুল্ক হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কৃষকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। সংখ্যায় ইহারাই অত্যধিক এবং ইহা-দের প্রকৃতি ধীর। ইহাদের সৈন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না; নির্ব্বিবাদে কৃষিকার্য্য করিতে পারে। ইহারা কার্য্য বশতঃ বা আমোদ প্রমোদের জন্য নগরে গমন করে না। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দেশের এক স্থানে সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে বা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে, সেই স্থানেই অন্যান্য ব্যক্তি এই সকল সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া হল চালনা বা ভূমি খনন করিতেছে। রাজাই সকল ভূমির সত্বাধিকারী এবং উৎপাদিত দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ বেতন স্বরূপ পাইবে, কৃষকগণ এই সর্ত্তে ভূমি কর্ষণ করে (৯০)।

পশুপালক ও শিকারীই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। কেবল মাত্র

(৮৯) মেগাস্থিনিস হইতে উদ্ধৃত এই বৃত্তান্ত দায়দরসেও পাওয়া যায়।

(৯০) দায়দরস বলিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষে রাজাই সকল ভূমির অধীশ্বর এবং কৃষকগণ রাজাকে উৎপাদিত দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ দান করে।"

ইহারাই মৃগয়ায় রত থাকে ও পশুরক্ষণ ও ভারবাহী পশু-বিক্রয় ও ভাড়া দিতে পারে। বন্য পশু ও পক্ষীর বাসভূমি পরিস্কার রাখিবার জন্য ইহারা রাজার নিকট হইতে শস্য পায়। ইহারা পট্টাবাসে বাস করে এবং ভ্রমণশীল। সর্ব্বসাধারণে হস্তী বা অশ্ব রাখিতে পারে না। কেবলমাত্র রাজাই হস্তী ও অশ্ব রাখিতে পারেন। ইহারা সহিসের তত্ত্বাবধানে থাকে (৯১)।

নিম্নলিখিত প্রকারে হস্তী শিকার করা হয় (৯২)। উন্মুক্ত ভূমির চতুষ্পার্শ্বে ৫। ৬ ষ্টাডিয়া দীর্ঘ গর্ত্ত খনন করিয়া প্রবেশ-দ্বারের নিকট, গর্ত্তের উপর, সঙ্কীর্ণ সেতু স্থাপনা করা হয়। এই স্থানে ৪। ৫টী গৃহপালিতা হস্তিণী রক্ষিতা হয়। রক্ষকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে লুক্কায়িত থাকে। দিবাভাগে বন্য হস্তিগণ এইস্থানের দিকে অগ্রসর হয় না। কিন্তু, রাত্রিতে এক একটী করিয়া ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সকল হস্তিগুলি প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ করা হয়। তৎপরে, শীকারীরা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, যুদ্ধ-পটু, পালিত হস্তী সহ বন্য হস্তিগুলির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। বন্য হস্তিগুলি অনাহারেও দুর্ব্বল হয়। যখন বন্য হস্তিগুলি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী পরিচালক, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে অবতরণ পূর্ব্বক, নিজ হস্তীর নিম্নে গমন করে, ও তথা হইতে সত্বর বন্য হস্তীর তলদেশে যাইয়া, উহার

(৯১) আরিয়ন ও দারদরস এই শ্রেণীতে রাখালদিগকেও অন্তর্ভূত করিয়াছেন কিন্তু শিকারীদের বাদ দিয়াছেন।

(৯২) আরিয়ন তাঁহার ইণ্ডিকা-গ্রন্থের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে হস্তী-শীকারের বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় বর্ণনাই একরূপ।

পদগুলি একত্রে বন্ধন করে। বন্ধনের পর, আবদ্ধ-পদ হস্তিগুলি যতক্ষণ ভূমিতে না পতিত হয়, ততক্ষণ উহাদিগকে প্রহার করিবার জন্য পালিত হস্তীর গলদেশের সহিত বন্য হস্তীর গলদেশ বন্ধন করে। যাহারা, ইহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে যাহাতে শরীর কম্পন দ্বারা ভূতলে নিক্ষেপ না করিতে পারে তজ্জন্য গলদেশের চতুর্দ্দিকে ক্ষত করিয়া, ঐ সকল ক্ষত স্থানে চর্ম্মরজ্জু স্থাপিত হয় এবং বন্য হস্তিগণ যাতনা বশতঃ, আত্ম সমর্পন করিয়া শান্ত থাকিতে বাধ্য হয়। ধৃত হস্তী গুলির মধ্যে যে গুলি অতি বৃদ্ধ বা অল্প বয়স্ক, সে গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য সমুদায় গুলিকে হস্তিশালায় লইয়া যাওয়া হয়। এখানে একটীর সহিত অপর একটীর পদ বন্ধন ও সুদৃঢ় স্তম্ভে গলদেশ আবদ্ধ করিয়া ও অনাহারে রাখিয়া ইহাদিগকে বশীভূত করা হয়। তৎপরে, তৃণ ও নবীন নল আহার করাইয়া ইহাদিগকে সবল করা হয়। ইহার পরে কোনটীকে বাক্যদ্বারা (৯৩) বা ভেরী-বাদন পূর্ব্বক বশীভূত করা হয়। হস্তিগণ স্বভাবতঃই এরূপ শান্ত ও নিরীহ যে তাহাদিগকে জ্ঞানবান প্রাণীর সন্নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে এবং সেই জন্য বশীভূত করা কঠিন, এরূপ হস্তীর সংখ্যা অত্যল্প। হস্তিপক যুদ্ধে নিহত হইলে, কোন কোন হস্তী হস্তিপককে যুদ্ধক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে আনয়ন করে। কোন হস্তিপক প্রাণভয়ে হস্তীর সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, হস্তী যুদ্ধ করিয়া তাহাকে রক্ষা করে। যে তাহাকে আহার প্রদান করে, বা যে তাহাকে শিক্ষা দেয়, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যদি

---

(৯৩) ইলিয়ান নামক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ভারতীয়গণ অবাধ্য হস্তিগণকে সঙ্গীত দ্বারা মুগ্ধকরে। ইলিয়ানের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

হস্তা তাহাকে হত্যা করে, তবে, হস্তী শোকাকুল হইয়া আহার গ্রহণে বিরত থাকে এবং কখনও কখনও অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

হস্তিনীগণ বসন্তকালেই সন্তান প্রসব করে। এই ঋতুতেই হস্তীর ললাটস্থ রন্ধ্র হইতে মদক্ষরণ হয়। করিণীর ললাটস্থ রন্ধ্রও এই সময়ে উন্মুক্ত হয়। হস্তিনী, সাধারণতঃ ষোড়শ মাস, কখন কখন অষ্টাদশ মাসও গর্ভধারণ করে। মাতা শাবককে ছয় বৎসর স্তন্য-দান করে। অধিকাংশ হস্তাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ুঃ মনুষ্যের পরমায়ুকাল জীবিত থাকে, এবং কোন কোনটী দুইশত বৎসরের অধিক কালও জীবিত থাকে। তাহাদের অনেক দুরারোগ্য পীড়া হয়। তাহাদের চক্ষুরোগ হইলে গো-দুগ্ধ দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে, চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। অন্যান্য অধিকাংশ রোগে কৃষ্ণবর্ণ মদ্যপান করিতে দেওয়া হয়। ক্ষত রোগের জন্য নবনীত আহার করিতে দিতে হয়, কেননা, নবনীতে লৌহ নিষ্কাশিত হয়। ক্ষত স্থানে শূকরের মাংস দ্বারাও শেক দেওয়া হয়। অনিসিক্রিটস বলেন যে, হস্তীরা তিনশত বৎসর জীবিত থাকে এবং দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্মঠ থাকে। তিনি ও অন্যান্য লেখকগণ বলেন যে, আফ্রিকা-দেশীয় হস্তী অপেক্ষা ভারতীয় হস্তী বৃহদাকার ও বলবান। এই জন্য তাহারা শুণ্ড দ্বারা প্রাচীর ভগ্ন বা বৃক্ষ উৎপাটন করিতে পারে। হস্তীরা এরূপ ভাবে শিক্ষিত হয় যে, তাহারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে, অস্ত্রাদি ব্যবহারে ও সন্তরণ করিতে সক্ষম হয়। হস্তী রথও টানিতে পারে এবং তাহাদের পরিচালন করিতে বল্গার আবশ্যক হয় না। অন্যান্য লেখকগণ যে বলিয়াছেন যে, কেবল মাত্র রাজাই হস্তী ও অশ্ব রাখিতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

অনিসিক্রিটস বলেন যে, তিনি স্বর্ণ-প্রসূ পিপীলিকার চর্ম্ম দেখিয়াছেন; এই সকল চর্ম্ম চিতার চর্ম্মের ন্যায়। মেগাস্থিনিস এই সকল পিপীলিকার

নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন,—"দারদাই নানক (৯৪) ভারতীয় এক জাতি পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করে এবং পর্ব্বত মধ্যে ৩০০০ হাজার ষ্টাডিয়া ব্যাস-বিশিষ্ট উপত্যকা আছে। ইহার নিম্নদেশে সুবর্ণের খনি আছে, এবং এই সকল খনিতে পিপীলিকাগণ বাস করে। এই সকল জন্তু আকারে বন্য শৃগালাপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহারা অত্যন্ত দ্রুত এবং যাহা পায়, তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা শীতকালে ভূমি খনন করিয়া, খনি মুখে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করে। এই সুবর্ণকে বিশেষ-রূপে দ্রবীভূত করিবার আবশ্যক হয় না। নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণ ভারবাহী জন্তু সহ গোপনে এইস্থানে গমন করে। পিপীলিকারা কোন প্রকারে ইহা জানিতে পারিলে, মনুষ্যগণকে ভীষণরূপে আক্রমণ করে এবং যাহারা পলায়ন করে, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করে। এই জন্য, সুবর্ণ সংগ্রহকারিগণ, নানাস্থানে বন্য পশুর মাংস রাখিয়া দেয় এবং পিপীলিকাগণ যত্র তত্র গমন করিলে, ইহারা সুবর্ণ সংগ্রহ করে। দ্রবীভূত করিবার প্রথা অবগত না থাকায়, ইহারা, বণিক্‌গণকে অতি স্বল্প মূল্যে সংগৃহীত সুবর্ণ বিক্রয় করে (৯৫)।

মেগাস্থিনিস ও অন্যান্য গ্রন্থকার শিকারী ও বন্যপশু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তদ্ব্যতীত আরও কিছু পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত

---

(৯৪) সোয়ানবেক বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে স্বর্ণপ্রসূ-পিপীলিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—হেরোডটাস, আরিয়ন, ইলিয়ান, প্লিনী, প্রোপার্ট এবং ফিলস্‌ট্রটাস। হেরোডটাসের বর্ণনা আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। অন্যান্য গ্রন্থকার-গণের বর্ণনা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে। কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাংশস্থিত দাদগণই সম্ভবতঃ দারদাই-গণের বংশধর।

(৯৫) দায়ন ক্রিসস্টম লিখিত বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। ইহা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

করিব। নিয়ার্কাস সর্প দিগের সংখ্যা দৃষ্টে আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন। যে সকল গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয় না, সরীসৃপ সকল সেই সকল গ্রামস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই জন্য, অধিবাসীবর্গ তাহাদের শয্যা ভূমি হইতে অনেক উচ্চ করিয়া থাকে, এবং অনেক সময় এই সকল জন্তু হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গৃহত্যাগ করে (৯৬)। অধিকাংশ লোক অত্যধিক জল-বৃদ্ধির জন্য মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে, এই দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইত। এই সকল জন্তুর কতকাংশ ক্ষুদ্রাকার এবং কতকাংশ বৃহদাকার। কোন প্রকারেই ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কোন কোন সর্প দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ হাত এবং অত্যন্ত তেজস্বী। দেশ মধ্যে সাপুড়েগণ ভ্রমণ করে। এই ব্যাধি ব্যতীত অন্য কোন ব্যাধিতেই ভারতবাসীরা আক্রান্ত হয় না, কারণ, ভারতবাসীরা মদ্যপান করে না ও মিতাচারী (৯৭)। পীড়া হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণই তাহাদের চিকিৎসা করে। আরিষ্টবোলস বলেন যে, তিনি এত দীর্ঘ সর্প দেখেন নাই; কেবল মাত্র ৯ $\frac{১}{২}$ হস্ত দীর্ঘ একটী সর্প দেখার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমি, মিশরে, ভারতবর্ষ হইতে আনীত ঐ প্রকার একটী বৃহৎ সর্প দেখিয়াছিলাম (৯৮)। এতদ্ব্যতীত,

---

(৯৬) মার্কপলো নামক সুবিখ্যাত পর্য্যটক মালাবারদেশীয় অধিবাসিগণের বিষয় বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, তদ্দেশবাসীগণ নানাপ্রকার সরীসৃপ প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উচ্চে শয্যা প্রস্তুত করিয়া নিদ্রা যায়।

(৯৭) টীসায়াস্ নামক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ কদাপি দন্ত, মস্তিষ্ক বা চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয় না। তাহাদের মুখে বা শরীরেও কোনরূপ স্ফোটক হয় না।

(৯৮) ষ্ট্রাবো, তাঁহার বন্ধু ইলিয়াস গ্যালাসের সহিত মিশরে বাসকালীন ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত সর্প দেখিতে পারেন।

আরিষ্টবোলস ক্ষুদ্রাকারের অনেক সর্প এবং বৃহদাকারের বৃশ্চিক ও ক্ষুদ্রাকারের বিষাক্ত সর্পও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বিতস্তি প্রমাণ সর্পের ন্যায় এগুলি তীক্ষ্ণবীর্য্য নহে। এই সকল ক্ষুদ্র সর্প, পট্টাবাসে, গৃহে, তৈজস পত্রে ও প্রাচীর ও বেড়ায় লুক্কায়িত থাকে। এই সকল সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রত্যেক লোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়। সর্প-দষ্ট ব্যক্তিগণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং দংশন-মাত্র চিকিৎসা না করিলে সর্প-দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু ভারতীয় ওষধি ও বৃক্ষের মূল অত্যন্ত উপকারী বলিয়া শীঘ্রই প্রতীকার করা যায়। আরিষ্টবোলস বলেন যে, সিন্ধুনদে প্রচুর পরিমাণে কুম্ভীর পাওয়া যায় না এবং এই সকল কুম্ভীরগণ মাংসাশী নহে। সিন্ধুঘোটক ব্যতীত নীল নদে প্রাপ্ত অন্য সকল প্রকার জন্তুই সিন্ধুতে পাওয়া যায়। কিন্তু, অনিসিক্রিটস বলেন যে সিন্ধুতে সিন্ধু-ঘোটকও পাওয়া যায়। আরিষ্টবোলস বলেন যে, কুম্ভীরের অত্যাচারে নীলনদে সকল প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সিন্ধুনদে অনেক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য প্রদেশেও ক্ষুদ্র চিংড়ি পাওয়া যায় এবং সিন্ধু ও আকিসাইনের সঙ্গমে বৃহৎ বৃহৎ চিংড়ি পাওয়া যায়।

বন্যপশু সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়া, আমরা মেগস্থিনিস ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাই পর্য্যালোচনা করিব।

শিকারী ও পশু পালকের পরে বণিক্। ইহারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে এবং শারীরিক শ্রম করে। ইহাদের কেহ কেহ রাজকর প্রদান করে এবং নির্দ্ধারিত বেগার দেয়। কিন্তু অস্ত্র ও রণতরী নির্ম্মাতাগণ যে সকল রাজার অধীনে কার্য্য করে, তাঁহাদের নিকট হইতেই বেতন ও আহারাদি পাইয়া থাকে। সেনাপতিই সৈন্যগণকে অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ করেন এবং

নাবধ্যক্ষ, সমুদ্রযাত্রাকারী সার্থবাহ ও বণিকৃগণকে জাহাজ ভাড়া দেন (৯৯)।

পঞ্চমশ্রেণী যোদ্ধা। ইহারা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে আনন্দে ও মদ্যপানে সময়াতিপাত করে। রাজাই ইহাদের ব্যয়-ভার বহন করেন এবং সেইজন্য প্রয়োজন মাত্রই ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, নিজ শরীর ব্যতীত ইহাদের কিছুই বহন করিতে হয় না। অস্ত্র শস্ত্র সমস্তই সরকার হইতে সরবরাহ করা হয় (১০০)।

পরিদর্শকগণই ষষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহারা সকল বিষয় পরিদর্শন করিয়া গোপনে রাজার নিকট জ্ঞাপন করে। নগরাধ্যক্ষগণ নগরের বেশ্যাগণকে নিজ২ সাহায্যে নিযুক্ত করেন, এবং সৈন্য-পরিদর্শকগণ সৈন্য গণের সহিত যে বেশ্যারা গমন করে, তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করে। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় (১০১)।

রাজার অমাত্যগণই সপ্তমজাতি। ইহাদের মধ্য হইতেই রাজ-কর্ম্ম-

---

(৯৯) ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে, "River voyage and river traffic are here meant" অর্থাৎ, প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন না। বর্ত্তমানে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে প্রাচীন হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাকুমুদের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১০০) আরিয়ান, তাঁহার ইণ্ডিকায় লিখিয়াছেন যে, এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এরূপ উচ্চহারে বেতন পায় যে, ইহারা নিজ ২ ভৃত্যগণ দ্বারা তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কার করায় এবং ইহাদের পরিচালকগণই হস্তী, অশ্ব ও রথ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(১০১) আরিয়ান, দায়দরস ও ষ্ট্রাবো—সকলেই এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিকে পরিদর্শক নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'অর্থশাস্ত্র' দ্রষ্টব্য।

চারী, বিচারক ও শাসন কর্ত্তা বির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কেহই নিজ জাতি ব্যতীত অপর জাতিতে বিবাহ বা এক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্যবসায় গ্রহণ বা একের অধিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। কেবল মাত্র, দার্শনিকগণ, অতিরিক্ত বিজ্ঞতার জন্য এই নিয়মের বহির্ভূত।

শাসনকর্ত্তাগণের মধ্যে কাহারও প্রতি হাটের, কাহারও উপর নগরের, এবং কাহারও উপর সৈন্যের ভারার্পণ করা হইয়া থাকে। কেহ২ নদনদী পর্য্যবেক্ষণ, কেহ ভূমিরমাপ এবং যাহাতে সকলেই সমপরিমাণ ভাগ পাইতে পারে, সেই জন্য জল-নির্গমের প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই সকল ব্যক্তি শিকারীগণের কার্য্যও পরিদর্শন করিয়া থাকে এবং তাহাদের কার্য্যানুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে। ইহারা, রাজকর গ্রহণ ও ভূমিসংক্রান্ত বৃত্তি কাষ্ঠসংগ্রাহক, শিল্পী, কর্ম্মকার ও খনকগণের কার্য্যও পরিদর্শন করে (১০২)।

যাহারা নাগরিকগণের কার্য্য পরিদর্শন করে, তাহাদিগকে ছয় দলে বিভক্ত করা হয়; প্রত্যেক দলে পাঁচজন সদস্য থাকে। প্রথম দল শিল্প, দ্বিতীয়, বৈদেশিকগণকে অভ্যর্থনা ও বাসস্থান নির্ণয়, এবং বৈদেশিকগণের ভৃত্যবর্গের নিকট হইতে উহাদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ, দেশ হইতে বহির্গমনের সময় সঙ্গে থাকা, অসুখের সময় পরিচর্য্যা, মৃত্যু হইলে সৎকার, এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে, সকল প্রকার সম্পত্তি তাহাদের নিজ

(১০২) আরিয়ান বলিয়াছেন যে, সংখ্যায় কম হইলেও ইহারা বিজ্ঞ ও সাধু বলিয়া অপরের উপর আধিপত্য পরিচালনা করে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই শ্রেণী হইতেই শাসনকর্ত্তা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, সহকারী শাসনকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নাবধ্যক্ষ প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হইতেন।

নিজ দেশে প্রেরণ, প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তৃতীয় ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যু নির্ণয় করিতেন (১০৩)। যাহাতে রীতিমত ভাবে রাজ-কর ধার্য্য হয়, তদ্ব্যতীত যাহাতে উচ্চনীচ কেহই জন্ম-মৃত্যু গোপন না করিতে পারেন, তাহাও ইহাঁদের কর্ত্তব্য ভুক্তছিল। চতুর্থ দল ক্রয় বিক্রয় পরিদর্শন করিতেন। ইহার তুলা ও মান নিদ্ধারণ (১০৪) ও যাহাতে সাময়িক উৎপন্নদ্রব্য সাধারণে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। দ্বিগুণ রাজকর প্রদান না করিলে কেহই নানা জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিত না। নূতন ও পুরাতন পণ্য পৃথক করিয়া বিক্রয় হইত এবং উভয় প্রকারের পণ্য একত্র করিয়া বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইত। পঞ্চম দল, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় পরিদর্শন করিতেন। ষষ্ঠদল বিক্রেয় দ্রব্যের দশমাংশ সংগ্রহ করিতেন। এই রাজকর প্রদানে চতুরতা করিলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত (১০৫)। এই সকল দল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। রাজ-পথ সংস্করণ, মুল্য-নির্ণয়, পোতাশ্রয়, মন্দির প্রভৃতি সাধারণের মঙ্গল জনক কার্য্য সকলে একত্র হইয়া করিতেন।

নগরাধ্যক্ষগণ ব্যতীত তৃতীয় একপ্রকার শাসন সমিতি আছে; ইহারা যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেন। ইহাও পাঁচজন সদস্য সহ ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম দল নৌবাহিনী, দ্বিতীয়, সামরিক অস্ত্র, সৈন্য গণের আহার, পশ্বাদির ভক্ষ্য তৃণাদি এবং যুদ্ধে ব্যবহার্থ অন্যান্য দ্রব্যাদি

---

(১০৩) 'অর্থশাস্ত্র,' প্রথম কল্প ১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০৪) 'অর্থশাস্ত্র,' প্রথম কল্প ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০৫) মনুও এই শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বহনের বলীবর্দ্দ পরিদর্শন করিতেন। ইহারাই বাদক, ঘণ্টা-নিনাদক, অশ্ব-রক্ষক, কারিকর ও কারিকরের সহকারী সরবরাহ করেন। তাঁহারা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া, সৈন্যগণকে আহারাদি সংগ্রহে প্রেরণ করেন এবং পুরস্কার ও শাস্তিদ্বারা যাহাতে ঐ কার্য্য সত্বর ও নিরাপদে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দল পদাতিক সৈন্যের, চতুর্থ অশ্বারোহীর, পঞ্চম রথীর ও ষষ্ঠ হস্তি-সৈন্যের তত্ত্বাবধান করেন। অশ্বের জন্য মন্দুরা ও হস্তীর জন্য হস্তীশালা আছে। অস্ত্র রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রাগার আছে, কেন না যুদ্ধ শেষ হইলে সৈন্যগণের অস্ত্রাদি অস্ত্রাগারে ও হস্তী ও অশ্ব হস্তীশালায় ও মন্দুরায় প্রত্যর্পণ করিতে হয়। হস্তিগণের জন্য কোন প্রকার বল্গা ব্যবহৃত হয় না। যুদ্ধযাত্রা কালে বলীবর্দ্দ রথ টানিয়া লয়। অশ্বগণকে কেবল মাত্র দড়িধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়; অন্যথা রথ টানিয়া লইয়া তাহাদের পায় ক্ষত হইতে পারে বা তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারে। সারথীর পার্শ্বে দুইজন করিয়া সৈন্য উপবেশন করে। যুদ্ধ হস্তী চারিজন করিয়া সৈন্য বহন করে; চালক ব্যতীত অপর তিনজন তীরন্দাজ হস্তীর পৃষ্ঠদেশ হইতে তীর নিক্ষেপ করে(১০৬)।

ভারতবাসীরা মিতব্যয়ী; বিশেষতঃ, যখন তাহারা শিবিরে বাসকরে, তখন তাহারা আরও সাবধানে থাকে। তাহারা অসম্বদ্ধভাবে একত্র

---

(১০৬) অন্যান্য গ্রন্থেও এই সকল বর্ণনা পাওয়া যায়। প্লিনিও বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ ভূমিকর্ষণ করে, কেহ সৈনিক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে অপরে অন্যদেশীয় পণ্যের আমদানী ও স্বদেশীয় পণ্য রপ্তানি করে এবং উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তি-গণ রাজ্য শাসনাদি করেন। পঞ্চমশ্রেণী দর্শনের আলোচনা করেন এবং ইঁহারা প্রজ্বলিত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্য একশ্রেণী মৃগয়া ও হস্তীশিকারে জীবন অতিপাত করে।

হয় না এবং নিয়মানুযায়ী গমনাগমন করে । কদাচিৎ চুরি হইতে দেখা যায়। যথন মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে ছিলেন, তখন ৪০,০০০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কোনদিন ২০০ ড্রাকমগের (১০৭) অধিক চুরি হয় নাই। বিশেষতঃ, ইহাদের যথন কোন প্রকার লিখিত আইন নাই এবং ইহারা লিখন পদ্ধতি অবগত না থাকায়, ইহারা মনে মনে হিসাব রাখে (১০৮), তখন এরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যজনক। যজ্ঞ কালব্যতীত অন্য কোন সময়ে মদ্যপান করে না। তাহাদের আইন ও ব্যবহারের সরলতা ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, তাহাদের কখনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। বন্ধক বা গচ্ছিত বস্তু লইয়া কোন সময়ে অভিযোগ হয় না। তাহাদের মোহর বা সাক্ষীর আবশ্যক হয় না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশ্বাস করে। অধিকাংশ সময়েই তাহাদের গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে। এই সকল বিষয় হইতে তাহাদের ধৈর্য্য ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, ভারতবাসীদের অপর কয়েকটী ব্যবহার অনুমোদন করা যায় না। তাহারা একাকী আহার গ্রহণ করে। একত্রে এক সময়ে আহার গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। যাহার যখন ইচ্ছা, সে তখনই আহার করে। কিন্তু, আমার বোধ হয় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে প্রচলিত আচারের বিপরীত আচার প্রচলিত থাকাই উচিত।

---

(১০৭) প্রত্যেক ড্রাকমা = ৯ $\frac{৩}{৪}$ পেন্স।

(১০৮) ভারতীয়গণ যে লিখন পদ্ধতি অবগত ছিলেন, মেগাস্থিনিস অবশ্যই সে বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা তাহাদের বিচার কার্য্যে 'লিখিত আইন' প্রয়োগ করিতেন না, মেগাস্থিনিস এই বিষয়ই এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন কোন সন্দেহেরই কারণ নাই।

ভারতবাসীরা শরীর ঘর্ষণ পূর্ব্বক ব্যায়ামই প্রশস্ত বলিয়া মনে করে। ইহা নানা প্রকারে সম্পাদিত হয়। তাহারা নিজ নিজ শরীরের উপর আবলুষ কাঠের দণ্ড ঘর্ষনই অধিক পছন্দ করে। তাহাদের সমাধিস্থল অনলঙ্কৃত এবং মৃতদেহোপরি স্থাপিত মৃত্তিকাস্তূপ অনুচ্চ। তাহারা অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ আড়ম্বর শূন্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারে সেরূপ নহে। তাহারা সুবর্ণ-খচিত ও মণিমুক্তা সুশোভিত বস্ত্র পরিধান করে এবং কৃত্রিম পুষ্প-সজ্জিত মসলিনের বস্ত্র ব্যবহার করে। ভৃত্যগণ ছত্র লইয়া প্রভুর অনুগমন করে, কারণ, তাহারা সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট সম্মান করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করে। তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের তুল্যরূপ সম্মান করিয়া থাকে। এই জন্য বিশেষ জ্ঞানী না হইলে তাহারা বহু-বিবাহ করিয়া থাকে এবং যুগ্ম গো-বিনিময়ে এই সকল কন্যাকে তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে গ্রহণ করে। এই সকল পাত্রিগণের মধ্যে তাহারা, কাহাকেও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী পরিচারিকার জন্য, কাহাকেও সুখের জন্য এবং অন্য গুলিকে সন্তান প্রাপ্তির আশায় গ্রহণ করে (১০৯)। স্ত্রীগণকে সতীত্ব রক্ষার জন্য বলপূর্ব্বক বাধ্য না রাখিলে, তাহারা ব্যাভিচারিণী হয়। গন্ধ দ্রব্য প্রদান বা তর্পণ কালে কেহই মস্তকে মাল্য ধারণ করে না (১১০)। তাহারা বলির পশু বধ না করিয়া শ্বাস রোধ করে; ইহার কারণ এই যে, এরূপ করিলে পশুটী অঙ্গহীন না হইয়া সমগ্রভাবে দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিলে হস্ত পদ ছেদন করা হয়। কেহ

(১০৯) "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" 'অর্থশাস্ত্র' এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১১০) প্রাচীন গ্রীসীয়গণের মধ্যে প্রচলিত আচার।

অপরের অঙ্গহানি করিলে অপরাধীর সেই অঙ্গ ছেদন করা হইয়া থাকে। যদি কেহ কোন শিল্পীর হস্ত বা চক্ষু নষ্ট করে, তবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। এই লেখকই বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা ক্রীতদাস রাখেন। কিন্তু, অনিসিক্রিটস বলেন যে, কেবলমাত্র মৌসিকানসের রাজ্যেই এই প্রথা প্রচলিত। তিনি এই প্রথা ও অন্যান্য প্রথার অনুমোদন করিয়াছেন।

পিতামাতার নিকট হইতে ক্রীত স্ত্রীলোকের উপর রাজার শরীর রক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে (১১১)। শরীররক্ষী এবং অন্যান্য সৈন্যগণ প্রাসাদের বহির্দ্দেশে অবস্থান করে। যে স্ত্রীলোক মদমত্ত রাজাকে হত্যা করে, তাহাকে ঐ রাজার উত্তরাধিকারীর পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পুরস্কৃত করা হয়। পুত্রগণই পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। রাজা দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে পারেন না এবং রাত্রিতে ষড়যন্ত্রের ভয়ে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিজ শয্যা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যুদ্ধ ব্যতীত, বিচার কার্য্য পরিদর্শনার্থ তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়; এমন কি দেহ-পরিচর্য্যার সময়েও তিনি বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে নিরস্ত থাকেন না। কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা দেহ ঘর্ষণই এই দেহ-পরিচর্য্যা। বিচার কার্য্য নির্ব্বাহের সময়েও চারিজন পরিচারক তাঁহার দেহ ঘর্ষণ করে। যজ্ঞ কার্য্যের জন্যও তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন। মত্তাবস্থায়ও (১১২) তিনি মৃগয়ার্থ প্রাসাদ বহির্ভাগে গমন

---

(১১১) অনেক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ডাক্তার টাকাকসু অনূদিত ইৎসিং বা "সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।"

(১১২) "Bachanalian fashion"—ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। উল্লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রচলিত ছিল না এবং রাজার শরীর রক্ষিণী-গণের কেহ রাজার মত্তাবস্থায় তাঁহাকে নিহত করিলে, রাজপুত্রের সহিত বিবাহিতা

করেন। তাঁহাকে রমণীবৃন্দ পরিবেষ্টন করিয়া থাকে এবং এই রমণীবৃন্দের বহির্ভাগে বর্ষাধারিগণ যাইতে থাকে। রাজপথ রজ্জু দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং কোন স্ত্রী বা পুরুষ এই রজ্জু মধ্যস্থ পথে গমন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাদ্যকরগণ ঘণ্টা ও ঢাক সহ এই শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে গমণ করে। রাজা অভয় বনে মৃগয়ায় নিযুক্ত করেন এবং মঞ্চ হইতে তীর নিক্ষেপ করেন। তাঁহার পার্শ্বে ২।৩ জন সশস্ত্র স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান থাকে। উন্মুক্ত স্থানে শীকার করিতে হইলে, তিনি হস্তী পৃষ্ঠ হইতে শীকার করেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, কেহ রথে, কেহ অশ্বে এবং কেহ কেহ হস্তী পৃষ্ঠে, যুদ্ধ-যাত্রার ন্যায় অস্ত্র শস্ত্রে সসজ্জিত হইয়া অবস্থান করে।

আমাদের দেশীয় প্রচলিত প্রথার তুলনায় এতদ্দেশীয় প্রথাগুলি অদ্ভুত বোধ হয়; কিন্তু, নিম্নোক্ত প্রথাটি অত্যদ্ভুত। মেগাস্থিনিস বলেন যে, যে সকল জাতি ককেসাস পর্ব্বতে বাস করে, তাহারা প্রকাশ্যে স্ত্রী সঙ্গম করে এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে (১১৩)। তিনি আরও বলেন যে, এক প্রকার বানর আছে যাহারা তাহাদের অনুসরণ-কারীদিগের উপর প্রস্তর বর্ষণ করে। আবার, যে সকল জন্তু আমাদের দেশে গৃহপালিত, তাহারা ভারতবর্ষে তদ্রূপ নহে। তিনি এক শৃঙ্-

---

হইতেন। এ অবস্থায় রাজার 'মত্ততাবস্থায়' প্রাসাদ বহির্ভাগে গমন করা সম্ভবপর নহে। তবে তত্ত্ব স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হওয়া সম্ভবপর।

(১১৩) হেরোডটাস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের স্থানে২ এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল এলফিনষ্টোন অন্যত্র বলিয়াছেন যে, আফগানিস্থানের সীমান্তপ্রদেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে। ভৌগোলিক টলেমিও এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। মার্কপলো লিখিয়াছেন যে [illegible] এই প্রথা প্রচলিত দেখিয়াছেন।

বিশিষ্ট ও হরিণের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট (১১৪) অশ্ব, ৫০ অগু´ইয়াই (১১৫) দীর্ঘ ও ৩ হইতে ৬ হস্ত পরিধি বিশিষ্ট অন্য এক প্রকার বেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

পরে, তিনি (মিথ্যা) উপাখ্যান বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া (১১৬) বলিতেছেন যে, তথায় পাঁচ বিঘৎ, এমন কি তিন বিঘৎ দীর্ঘ মনুষ্য আছে ; তাহাদিগের কেহ কেহ নাসিকা বিহীন; ইহাদের, কেবল মুখের ঊর্দ্ধভাগে দুইটী ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্র দ্বারা তাহারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। হোমর-বর্ণিত ত্রি-বিঘস্ত ব্যক্তিগণের সহিত সারস এবং রাজহংসের ন্যায় বৃহৎ তিতির পক্ষী যুদ্ধ করে। অন্যত্র সারসের ডিম্ব বা শাবক পাওয়া যায় না। কারণ, কেবল মাত্র এই দেশেই সারসেরা ডিম্ব প্রসব করে এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ, ঐ সকল ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট করে। কোন কোন সময়ে, সারস আহত হইয়া এই দেশ হইতে পলায়ন করে। ইনটোকোটাই (১১৭), বন্য মানুষ এবং অন্যান্য রাক্ষসের বৃত্তান্তও এইরূপ। চন্দ্রগুপ্তের নিকট বনমানুষ গুলিকে আনিতে পারা যায় নাই। কেননা, তাহারা আহার গ্রহণে অস্বীকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদের পায়ের গোড়ালির সম্মুখ-ভাগে

---

(১১৪) ইলিয়ান এই সকল বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থে উহা যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

(১১৫) অগু´ইয়া=৪ হস্ত। অনেকে এই নলকে বংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হেরোডটাস ও দায়দরস ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১৬) ষ্ট্রাবো অনেক লোককে "মিথ্যাবাদী" বলিয়াছেন এবং এই শ্রেণীস্থ লেখক-গণের মধ্যে দিমাকসকে প্রথম স্থান ও মেগাস্থিনিসকে দ্বিতীয়স্থান দিয়াছেন। কিন্তু ষ্ট্রাবো অনেক স্থলেই ইহাঁদের বৃত্তান্ত নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১১৭) 'ইনটোকোটাই' 'কর্ণপ্রবার্ণব' মহাভারতে সভাপর্ব্বে উল্লেখ পাওয়া যায়।

এবং পদাঙ্গুলি পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত (১১৮)। যে কয়েকটী বন-মানুষকে দরবারে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাদের মুখ ছিল না এবং উহারা অত্যন্ত শান্ত ছিল। উহারা গঙ্গার উৎপত্তি স্থলে বাস করে। তাহাদের মুখ না থাকাতে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কেবল মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকাতে উহারা দগ্ধ মাংসের ঘ্রাণ ও ফল পুষ্পের সুগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করে। দুর্গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যে তাহারা বিশেষ কষ্ট বোধ করে এবং এই জন্য তাহাদের জীবন রক্ষা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অন্যান্য অত্যদ্ভুত ঘটনার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, দার্শনিকগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, 'অকাইপোদিস' (১১৯) এত দ্রুতগামী যে অশ্বও তাহাদের সহিত দৌড়াইয়া পারে না; ইণ্টোকোটাই (১২০) দিগের কর্ণ তাহাদের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত এবং সেই জন্য তাহারা কর্ণের উপর শয়ন করিতে পারে এবং ইহারা এরূপ বলবান যে, অনায়াসে বৃক্ষোৎপাটন ও স্নায়ুনির্ম্মিত ধনুর্গুণ ছিন্ন করিতে পারে। মনোমোটাই বা এক চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কুকুরের ন্যায় কর্ণ এবং তাহাদের একটী চক্ষু ললাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তাহারা উর্দ্ধকেশী এবং তাহাদের বক্ষ রোমশ। সর্ব্বভুক আমিকটারিস জাতি কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে; ইহারা স্বল্প জীবি এবং বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদের ওষ্ঠ অধরের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সহস্র বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হাইপার

---

(১১৮) টীসীয়াস্ ও প্লিনি এই জাতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে ইহাদিগকে 'পশ্চাদঙ্গুলয়ঃ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সৌপ্তিক পর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

(১১৯) অকাইপোদিশ একপাদ জাতি। মহাভারতের সভাপর্ব্বে একপাদ জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণেও ইহাদের কথা আছে।

(১২০) ১১৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

বোরিয়ানস্ (১২১) সম্বন্ধে তিনি সিমোমিডীস, পিণ্ডার এবং অন্যান্য পৌরাণিক লেখকগণের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন (১২২)। টিমোসিনিস যে পিত্তল-রেণু বৃষ্টি ও লোকের ঐ রেণু সংগ্রহের কথা লিখিয়াছেন, উহা কাল্পনিক। ভারতীয় নদীতে যে স্বর্ণ রেণু পাওয়া যায় এবং উহার অংশ বিশেষ যে রাজাকে রাজস্ব স্বরূপ প্রদত্ত হয়, মেগস্থেনিস বর্ণিত এরূপ বিবরণ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ইবিরিয়া দেশেও (১২৩) ইহা দৃষ্ট হয়।

মেগস্থেনিস দার্শনিকগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা পর্ব্বতে বাস করেন, তাঁহারা ডাইওনিসসের উপাসক। ডাইওনিসস্ যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, বন্য-দ্রাক্ষা, আইভি, লরেল, মার্টেল, বকস বৃক্ষ এবং অন্যান্য চির-হরিত তরুরাজি যাহা কেবল মাত্র তাঁহাদের দেশেই জন্মে এবং যাহা ইউফ্রেটীস নদীর পূর্ব্বদিকে কেবল মাত্র উপবনে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা রক্ষণাবেক্ষণে অত্যন্ত যত্ন আবশ্যক হয়, তাহা এই দেশে জন্মে। তাঁহারা ডাইওনিসসের উপাসকগণের ন্যায় মসলিন বস্ত্র ব্যবহার, উষ্ণীষ ধারণ, গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার এবং ফুল কাটা উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহাদিগের রাজা যখন প্রাসাদ বহির্ভাগে গমন করেন, তখন দুন্দুভি ও ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। কিন্তু, যে সকল দার্শনিক সমতল ক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা হীরাক্লিসের পূজা করেন।

---

(১২১) হাইপার বোরিয়ানস্—উত্তরকুরু। ভীষ্মপর্ব্ব দ্রষ্টব্য। পিণ্ডার নামক সুবিখ্যাত কবিও উত্তর মেরুগণের বর্ণনা করিয়াছেন।

(১২২) বর্ত্তমান জর্জ্জিয়া।

(১২৩) স্লিমেন্সের গ্রন্থেও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল বৃত্তান্ত আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং অনেক লেখক এই সকল বিষয়, বিশেষতঃ দ্রাক্ষা ও মদ্য সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেননা, আর্ম্মেনিয়ার অধিকাংশ এবং সমগ্র মেসোপটামিয়া ও পারস্য ও আর্ম্মেনিয়া পর্য্যন্ত মিডিয়ার অংশ, ইউফ্রেটিসের অপর পার্শ্বে অবস্থিত এবং এই সকল দেশের অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট মদ্য-উৎপাদনকারী দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র আছে।

মেগস্থেনিস দার্শনিকগণকে অন্য এক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি, এক শ্রেণীকে ব্রাহ্মণ ও অপর শ্রেণীকে শ্রমণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণকেই সকলে অধিক সম্মান করেন; কেননা, তাঁহারা অনেকাংশে একই মতাবলম্বী। মাতৃগর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সন্তানের যত্ন লইতে আরম্ভ করেন। এই সকল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মাতার নিকট গমন করিয়া মাতার ও গর্ভস্থ ভ্রূণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ছলে, সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন এবং যে সকল গর্ভধারিণী এই সকল বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রণিধান করেন, তাঁহাদিগকেই সুসন্তানের মাতা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলে, একের পর অন্যের যত্নে লালিত পালিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর জ্ঞানী গুরুর নিকট তাহাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা হয়। দার্শনিকগণ নগরের সম্মুখস্থ নাতিবৃহৎ বেষ্টিত উপবনে বাস করেন। তাঁহারা মাংস ভোজন ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগে বিরত থাকেন; তাঁহারা আড়ম্বর বিহীন জীবনাতিপাত করেন এবং তৃণশয্যায় বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করেন। তাঁহারা জ্ঞানপূর্ণ প্রসঙ্গ শ্রবণে এবং শিক্ষার্থি-গণকে শিক্ষাদানে সময়াতিপাত করেন। কিন্তু শ্রোতা কথা বলিতে, এমন কি, নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিতেও নিষিদ্ধ; অন্যথা, শ্রোতাকে আত্মসংযম বিহীন বলিয়া সমাজ হইতে ঐ দিনই বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রকার

৩৭ বৎসর বাস করিয়া, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তি ভোগে অধিকারী হইয়া মসলিনের বস্ত্রাদি পরিধান এবং হস্তে ও কর্ণে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া নিরাপদে ও অপেক্ষাকৃত যথেচ্ছভাবে জীবনাতিপাত করিতে পারেন। এই সময়ে তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, কিন্তু শ্রম-সাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত পশুর মাংস ভক্ষণ কিংবা উগ্র ও অত্যধিক মসলা বিশিষ্ট খাদ্য-ভক্ষণে বিরত থাকেন। তাঁহাদের ক্রীতদাস না থাকাতে, আবশ্যকানুযায়ী সন্তান সন্ততির সেবা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ পত্নীদিগকে দর্শন শিক্ষা-দান করেন না, কারণ, অসচ্চরিত্রা হইলে উহারা এই নিষিদ্ধ বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করে এবং স্ত্রীগণ উত্তম দার্শনিক হইলে স্বামীকে পরিত্যাগ করে। কেন না, যাহারা সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মরণ, একই ভাবে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহারা অপরের দাসত্ব গ্রহণে ইচ্ছা করে না এবং জ্ঞানীপুরুষ ও জ্ঞানবতী স্ত্রীর ইহাই ধর্ম্ম। ইহারা অধিকাংশ সময়েই মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই জন্ম যেন গর্ভস্থ শিশুর পরিণত হইবার সময়, এবং মৃত্যুই দার্শনিকগণের পক্ষে সত্য ও সুখকর জন্ম। এই কারণেই তাঁহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার কারণে, নানা প্রকার শিক্ষা গ্রহণ ও ক্লেশ সহ্য করেন। মনুষ্যের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহারা সে সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের নিকট ভাল মন্দ স্বপ্নানুভূতির ন্যায়; নতুবা, একই ব্যক্তি একই বস্তু দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সুখ দুঃখ ভোগ করিবে কি রূপে? আমাদের গ্রন্থকার বলেন যে, জড়-জগৎ সম্বন্ধে ইহাদের মত অত্যন্ত সরল। তাঁহাদের বিশ্বাস উপাখ্যানের উপর স্থাপিত বলিয়া, তাঁহারা যুক্তি অপেক্ষা কার্য্যেই অধিক সুদক্ষ। অনেক বিষয়ে, গ্রীকদিগের সহিত ইহাদের একমত দেখা যায়। গ্রীকদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণগণও বলেন যে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল; উহা ধ্বংসশীল,

গোলাকার এবং যে দেবতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ও ইহা শাসন করিতেছেন, তিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে প্রত্যেক বিষয়েরই মূল বিভিন্ন। তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবী নির্ম্মাণে জল ব্যবহৃত হইয়াছিল, চারি ভূত ব্যতীত একটী পঞ্চম ভূত আছে এবং এই পঞ্চমভূত হইতেই স্বর্গ ও তারাদল সৃষ্ট হইয়াছে এবং পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। জন্ম, আত্মার প্রকৃতি, এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও গ্রীকদিগের একই মত। প্লেটোর ন্যায় ব্রাহ্মণগণও আত্মার অবিনশ্বরত্ব, যমালয়ে বিচার প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের মত রূপকাকারে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। মেগস্থেনিস ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

মেগস্থেনিস শ্রমণদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, হিলোবিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ভাজন। তাঁহারা বনে বাস করেন; বনজাত পত্র ও ফল ভোজনে জীবনধারণ করেন; বল্কল পরিধান করেন এবং মদ্যপান ও স্ত্রী-সঙ্গম হইতে বিরত থাকেন। নৃপতিগণ, ঘটনার কারণ সম্বন্ধে দূত প্রেরণ করিয়া ইহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন এবং ইহাদের দ্বারাই জগদীশ্বরের পূজা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। হিলোবিয়ইয়ের পরেই চিকিৎসকগণকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়; কেন না, তাঁহারা দর্শন দ্বারা মনুষ্যের প্রকৃতির অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা বনে বাস করেন না। তাঁহারা ভাত ও যব আহার করেন। তাঁহারা মিতব্যয়ী; কিন্তু এই ভাত ও যব অপরের নিকটে চাহিবামাত্রই পাওয়া যায় এবং তাঁহারা যাঁহাদের গৃহে অতিথি হন, তথায়ও পাওয়া যায়। ইহাঁরা রমণীগণকে ঔষধ প্রয়োগে সন্তানবতী করিতে পারেন। ইহাঁরা ঔষধ অপেক্ষা পথ্যাদি দ্বারাই আরোগ্য সম্পাদন করেন। মলম ও প্রলেপই অধিক ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন

তাঁহারা অন্যান্য ঔষধ অনিষ্টকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। এই উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি সকল শ্রমসাধ্য কর্ম্ম ও দুঃখ সহ্য করিয়া এমন সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন যে, তাঁহারা সমস্ত দিন একই অবস্থায়, নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত গণক, যাদুকর, প্রেতশাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তিগণ এবং ভিক্ষাজীবি—এ সকল জাতিও আছে। যাহারা ইহাদের অপেক্ষা বিদ্বান এবং মনুষ্যের সহবাসে থাকে, তাহারাও পরলোক সম্বন্ধে কুসংস্কার প্রচার করে। তাহারা মনে করে, ইহাতে ধর্ম্মভীরুতা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকেরাও উহাদের কাহারও কাহারও সহিত দর্শন অধ্যয়ন করে, কিন্তু এই সকল স্ত্রীলোকেরাও ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে বিরত থাকে।

আরিষ্টবোলস বলেন যে, তিনি তক্ষশীলায় ব্রাহ্মণজাতীয় দুইটী পণ্ডিতের দেখা পাইয়াছিলেন; একটী মুণ্ডিতমস্তিষ্ক কিন্তু অন্যটীর মস্তকে কেশ ছিল। উভয়ের সঙ্গে শিষ্য ছিল। তাঁহারা অবসর কাল হাটে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা বিক্রয়ার্থ দ্রব্যের যাহা ইচ্ছা তাহাই বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে পারিতেন। যাহাকেই তাঁহারা সম্ভাষণ করেন, তাহার মস্তকেই এরূপভাবে তিল তৈল ঢালিতে থাকেন যে, উহা তাহাদের মুখ পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়ে। তাঁহারা বিক্রয়ার্থ তিল ও মধু, প্রচুর পরিমাণে লইয়া পিষ্টক প্রস্তুত করেন এবং সেই জন্য আহারাদিতে তাঁহাদের কোনই ব্যয় হয় না। তাঁহারা আলেকজাণ্ডারের নিকট আসিয়া, দণ্ডায়মানাবস্থায় আহার গ্রহণ করেন এবং নিকটস্থ একটী স্থানে তাঁহাদের সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। জ্যেষ্ঠ শায়িত অবস্থায় সূর্য্যের উত্তাপ ও বৃষ্টি সহ্য করিতে লাগিলেন। অন্যটী, এক পায়ের উপর ভর দিয়া ও দুই হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিয়া, তিন হস্ত দীর্ঘ এক খানি কাষ্ঠখণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং এই প্রকারে সমস্ত দিন অতিবাহিত

করিলেন। প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টীর আত্মসংযমে অধিক ক্ষমতা ছিল, কেন না, অল্পকাল মাত্র রাজার অনুসরণ করিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বিতীয়টী, আলেকজান্দারের অনুসরণ করিয়া, ভিন্ন প্রকার পোষাক পরিধান করিয়া ও নিজ রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিলেন। এই ব্যবহারের জন্য যখন তাঁহাকে তিরস্কার করা হইল, তখন তিনি উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত সন্ন্যাসাশ্রমের চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন (১২৪)। আলেকজান্দার এই দার্শনিকের সন্তানগণকে যথেষ্ট উপহার প্রদান করেন।

আরিষ্টবোলস তক্ষশীলার প্রচলিত কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক আচরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা দরিদ্রতা-নিবন্ধন নিজ কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারে না, তাহারা কন্যাদিগকে যৌবনকালে বাজারে লইয়া যাইয়া, শঙ্খ-বাদ্য ও দামামা ধ্বনি দ্বারা ক্রেতা সংগ্রহ করে। যখন কোন ক্রেতা অগ্রসর হয়, তখন প্রথমে বালিকার পাদদেশ হইতে মুখ পর্য্যন্ত অনাবৃত করিয়া দেখান হয়; পরে, সম্মুখস্থ বস্ত্র অপসারিত করিয়া দেখান হয়; ক্রেতার মনঃপূত হইলে বিবাহ হয়। মৃতদেহকে শকুনের আহারের জন্য ফেলিয়া দেওয়া হয়। এদেশে বহু-

---

(১২৪) গ্রীকগণ ইঁহাকে কালানস নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দার্শনিক স্ফিনিস (sphines) নামে আখ্যাত হইতেন। আরিয়ান বলিয়া ছন যে, দার্শনিকগণ আলেকজান্দারকে দেখিয়া মৃত্তিকায় পদাঘাত করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা উত্তর দেন যে, যদিও আলেকজান্দার অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক দেশ জয়ও করিয়াছেন, তথাপি তিনি মানবদেহধারী এবং মৃত্যু হইলে মাত্র যে স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হইবে, সেই স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে তাঁহার অধিকার থাকিবে না। (প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথা অন্যান্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত। তিনি বলেন যে, তিনি কাহারও কাহারও নিকট শুনিয়াছে যে, স্ত্রীগণ স্বামীর সহিত সহমরণে গমন করে এবং উহা সন্তুষ্ট চিত্তেই করিয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত সহগমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় (১২৫)।

অনিসিক্রিটস বলেন যে, তিনি এই সকল পণ্ডিতের সহিত বাক্যালাপের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার শুনিয়াছিলেন যে, এই সকল ব্যক্তি উলঙ্গাবস্থায় থাকে, অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে পারে এবং লোকে ইহাদিগকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে; নিমন্ত্রিত হইলেও ইহারা অপরের নিকট গমন করে না; কিন্তু যাহারা ইহাদের ব্যায়াম দেখিতে বা কথোপকথন শুনিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে নিকটে আসিতে অনুরোধ করে। এই প্রকার মতাবলম্বী বলিয়া, আলেকজান্দার ইহাদের নিকটে যাইতেও অনিচ্ছুক ছিলেন এবং ইহাদের প্রচলিত মতানুযায়ী কোন কার্য্য করিতেও আদেশ করেন নাই। তিনি অনিসিক্রিটসকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করেন। অনিসিক্রিটস দেখিতে পান যে নগর হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরে উলঙ্গ পঞ্চদশ ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে উপবেশন বা শয়ন করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়াতিপাত করে; পরে, নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য।

---

(১২৫) ডায়ডরস বলিয়াছেন যে, কাথিয়ানগণের মধ্যে বিধবাগণ সহমৃতা হইত। গর্ভবতী ও সন্তানবতী স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য যে কেহ এরূপ আচরণ না করিত, তাহাকে চিরকাল বিধবা হইয়া কালাতিপাত করিতে হইত এবং এরূপ স্ত্রীলোক কোন যাগযজ্ঞে যোগদান করিতে পারিত না। বাগ্মীপ্রবর সিসিরিও তাঁহার "Tusculan Disputation" পুস্তকে হ ন বিধবাগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিগ্রহে, ইহারা ব্যতীত অন্য কেহই নগ্ন পদে ভূমিতে ভ্রমণ করিতে পারে না।

অনিসিক্রিটস্ অন্যতম পণ্ডিত কালানাসের সহিত কথোপকথন করেন। এই কালানস পরে আলেকজান্দারের সহিত পারস্যে গমন করিয়াছিলেন এবং পারস্যেই তাঁহার স্বদেশীয় প্রথানুযায়ী তাঁহাকে জলন্ত চিতায় দাহ করা হয়। অনিসিক্রিটস্ কালানসকে প্রস্তরের উপরে শয়ান থাকিতে দেখেন। তিনি কালানসের সন্নিকটস্থ হইয়া পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া, কি প্রকারে তিনি আলেকজান্দার কর্ত্তৃক তাঁহাদের জ্ঞানের বৃত্তান্ত শ্রবণ ও পরে রাজাকে ঐ বিষয় নিবেদন জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। অনিসিক্রিটসের পরিধানে কুর্ত্তা, শিরস্ত্রাণ ও দীর্ঘপাদুকা দেখিয়া, কালানস হাস্য করিয়া বলিলেন "পৃথিবী, পূর্ব্বে যেরূপ শস্য ও বালিপরিপূর্ণ ছিল, বর্ত্তমানে সেইরূপ ধূলি পরিপূর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে উৎস সমূহে জল, দুগ্ধ, মধু, মদ্য বা তৈল প্রবাহিত হইত কিন্তু পূর্ণতা বা বিলাসিতা দ্বারা মনুষ্য অহঙ্কারী ও উদ্ধত হইয়াছে। ইহাতে জিয়াস (১২৬) বিরক্ত হইয়া সমস্ত অন্তর্হিত করিলেন এবং মনুষ্যকে সেই দিবস হইতে শ্রমসাধ্য জীবনাতিপাত করিতে হইতেছিল। পুনরায় যখন মিতাচারিতা এবং অন্যান্য গুণরাশি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল, তখন পুনরায় প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য পাওয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে অতৃপ্তি ও অনিয়মিততা বৃদ্ধি পাওয়াতে পুনরায় অভাব আসিতেছে। তিনি এইরূপ বলিয়া অনিসিক্রিটসকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে, তিনি যেন পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত একই প্রস্তরাসনে উলঙ্গ হইয়া উপবেশন

---

(১২৬) গ্রীসদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা।

করেন। যখন এই সকল কথা শুনিয়া অনিসিক্রিটস (১২৭) ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তখন সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ পণ্ডিত, কালানসকে তাঁহার প্রগলভতার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, কালনস যে দোষের নিন্দা করিতেছেন তিনি নিজেই এ ক্ষেত্রে সে দোষে দোষী (১২৭)। পরে তিনি অনিসিক্রিটসকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া বলিলেন যে রাজা প্রশংসার পাত্র; কারণ, তিনি এরূপ বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও জ্ঞানার্জ্জনে ইচ্ছুক এবং কেবল এই একটী অস্ত্রধারী দার্শনিক (১২৮) দেখিয়াছেন। যাঁহারা অপরকে ধৈর্য্য শিক্ষাদানে প্রবর্ত্তিত করিবার বা অনিচ্ছুককে ধৈর্য্য শিক্ষাকরিতে বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, তাঁহারা নিজে বুদ্ধিমান হইলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে, যে দোভাষীগণ অজ্ঞের ন্যায় আমার ভাষা ব্যতীত অন্য কিছুই বুঝিতে পারেনা, এরূপ দোভাষীর সাহায্যে তিনি দর্শনের আবশ্যকতা বুঝাইতে অক্ষম বলিয়া তিনি ক্ষমার্হ। কর্দ্দমের মধ্যদিয়া প্রবাহিত জল পরিষ্কার হইবে আশা করা এবং এরূপ ক্ষেত্রে দর্শন বোধগম্য করা একই ব্যাপার (১২৯)।

তাঁহার উপদেশের অভিপ্রায় এই যে, যে ধর্ম্ম মন হইতে সুখ ও দুঃখ দূরীভূত করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম; দুঃখ ও পরিশ্রমে এই প্রভেদ যে দুঃখ মনুষ্যের শত্রু এবং পরিশ্রম মনুষ্যের মিত্র। কেন না, পরিশ্রমের উদ্দেশ্যই হইতেছে মনুষ্যের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, যদ্বারা তাহারা মতভেদ

---

(১২৭) এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে অনিসিক্রিটস নিজে ডাইওজিনিসের সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক ছিলেন।

(১২৮) এস্থলে আলেকজান্দারকেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১২৯) প্লুটার্ক 'আলেকজান্দার জীবনী' নামক গ্রন্থে এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন।

দূরে করিয়া সাধারণকে সদুপদেশ দ্বারা একত্র করিতে পারে। এই জন্ত তাঁহারা আলেকজান্দারকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিতে তক্ষশীলকে উপদেশ দেন; কেন না, যদি তাঁহাপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তিনি সমাদর করেন তবে তিনি উপকৃত হইবেন, এবং যদি তিনি নিকৃষ্টকে সমাদর করেন, তবে তাঁহার মঙ্গল হইবে। মানদনিস উপর্য্যুক্ত মর্ম্মে বলিয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গ্রীকদিগের মধ্যে এইরূপ মত প্রচলিত আছে কিনা। অনিসিক্রিটস উত্তর করিলেন যে, পাইথাগোরাস এইরূপ একটী উপদেশ শিক্ষা দিতেন এবং তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে মাংসাহারে নিষেধ করিতেন। তিনি সক্রেটস ও ডাইওজিনিয়াসেরও উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও এই মত। মানদনিস উত্তর করিলেন যে, অন্যান্ত বিষয়ে তাঁহাদের মত ঠিক হইলেও তাঁহারা স্বভাব অপেক্ষা প্রচলিত রীতিনীতিকে অধিক সম্মান করিয়া ভুল করিয়াছেন; অন্যথা, তাঁহারা তাঁহার ন্তায় উলঙ্গাবস্থায় গমন করিতে ও সামান্ত আহার গ্রহণে জীবন ধারণ করিতে লজ্জিত হইতেন না। বস্তুতঃ, এই গৃহই সর্ব্বাপেক্ষা কম মেরামত আবশ্যক করে। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহারা স্বাভাবিক দৃশ্য, পূর্ব্বলক্ষণ, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং ব্যাধির সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যখন তাঁহারা নগরে গমন করেন, তখন তাঁহারা হাটে যাইয়া থাকেন। যদি কোন ডুমুর বা আঙুর বিক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে মূল্য না দিয়াই উহা গ্রহণ করেন। ধনীগৃহে তাঁহাদের অবারিত দ্বার; এমন কি অন্তঃপুরেও তাঁহাদের অপ্রতিহতগতি। গৃহপ্রবেশ করিয়া তাঁহারা আহারাদি গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা কথোপকথনে যোগদান করেন। তাঁহারা ব্যাধিগ্রস্থ হওয়া অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় বিবেচনা করেন। এই জন্ত যখন কেহ পীড়িত হন, তখন তিনি চিতা সজ্জিত করিয়া ও উত্তমরূপে তৈল মর্দন করিয়া এবং চিতার

উপর উপবেশন করিয়া, উহাতে অগ্নি প্রদানে আদেশ প্রদান করেন এবং উপবিষ্টাবস্থায় দগ্ধ হইতে থাকেন।

নিয়ার্কস পণ্ডিতগণের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রদান করেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদান ও রাজার মন্ত্রীর কার্য্য করেন। অন্যান্য সকলে প্রকৃতির উপাসনা করেন। কালানস শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সহিত একত্র দর্শন পাঠ করেন এবং সকলেই সাধুভাবে জীবনাতিপাত করেন। অন্যান্য ভারতবাসীদের রীতিনীতি সম্বন্ধে নিয়ার্কাস বলেন যে, ভারতবর্ষে লিখিত কোন আইন নাই এবং অন্যান্য দেশীয় আইন অপেক্ষা এ দেশীয় আইন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন যে, কতকগুলি জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত যে দ্বন্দযুদ্ধে জয়ীকে কুমারি উপহার প্রদান করা হয়। কারণ,ইহাতে যৌতুক ব্যতীত কন্যার বিবাহ নির্ব্বাহিত হয় (১৩০)। অন্য জাতি মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার একত্র হইয়া ভূমি কর্ষণ করে এবং উৎপাদিত শস্য সংগৃহীত হইলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আবশ্যকানুযায়ী শস্য গ্রহণ করে (১৩১)। যাহাতে তাহাদের পুনরায় শস্য উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহারা অলস না হয়, তজ্জন্য অবশিষ্ট শস্য দাহ করা হয়। ধনুক ও তিন হস্ত দীর্ঘ

---

(১৩০) সম্ভবতঃ, গ্রন্থকার এস্থলে স্বয়ংবর প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান ইণ্ডিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের অভিভাবকগণ উহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে বাজারে লইয়া যান এবং তথায় যাহারা মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছে, তাহাদিগকেই মনোনীত করে।

(১৩১) ম্যাক্রিণ্ডল সাহেব বলিয়াছেন যে এই স্থানে গ্রন্থকার ভারতীয় Village communityর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

জীরই তাহাদিগের মুদ্রার (১৩২)। কেহ কেহ বর্শা, চাল এবং তিন হস্ত দীর্ঘ তরবারিও ব্যবহার করে। তাহারা বল্গার পরিবর্ত্তে মুখ-বন্ধনী ব্যবহার করে। তাহার অশ্বের ওষ্ঠে ছিদ্র করে।

নিয়ার্কাস বলেন যে, শিল্পকার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য তাহারা মাসিডোনিয়ানদিগের মধ্যে স্পঞ্জের ব্যবহার দেখিয়া চুল, সূক্ষ্মসূত্র এবং তন্তু একত্রে সীবন পূর্ব্বক স্পঞ্জের ন্যায় করিয়া পরে উহা রং করে। অনেকে তৈল রাখিবার পাত্রও নির্ম্মাণ করিতে পারে। তাহারা ঘনবুনা বস্ত্রের উপর পত্র লেখে; কিন্তু অন্যান্য লেখকেরা বলেন যে তাহারা, বর্ণমালা অবগত নহে। তাহারা দ্রবীভূত তাম্র নির্ম্মিত পাত্রাদি ব্যবহার করে। নিয়ার্কাস ইহার কারণ নির্ণয় করেন নাই, যদিও তিনি বলেন যে, এই ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি মৃত্তিকায় পড়িলেই মৃৎপাত্রের ন্যায় চূর্ণ হয়। ভারতবর্ষে অন্য একটী প্রচলিত প্রথা এই যে, অধিবাসীরা রাজা ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত না করিয়া, তাহাদের সম্মুখে প্রার্থনা করে। দেশে মুক্তা, গর্নেট এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় লেখকদিগের মধ্যে কিরূপ বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহা কালানসের বৃত্তান্ত হইতে প্রনিধান করা যাইতে পারে। কালানস যে আলেকজান্দারের সহিত ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে তাঁহাদের সকলেরই একমত এবং তিনি যে আলেকজান্দারের সঙ্গে থাকিতেই ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও তাঁহাদের একই মত কিন্তু কালানসের মৃত্যুর কারণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ কেহ নিম্নোক্ত মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, কালানস রাজার চাটুকার হইয়া প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে রাজার সহিত

(১৩২) ভারতীয় তীরন্দাজগণ তৎকালীন জগতে সাতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল

ভারতবর্ষের বহির্ভাগে গমন করিয়া ছিলেন। তিনি পাসারগাদাইতে (১৩৩) পীড়িত হইলে (ইহাই তাঁহার প্রথম পীড়া) ৭৩ বৎসর বয়সে আলেকজান্দারের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া আত্মহত্যা করেন। চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি সুবর্ণের পালঙ্ক স্থাপনা করা হয়। তিনি চিতার উপরে শয়ন করিয়া ও নিজেকে আবৃত করিলে চিতায় অগ্নিপ্রদান করা হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্যান্য লেখকেরা বলেন যে, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী কক্ষ নির্ম্মিত করিয়া উহা পত্রদ্বারা পূর্ণ করা হয়। পরে ঐ কক্ষের উপরিভাগে চিতা প্রস্তুত করা হইলে, তাঁহার আদেশানুযায়ী তাঁহাকে ঐ কক্ষ মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং পরে তিনি ঐ চিতায় লম্ফ প্রদান করিয়া পড়িলে কক্ষের সহিত দাহ হন। কিন্তু মেগাস্থেনিস বলেন যে, আত্মহত্যা দার্শনিক গণের মত-বিরুদ্ধ এবং যাহারা এরূপ কার্য্যকরে, তাহাদিগকে দুঃসাহসিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত কোপন-স্বভাবী এবং নিজেরাই নিজ গাত্রে আঘাত করিয়া ক্ষত করেন অথবা উচ্চ হইতে লম্ফ প্রদান করেন; কেহ কেহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া জলমধ্যে নিমজ্জনে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং কেহ কেহ অগ্নিতেও দেহত্যাগ করেন। কালানস এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি উত্তেজনার বশবর্ত্তী ছিলেন এবং আলেকজান্দার-দত্ত খাদ্য-প্রিয় হইয়াছিলেন। এইজন্য ভারতবাসিগণ তাঁহাকে নিন্দা করিতেন কিন্তু তাঁহারা মান্দানিসকে প্রশংসা করিতেন। কেননা, জিয়াস-পুত্রের (১৩৪) সহিত সাক্ষাৎ করিলে, পুরস্কৃত হইবেন ও সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার

---

(১৩৩) কালানসের মৃত্যুর স্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডলের মতে কালানস বাবিলনের অন্তর্গত সুসায় দেহত্যাগ করেন।

(১৩৪) আলেকজান্দার নিজেকে দেবরাজ জিয়াসের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন।

করিলে শাস্তি পাইবেন, এরূপ সংবাদ আসিলেও তিনি আলেকজান্দারের নিকট যাইতে বিরত থাকিলেন। তিনি বলিলেন যে, আলেকজান্দার জিয়াসের পুত্র নয়; কেননা, তিনি এখনও পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারেন নাই। যে ব্যক্তির কিছুতেই আশার পরিতৃপ্ত হয় না তাঁহার নিকট তিনি কোনরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবেন না; এবং তিনি তাহার ভয়েও ভীত নহেন। কারণ, জীবিত থাকিলে ভারতবর্ষে আহারের অভাব হইবে না এবং প্রাণত্যাগ হইলেও তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন এবং উত্তম ও পবিত্র জীবন লাভ করিবেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

ঐতিহাসিকগণ নিম্নলিখিত বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীগণ জিয়স, গঙ্গানদী ও অন্যান্য দেবতাকে পূজা করে। রাজার কেশ ধৌত করিবার সময় বিরাট উৎসব হয় এবং প্রত্যেকে তাঁহার নিকট উপহার প্রেরণ করে। এই সময়ে প্রত্যেকেই তাহার প্রতিবেশী অপেক্ষা নিজ অর্থের অধিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করে। তাঁহারা বলেন যে, স্বর্ণ-খননকারী-পিপীলিকার কোন কোনটী পক্ষ-বিশিষ্ট এবং আইবিরিয়ান দেশের নদীর ন্যায় ভারতীয় নদীতে সুবর্ণ পাওয়া যায়। তাহাদের উৎসব-কালীন শোভা-যাত্রায় সুবর্ণ ও রৌপ্য-সজ্জিত অনেক হস্তী যায়। তদ্ব্যতীত, চতুরশ্ব-যোজিত এবং যুগ্ম-ষণ্ড-যোজিত রথও শোভা যাত্রার শোভা বৃদ্ধি করে। পরে, সুসজ্জিত ভৃত্যবর্গ, সুবর্ণ নির্ম্মিত পাত্র, পাত্রাধার, রাজ-সিংহাসন ও ভারতীয় তাম্র নির্ম্মিত ও মণিমুক্তা সুশোভিত পানপাত্র, সুবর্ণ খচিত বস্ত্র, মহিষ, চিতা প্রভৃতি বন্য জন্তু, পালিত সিংহ এবং সুকণ্ঠ ও নানা বর্ণরঞ্জিত পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী শোভা যাত্রায় যায় (১০৫)। ক্লিটার্কাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, চতুশ্চক্র বিশিষ্ট রথ, পত্র

(১০৫) হেরোডটস বলিয়াছেন যে, রাজার জন্মদিনে এই উৎসব সম্পাদিত হইত।

বিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষাদি বহন করে এবং এই সকল বৃক্ষে পিঞ্জরের মধ্যে নানা প্রকার পালিত পক্ষী থাকে। তন্মধ্যে ওরিওন (১৩৬) সর্ব্বাপেক্ষা সুকণ্ঠ এবং কাট্রিয়াস (১৩৬) নামক অন্য একটী পক্ষী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ও ইহার পালক নানাবর্ণ রঞ্জিত। ইহা দেখিতে অনেকাংশে ময়ূরের ন্যায়।

শ্রামণাই জাতীয় (১৩৭) দার্শনিকগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতিদ্বন্দী; ইহারা বিবাদ-প্রিয় ও বাদানুবাদ করিতে ভাল বাসে। যে সকল ব্রাহ্মণগণ শরীর-তত্ত্ব ও খগোল বিজ্ঞান পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে উহারা মূর্খ ও প্রতারক বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল শ্রামণাইদিগের কাহাকে কাহাকে পার্ব্বতীয় শ্রামণাই, কাহাকেও জিমনেটাই, কাহাকেও নাগরিক শ্রামণাই এবং কাহাকেও দেশীয় শ্রামণাই বলে। পার্ব্বতীয় শ্রামণাইগণ মৃগচর্ম্ম পরিধান করে এবং মন্ত্র ও মাদুলি দ্বারা ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারে, এরূপ প্রচার করে। জিমেনটইগণ উলঙ্গাবস্থায় থাকে এবং ৩৭ বৎসর ধরিয়া ধৈর্য্য-শিক্ষা করে। তাহাদের সংসর্গে স্ত্রীলোকও বাস করে কিন্তু তাহারা সংযমী।

নাগরিক শ্রামণাইগণ নগরে বাস করে এবং ইহারা মসলিনের বস্ত্র পরিধান করে। জানপদবাসিগণ মৃগশাবক ও কালসারের চর্ম্ম পরিধান করে। সাধারণতঃ ভারতবাসিগণ মসলিন ও সূত্র নির্ম্মিত শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে। তাহারা দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে; কেশ-বিন্যাস ও বন্ধনী দ্বারা চুল বন্ধন করে।

---

(১৩৬) ইলিয়াস তাঁহার 'গীতবে' এই পক্ষীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কাল্লিদাসেরও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৩৭) শ্রমণ।

আর্টিমিডোরাস বলেন (১৩৮) যে, গঙ্গা ইমদই পর্ব্বত হইতে বহির্গতা হইয়া দক্ষিণাগামিনী হইয়াছে এবং গাঙ্গীনগর পৌঁছিয়া পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া পালিবোথ্রা পৌঁছে এবং পরে সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে। একটী শাখা নদীর নাম অইদানিস। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সে গুলি উল্লেখ-যোগ্য নহে। এই সকল বৃত্তান্তের সহিত নিকোলাস দামাসকেনশের বৃত্তান্ত যোগ করা যাইতে পারে (১৩৯)।

এই গ্রন্থকার বলেন যে, অন্টিওকের নিকটস্থ দাফনীতে (১৪০) অগষ্টস সিজরের নিকট যে সকল দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের সাক্ষাৎলাভ করেন। পত্র দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই গ্রন্থকার-কথিত তিন জন ব্যতীত আরও দূত ছিলেন। অন্যগুলি পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। পার্চ্চমেণ্টের উপর গ্রীকভাষায় এই পত্র লিখিত হইয়াছিল এবং পোরস এই পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহা এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল যে, যদিও তিনি ছয় শত রাজার অধিপতি, তত্রাপি তিনি সীজরের বন্ধু বলিয়া বিশেষ গর্ব্বানুভব করেন এবং নিজ রাজ্য-মধ্য.

---

(১৩৮) গ্রীক পর্য্যটক এবং ভৌগোলিক।

(১৩৯) দামস্কস নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, নিকোলাসকে দামাসকিনস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নিকোলাস উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তিনি হিরডের পরমবন্ধু ছিলেন এবং অগষ্টস সিজরও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। হিরডের অনুরোধে তিনি ১৪৪ খণ্ডে এক ইতিহাস প্রনয়ণ করিয়াছিলেন।

(১৪০) অরণ্টিস নদীতীরবর্ত্তী আণ্টিয়ক নগরে দুই ক্রোশ দূরে আপলো দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত।

দিয়া সিকন্দরের সৈন্যের গমনাগমনে অনুমতি প্রদান ও তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত আছেন। আট জন উলঙ্গ ভৃত্য প্রেরিত উপহার উপস্থিত করিয়াছিল। তাহাদিগের কটীদেশে কোমরবন্ধ ছিল এবং তাহাদের গাত্রে মলমের সুগন্ধ ছিল। হস্তবিহীন হার্ম্মিস (যাহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি); দশ হস্ত দীর্ঘ ও আরও কয়েকটী বৃহদাকারের সর্প, তিন হস্ত দীর্ঘ একটী নদীর কচ্ছপ এবং শকুনাপেক্ষা বৃহদাকারের তিতির উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। এথেন্সে যে ব্যক্তি নিজেকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তিনিও দৌত্য-বাহিনীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। দরিদ্র ও ধনী সকলেই এইরূপে ভস্মীভূত হয়। এই ব্যক্তির কিছুই অভাব ছিল না; কিন্তু অধিককাল পৃথিবীতে বাস করিলে যদি কোন অপ্রত্যাশিত বিপদ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি প্রস্থানে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি হাস্যবদনে, উলঙ্গ হইয়া, কোমরবন্ধ পরিধান করিয়া, ও গাত্রে মলম মর্দ্দন করিয়া চিতায় লম্ফ প্রদান করেন। তাঁহার কবরের উপর নিম্ন লিখিত স্মরক লিপি আছে, "বার্গোসা হইতে (১৪১) আগত ভারতবর্ষীয় জর্ম্মানোকেগাস (১৪২) স্বদেশীয় দেশাচার অবলম্বন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন।"

(১৪১) বার্গোসা নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ বন্দর।

(১৪২) ডায়ন কাসিয়াস ইহাকে জার্ম্মাস নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী শ্রমণ ছিলেন।

ষ্ট্রাবো

প্রাসঙ্গিক ভাবে ষ্ট্রাবো অনেকস্থলে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে সেইগুলি উদ্ধৃত হইল।

হোমর ভারতবর্ষের বিষয় অবগত ছিলেন না; অন্যথা, তিনি ইহা বর্ণনা করিতেন (১)।

পাট্রোক্লিস (২) যে বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের সৈন্যগণ ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে নাই, উহা সত্য। আলেকজান্দার যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সত্য; কারণ, তিনি বিশেষজ্ঞের বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা, তাঁহার কোষাধ্যক্ষ, পরে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল।

হিপার্কাস (৩) স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমার অক্ষরেখা ও মিরোইর (৪) অক্ষরেখা এবং দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণী ৩০,০০০ হাজার ষ্টাডিয়া।

---

(১) এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ হোমরের গ্রন্থে ভারতীয় হস্তিদন্তের উল্লেখ আছে।

(২) পাট্রোক্লিস নিজ "ভূগোলে" ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পাট্রোক্লিস সেলুকাস ও আন্টিওকাসের অধীনে উচ্চ পদারূঢ় ছিলেন।

(৩) হিপার্কাস সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ। ইনি ১৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রোড্‌স দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ত্রিকোণমিতি আবিষ্কার করেন।

(৪) 'মিরোই'র অক্ষরেখা ২৬০৪৪।

তাপ্রোবেণকে সমুদ্র-মধ্যস্থিত বৃহৎ দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত। পরম্পরা অবগত হওয়া যায় যে, ইহার দৈর্ঘ্য ৫০০০ হাজার ষ্টাডিয়া (৫)।

ভারতবর্ষীয় পণ্য অক্সাস নদী হইয়া হিরকানিয়া এবং তথা হইতে ইউক্সাইন সাগরের তীরবর্ত্তী স্থানে পৌছে।

ইরাটসথিনিস ডিমাকসের বর্ণনা মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, ডিমাকস যে ভারতবর্ষকে হরিপদ ও অয়ন বৃত্ত মধ্যে অবস্থিত, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরাটসথিনিস বলেন যে, ভারতবর্ষ রম্বৈডাকার এবং ইহার দুই পার্শ্ব দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সমুদ্র দ্বারা ধৌত হইতেছে। অন্য দুই পার্শ্বে পর্ব্বত ও সিন্ধুনদ। সুতরাং, দেখিতে ইহাকে সমরেখা বিশিষ্ট বালয়া বোধ হয়। ইরাটসথিনিস ভারতবর্ষ আরও দক্ষিণে অবস্থিত, এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে চান, কিন্তু হিপার্কাস এ প্রস্তাবে সম্মত নহেন।

পসিডোনিয়াস (৬) বলেন যে ইউডোক্সাস নামক জনৈক কাইজীকাস বাসী (৭) দ্বিতীয় ইউআরজেটীসের (৮) রাজত্বকালে মিশরে পৌছেন। ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে আরব্যোসাগরের একদল সৈন্য জনৈক

---

(৫) অর্থাৎ ৬২৫ মাইল। উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাপ্রোবেণের আকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকগণের যথেষ্ট মতভেদ ছিল।

(৬) সিরিয়াবাসী এক দার্শনিক বাগ্মীপ্রবর সিসিরো ও পম্পির বন্ধু ছিলেন। ইনি বিশেষ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি ভূগোল ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন।

(৭) কাইজীকাস প্রাচীন গ্রীক নগর—মর্ম্মোরা সাগরের উপকূলে স্থাপিত। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম পূর্ব্ব শতাব্দীতে এই উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

(৮) মিশরাধিপতি।

ভারতবাসীকে মিশর-রাজের নিকট উপস্থিত করে। ঐ সৈন্যগণ বলে যে, তাহারা উক্ত ভারতবাসীকে সঙ্গিবিহীনাবস্থায় একটী জাহাজে পাইয়াছে। কিন্তু সে কে, কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে, তাহারা তাহা জানিতে পারে নাই; কারণ, কেহই তাহার ভাষা বুঝিতে পারে না। গ্রীকভাষা শিক্ষা করিবার জন্য তাহাকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ ব্যক্তি বলে যে, সে ভারতবর্ষের উপকূল হইতে যাত্রা করিয়াছিল কিন্তু পথভ্রষ্ট হইয়া একাকী মিশরে পৌছিয়াছে; তাহার অন্যান্য সঙ্গিগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যদি তাহাকে দেশে প্রেরণ করা হয়, তবে সে ভারতবর্ষ হইতে মিশরে পৌছিবার সমুদ্র-পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার কথানুসারে যে সকল ব্যক্তি প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে উল্লিখিত ইউডোক্সাস ছিলেন। তিনি নানারূপ উপহার সহ যাত্রা করেন এবং সেই সকল উপহার-বিনিময়ে গন্ধ দ্রব্য, মূল্যবান প্রস্তরাদি (যাহা ভারতবাসীরা নদী-গর্ভ বা ভূগর্ভ হইতে খনন করিয়া সংগ্রহ করে), সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইউআরজেটীস এই সমুদায় মূল্যবান দ্রব্যই বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ইউআরজেটীসের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা রাজ্ঞী, ক্লিওপেট্রা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ইউডোক্সাসকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। প্রত্যাগমন কালে, তিনি প্রতিকূল বায়ুতে অজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হইলে, তদ্দেশীয় অধিবাসীবৃন্দকে শস্য ও মদ্যাদি উপহার প্রদানে শান্ত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে জল ও পথপ্রদর্শক প্রাপ্ত হন। তিনি তদ্দেশীয় ভাষারও কয়েকটী শব্দ লিখিয়া আনিয়াছিলেন এবং জাহাজের অগ্রভাগে অঙ্কিত অশ্বমূর্ত্তিও সংগ্রহ করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে মিশরে পৌছেন। তখন ক্লিওপেট্রার পুত্র (১) মিশরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইউডোক্সাস রাজ-দত্ত পণ্যের

(১) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্লিওপেট্রা ও এই ক্লিওপেট্রা বিভিন্ন।

অধিকাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজা, ইউডোক্সাসের সর্ব্বস্ব বলপূর্ব্বক রাজকোষ-ভুক্ত করেন।

পসিডোনিয়াস বিবেচনা করেন যে, ভারতবাসীরা তারাস পর্ব্বতের পরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করেন। ইহারা অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন; ইহাদের দেশ পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাপ্রোবেণ দ্বীপ সমুদ্রের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহা আকারে ব্রিটেন (১০) অপেক্ষা কম নহে এবং জনাকীর্ণ। মায়স হর্ম্মাস হইতে প্রায় এক-শত কুড়িখানি জাহাজ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যার্থ যাত্রা করে। টলেমি-দের রাজত্বকালে কেহই এরূপ বাণিজ্যার্থ অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না।

আলেকজান্দার যে যে স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয়পণ্য উষ্ট্র পৃষ্ঠে প্রেরিত হয়।

ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে পাইন ও ফির পাওয়া যায়। আলেক জান্দার এই সকল কাষ্ঠদ্বারা নিজ রণতরি সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

অক্সাস নদী হইয়া প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় পণ্য কাস্পিয়ান সমুদ্রে প্রেরিত হয় এবং সেই স্থান হইতে সাইরাস নদী দিয়া আলবেনিয়ায় ও পরে ইউক্সাইন সাগরে প্রেরিত হয়।

ইরাটসথিনিস, কাস্পিয়ান গেট হইতে ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন :—

কাস্পিয়ান গেট হইতে হেকাটম্‌পাইলস (১১) ......১৯৬০ ষ্টাডিয়া

---

(১০) বস্তুতঃ ইহা আকারে আয়র্লণ্ডাপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

(১১) এই স্থান নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

হেকাটমপাইলস হইতে আলেকজন্দ্রিয়া (১২)	..... ৪৫৩০	ষ্টাডিয়া
আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রফথেসিয়া (১৩)	......১৬০০	ষ্টাডিয়া
প্রফথেসিয়া হইতে আরাকোটাস (১৪)	......৪৯২০	ষ্টাডিয়া
আরাকোটাস হইতে আর্টসপানা (১৫)	......২০০০	ষ্টাডিয়া
আর্টসপানা হইতে ভারতের প্রান্তসীমা	......১০০০	ষ্টাডিয়া

একুনে১৫, ৩০০ ষ্টাডিয়া (১৬)

আর্টিমিটাবাসী আপলোডরসের মতে বাকট্রিয়ানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিপতি মিনান্দার(১৭) আলেকজান্দার অপেক্ষাও অধিক দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই সকল দেশ-জয়, কতক

---

(১২) ইহা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নহে। ইহা হিরাট বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(১৩) সিস্তানের বর্ত্তমান রাজধানী ফুরা।

(১৪) রলিনসনের মতে 'উলান রোবাট' ই প্রাচীন আরাকোটাস।

(১৫) বর্ত্তমান কাবুল।

(১৬) একুনে ১৫২১০ ষ্টাডিয়া মাত্র।

(১৭) মিনান্দার সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ম্যাক্রিণ্ডল সাহেবের মতে, মিনান্দার হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিম্নস্থ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এখনও মিনান্দারের মুদ্রাদি যমুনা নদীতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে, যমুনা নদীতীরবর্ত্তী কোন স্থানেই তাঁহার রাজত্ব ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতে ১৫৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মিনান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, তিনি পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়া 'সুঙ্গ' বংশের প্রতিষ্ঠিতা পুষ্যামিত্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মিনান্দার পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। "মিলিন্দ পঞহ" গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাসের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মিনান্দার ও কতক, তৎপুত্র ডিমাট্রিয়স কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল (১৮)।

পাট্রোক্লিসব্যতীত অপর সকলেরই বিশ্বাস যে সমুদ্র-মধ্য দিয়া হির-কেনিয়া হইতে ভারতবর্ষে পৌছান যায় না (১৯)।

ভারতবর্ষে দুইবার করিয়া বীজ বপন করা হয়।

ভারতীয়-পণ্য নীলনদ দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রেরিত হয়। মায়স হর্ম্মাস হইতে উষ্ট্রে করিয়া কপটাস (২০) ও তথা হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রেরিত হয়।

অনেকের মতে কাসিয়া ভারতবর্ষ হইতে আনীত হয়।

---

(১৮) অধ্যাপক লাসেনের মতে ডিমাট্রিয়স ১৮৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(১৯) প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে, উত্তর মহাসাগরের সহিত ক্যাস্পীয়ান সাগরের যোগ থাকাতে, ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে কাস্পিয়ান সাগরে পৌছান যাইত।

(২০) নীলনদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত নগর। বর্ত্তমানে, ইহাকে কোফট নামে অভিহিত করা হয়।

প্লিনি

অতি প্রাচীনকালে যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্লিনি তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি অসি ও মসী এতদুভয়ের ব্যবহারেই পটু ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস অত্যন্ত শোকাবহ ও বিস্ময়কর তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার একখানিমাত্র। পুস্তক পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানির নাম "প্রাণিতত্ত্বের ইতিহাস" (Naturalis Historia).

তিনি ২৩ খৃষ্টাব্দে কোমো নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পম্পোনিআস নামক তাঁহার এক পিতৃবন্ধুর নিকট তাহার প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়। তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নরত ছিলেন। এমন কি, যখন তিনি আহারাদি করিতেন, তখনও কিছু না কিছু পাঠ করিতেন। রোমকদিগের সহিত দক্ষিণ জর্ম্মানদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, প্লিনি সৈনিকরূপে এই যুদ্ধে যোগদান করেন ও জর্ম্মানদিগের সহিত যুদ্ধাবসানে এই যুদ্ধের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাস ২০ ভাগে লিখিত হইয়াছে।

রাজকার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কিছুদিন স্পেনে বাস করিতে হয় ও সেই সময়ে তিনি কৃষিবিদ্যা ও খনিজ বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন। স্পেনে অবস্থান কালে তিনি একবার আফ্রিকা মহাদেশে ভ্রমণার্থ গমন করেন। ইতালিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সম্রাট ভেসপেসিআনের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও সম্রাটের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলি শেষ করিয়া দিবসের অবশিষ্ট কাল অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন।

---

* প্লিনির সংক্ষিপ্ত জীবনী আমার পরম সুহৃদ অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে সংকলিত হইল।

প্লিনি এই সময়ে সমসাময়িক কালের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাস ২১ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং ইহাতে নিরো হইতে আরম্ভ করিয়া ভেসপেসিআনের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার সমাবেশ ছিল। এই সময়েই তিনি তাঁহার প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ ভেসপেসিআনের পুত্র সম্রাট টাইটাসের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তিনি মিশেমুনে গমন করিলে বিসুবিয়াসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অগ্ন্যুদ্গাম ঘটে। অগ্ন্যুদ্গাম দেখিতে যাইয়া প্লিনির জীবনান্ত হয়।

প্রাণিতত্ত্বের ষষ্ঠখণ্ডে ভারতবর্ষের ভৌগলিক ও অন্যান্য বৃত্তান্ত আছে।

ষষ্ঠখণ্ড। ২২ অধ্যায়। বহুদিবস ধরিয়া তাপ্রোবেণকে অন্য একটী পৃথিবী বলিয়া পরিগণিত করা হইত। আলেকজান্দারের যুদ্ধে এবং বস্তুতঃ তাঁহার দ্বারাই ইহা যে একটী দ্বীপ তাহা জানা যায়। তাঁহার নৌসেনাধ্যক্ষ অনিসিক্রিটস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় হস্তী অপেক্ষা এতদ্দেশীয় হস্তী বৃহদাকারের এবং তাহারা কলহপ্রিয়। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, একটী নদী এই দ্বীপকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে; ইহার অধিবাসীকে প্যালিওগোনই বলে এবং ভারতবর্ষে যেরূপ আকারের মুক্তা পাওয়া যায়, তদপেক্ষা বৃহদাকারের মুক্তা ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ এই দ্বীপে পাওয়া যায়।

---

(১) প্লিনি ব্যতীত টলেমীও লঙ্কাদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কসমাসের গ্রন্থেও ইহার কিছু কিছু বিবরণ আছে। কসমাসের বিবরণ এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইরাটসথিনিসের মতে ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থ ৫০০০ ষ্টাডিয়া (২)। তিনি আরও বলেন যে ইহাতে কোন নগর নাই, কেবল মাত্র সাতশত গ্রাম আছে (৩)। ইহা পূর্ব্বসাগরে আরম্ভ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বিপরীত দিকে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। পূর্ব্বকালে যখন প্যাপাইরাস বৃক্ষদ্বারা নৌযানাদি প্রস্তুত হইত ও নৌকাগুলিকে নীল নদস্থ নৌকার ন্যায় সজ্জিত করা হইত, তখন প্রাসিদেশ হইতে এই দ্বীপ পৌছিতে কুড়ি দিবস লাগিত কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের জাহাজ গুলি যেরূপ দ্রুতগামী তাহাতে ৭ দিবসে এই দ্বীপে পৌছান যায়। এই দ্বীপ ও ভারতবর্ষ মধ্যস্থ সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর; প্রায়ই ছয় হাতের অধিক গভীর নহে কিন্তু কোন কোন স্থান একরূপ অতলস্পর্শী। এই জন্য এই সকল জাহাজের সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিক এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করা হয় যাহাতে অপ্রশস্ত খালে ঘুরাইবার জন্য কোন অসুবিধা না হয়। এই সকল জাহাজে ৩০০০ আম্ফোরি (৪) মাল ধরে। সমুদ্র যাত্রা কালীন তাপ্রোবেণ-দেশীয় নাবিকগণ নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করে না; বস্তুতঃ সপ্তর্ষি মণ্ডল ঐ দেশ হইতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, নাবিকেরা

---

(২) আমরা পূর্ব্বে কয়েক স্থলে বলিয়াছি যে লঙ্কাদ্বীপের আয়তন সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। কেহ কেহ ইহাকে মহাদেশ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। টলেমির বর্ণনা অন্যান্য সকল বিষয়ে সঠিক হইলেও লঙ্কার আকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ ছিল। লঙ্কার প্রকৃত দৈর্ঘ্য মাত্র ২৭১॥ মাইল ও ইহা প্রস্থে ১৩৭॥ মাইল মাত্র। অবশ্য ইরাটসথিনিসের হিসাব ধরিতে গেলে অনেক বেশী হয়।

(৩) ইলিয়ান বলিয়াছেন যে লঙ্কায় ৭৫০ গ্রাম ছিল। ইলিয়ানের বর্ণনা যথা স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) আম্ফোরী = $\frac{১}{৪০}$

সমুদ্র যাত্রাকালীন কতগুলি পক্ষী সঙ্গে লয় এবং মধ্যে মধ্যে এই সকল পক্ষী ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের গতির অনুসরণ করে (৫)। বৎসরের ৪ মাস মাত্র তাহারা সমুদ্রে গমনাগমন করে। বিশেষতঃ উত্তরায়নের পরবর্ত্তী একশত দিবস তাহারা বিশেষ রূপ বর্জ্জন করে। কারণ এই সময়ে ঐ সকল সমুদ্রে অত্যধিক শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ হইতে আমরা উপর্য্যুক্ত বিবরণ পাইয়াছি। আমরা ঐ দ্বীপের আরও সঠিক বৃত্তান্ত পাই; কেননা, সম্রাট ক্লদিয়াসের রাজত্ব কালে ঐ দ্বীপ হইতে দৌত্য-বাহিনী তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রকারে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। আনিয়াস প্লোকামাসের একজন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ক্রীতদাস আরব্যোপ-সাগরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতিকূল বায়ু দ্বারা তাপ্রোবেণ দ্বীপান্তর্গত হিপুরী বন্দরে নীত হন। এই স্থানে তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ছয় মাস ঐ দেশে বাস করিয়া তিনি তদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন। রাজা রোমকদিগকে ও তাহাদিগের সম্রাটকে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করেন। বিশেষতঃ বন্দীর নিকট তিনি যে সকল

(৫) ঐতিহাসিক গিবন বলিয়াছেন "The Chin se and Indian navigators were conducted by the flight of birds" (Decline and Fall of the Roman Empire vol. III. chap. XLI.) অর্থাৎ চৈনিক ও ভারতীয় বণিক্‌গণ পক্ষীদৃষ্টে সমুদ্রে গমনাগমন কালে দিক নির্ণয় করিতেন। বেদে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে বরুণদেব আকাশচারী পক্ষী ও সমুদ্রগামী জাহাজের পথ যে অবগত ছিলেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৬) ক্লদিয়াস ৪১ হইতে ৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

সুবর্ণের দীনারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন রাজার রাজত্ব কালে প্রস্তুত হইলেও একই ওজনের থাকাতে তিনি রোমক ও রোমক সম্রাটগণের সাধুতায় বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন (৭)। এই জন্য রোমের সহিত সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ হইতে তিনি বিশেষ ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ৪ জন দূত প্রেরণ করেন; ইহাদের মধ্যে "রাজা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এই সকল দূতের নিকট অবগত হওয়া যায় যে তাপ্রোবেণে ৫০০ শত নগর (৮) ছিল এবং প্যানিসিমুন্দাস নগরের সন্নিকটে দক্ষিণাভিমুখী একটী বন্দর ছিল। রাজা এই নগরে বাস করিতেন এবং নগরে দুই লক্ষ লোক বাস করিত। এই সকল দূত আরও বলিয়াছিল যে, দ্বীপাভ্যন্তরে ২৭৫ মাইল পরিধি লইয়া মেগিসবা নামক একটী হ্রদ আছে। এই হ্রদেও দ্বীপ (৯) আছে; এই সকল দ্বীপের ভূমি উর্ব্বরা কিন্তু দ্বীপ গুলি কেবল মাত্র পশুচারণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই হ্রদ হইতে দুইটী নদী বহির্গত হইয়াছে। প্যালিসিমুণ্ডাস নামক নদীটী তিন মুখ হইয়া ঐ নামের নগরীর নিকট দিয়া প্রবাহিতা হয়। তিনটী মুখের ক্ষুদ্রতমটী ৫ ষ্টাডিয়া, বৃহৎটী ১৫ ষ্টাডিয়া ও ছাইডারা নামক তৃতীয়টী উত্তরাভিমুখিণী হইয়া ভারতবর্ষের দিকে প্রবাহিতা। দূতের নিকট ইহাও অবগত হওয়া

---

(৭) কসমাসও তাঁহার গ্রন্থে এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আরও নানা গ্রন্থে এই ঘটনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৮) ইরাটসথিনিসের মতে লঙ্কাদ্বীপে মাত্র ৭০০ গ্রাম ছিল এবং কোন নগর ছিল না।

(৯) প্রকৃত পক্ষে লঙ্কায় কোন হ্রদ নাই। সম্ভবতঃ কোন কৃত্রিম হ্রদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

গিয়াছে—ভারতবর্ষের অন্তরীপ কোলিয়াকাম হইতে তাপ্রোবেণ মাত্র ৪ দিনের পথ এবং এই পথের মধ্যস্থলে সূর্য্যদ্বীপ। এই সকল সমুদ্র সবুজবর্ণ এবং ইহাদের তলদেশে অনেক বৃক্ষ জন্মে এবং এই কারণে জাহাজের হালে অনেক সময় এই সকল বৃক্ষের শীর্ষদেশ ভগ্ন হয়। দূতেরা সপ্তর্ষি মণ্ডল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। তাহাদের দেশে চন্দ্র কেবল মাত্র অষ্টম হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্তই দেখা যায় (১০), কিন্তু ক্যানোপাস নামক বৃহৎ ও উজ্জ্বল নক্ষত্র রাত্রিতে আলোক দান করে। সূর্য্য বামদিক হইতে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যায় ইহা দেখিয়া তাহারা অত্যধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। তাহারা ইহাও বলিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের বিপরীত দিকে তাহাদের দ্বীপের যে অংশ অবস্থিত তাহা দীর্ঘে ১০০০০ হাজার ষ্টাডিয়া। হেমোডি পর্ব্বতের পরে সিরিশ জাতি। এই জাতির সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, রাচিয়ার পিতা এই দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই দেশে পৌছিলে সিরিশগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ দৈর্ঘ্যে অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা দীর্ঘ; ইহাদের চুল পীত ও চক্ষু নীল; ইহাদের স্বর কর্কশ এবং ইহাদের প্রচলিত কোন ভাষা নাই। অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের বর্ণনা ও আমাদের দেশীয় বণিক্‌গণের বর্ণনা অনুরূপ।

কিন্তু তাপ্রোবেণ যদিও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে পৃথক্, তত্রাপি সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে সম্মান করা হইয়া থাকে। তথায় মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তরাদিকেও আদর করা হইয়া থাকে। তাহাদের বিলাস সামগ্রী আমাদের অপেক্ষায় সংখ্যায় অধিক এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া

---

(১০) সম্ভবতঃ শ্রোত্যবাহিনী সংশৃষ্ট ব্যক্তিগণের ভাষা সম্যকরূপে বোধগম্য না হওয়ায়, এইরূপ ভ্রমপূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে

যায়। দূতরা বলিল যে তাহারা আমাদের অপেক্ষা ধনী কিন্তু অর্থ হইতে যে সুখ উৎপাদিত হয় সেই সুখ ভোগ করিতে তাহাদের অপেক্ষা আমরা দক্ষ।

তাপ্রোবেণ দ্বীপে ক্রীত দাস নাই; অধিবাসীরা সূর্য্যোদয়ের পরে আর নিদ্রা যায় না; তাহারা দিবাভাগেও নিদ্রা যায় না; তাহাদের গৃহাদি অধিক উচ্চ নহে; শস্যের মূল্য কোন দিন বৃদ্ধি পায় না; তাহাদের আদালত বা মোকদ্দমা নাই। তাহারা হাকিউলিসকে পূজা করে; অধিবাসীরাই রাজা নির্ব্বাচন করে। রাজা বৃদ্ধ, দয়ালু, অপুত্রক হইবেন। যাহাতে উত্তরাধিকারী-স্বত্ত্ব বংশপরাক্রমিক না হয় তজ্জন্য নির্ব্বাচনের পরে সন্তানাদি হইলে তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়। অধিবাসীরাই রাজার জন্য ৩০ জন মন্ত্রী মনোনীত করে এবং অধিকাংশের মত না হইলে কেহই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় না। দণ্ডিত ব্যক্তি জনসাধারণের নিকট পুনর্ব্বিচারের আবেদন করিতে পারে; এক্ষেত্রে ৭০ জন জুরি নিযুক্ত হয়। যদি এই জুরিগণ নির্দ্দোষ বলেন তবে পূর্ব্বোক্ত ৩০ জন সদস্যকে আর কেহ গণ্যমান্য করে না এবং তাঁহাদের অত্যন্ত অপমান করা হয়। রাজা ব্যাকাসের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করেন; অধিবাসীরা আরব দেশীয় ব্যক্তিদের ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। রাজা যদি কোন প্রকারে বিরাগ ভাজন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় কিন্তু কেহই তাঁহাকে হত্যা করে না; সকলেই তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকে, এমন কি কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করে না। তাহারা উৎসব কাল মৃগয়ায় অতিবাহিত করে এবং হস্তী ও ব্যাঘ্র শিকারই তাহাদের প্রধান ক্রীড়া। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করা হয়; দ্রাক্ষার চাষ নাই কিন্তু অন্যান্য ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা মৎস্য বিশেষতঃ কচ্ছপ ধরিতে

বিশেষ আনন্দানুভব করে। এই সকল কচ্ছপের চাড়া এত বৃহৎ যে একটী বৃহৎ পরিবার ইহার তলদেশে অনায়াসে আশ্রয় লইতে পারে (১১)। এই দ্বীপবাসীরা শত বৎসর পরমায়ু স্বল্প বলিয়া বিবেচনা করে। তাপ্রোবেণ সম্বন্ধে আমরা মাত্র ইহাই অবগত আছি।

ভারতবর্ষের আকৃতি, সীমা ও প্রকৃতি।

হিমোদাস পর্ব্বতের সন্নিকটে অধিবাসীবৃন্দ স্থায়ীভাবে বাস করে। ভারতীয় জাতিগণ এই স্থান হইতে কেবল মাত্র যে পূর্ব্ব সাগর পর্য্যন্ত বাস করে তাহা নয়; তাহারা দক্ষিণ সাগর পর্য্যন্তও বাস করে। এই সাগরকে আমরা পূর্ব্বে ভারতীয় মহাসাগর নামে আখ্যাত করিয়াছি। পূর্ব্বাঞ্চল হিমোদাস পর্ব্বত হইতে সমরেখা হইয়া যাওয়াতে পূর্ব্বাঞ্চল ও ভারতীয় সমুদ্রের মধ্যে ১৮৭৫ মাইল ব্যবধান। এই স্থান হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ২৩৭৫ মাইল। সিন্ধুই ভারতের পশ্চিম সীমা। অনেক গ্রন্থকার নৌকাপথে ইহার উপকূল দিয়া ভ্রমণ করিতে ৪০ দিবারাত্রি লাগে বলিয়াছেন। উত্তর দক্ষিণে ইহা ২৮৫০ মাইল। আগ্রিপার (১২) মতে ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৩০০ মাইল এবং বিস্তারে ২৩০০। পসিডোনিয়াস (১৩) উত্তর পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাপ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষ গলদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়াছেন। এজন্য তিনি প্রমাণ

---

(১১) অন্যত্র ইলিয়ান বলিয়াছেন যে, কচ্ছপের চাড়া দিয়া গৃহ নির্ম্মিত হয়।

(১২) আগ্রিপা লিখিত গ্রন্থের নাম "Commentaries of Agrippa"। প্লিনি অনেকবার এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৩) সিরিয়ার অন্তর্গত আপেনিয়া বাসী দার্শনিক। ইনি জ্যামিতি ও ভূগোল সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ গঙ্গের বিপরীত দিকে অবস্থিত বলিয়া পশ্চিম বায়ু ভোগ করে এবং সেই জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ভারতবর্ষে তারকা গুলি অন্য ভাবে আকাশে দেখা যায়। বৎসরে দুইটী ঋতু। আমাদের দেশে যখন শীত ঋতু, তখন তদ্দেশীয় সমুদ্রে নাবিকেরা সহজে গমনাগমন করিতে পারে। এই দেশে এত জাতি ও নগর যে গণনায় শেষ করা যায় না। কেবল মাত্র যে আলেকজান্দার ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সেলুকস ও আন্টিওকাসের সৈন্য বাহিনীর জন্য যে আমরা ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি তাহা নয়। তাহাদের নৌসেনাধ্যক্ষ পাট্রোক্লিস ও হিরকানিয়নও কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত জল-যাত্রা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন গ্রীক যাঁহারা ভারতীয় রাজগণের দরবারে বাস করিতেন (যথা মেগস্থেনিস, ফিলাডেলফিয়াস প্রেরিত ডাইওনিসিয়াস) ভারতীয় জাতির প্রতাপ ও বৈভবের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বৃত্তান্তবিশ্বাসযোগ্য নহে এবং বিভিন্ন প্রকারের। আলেক-জান্দারের সহযাত্রিগণ লিখিয়াছেন যে. আলেকজান্দার যে জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে ৫ হাজার নগর ও নয়টী জাতি ছিল। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ, এবং ইহার জন-সংখ্যা গণনায় শেষ করা যায় না। অবশ্য এরূপ উক্তির হেতুও আছে, কেননা সকল জাতির মধ্যে কেবল মাত্র ভারতবর্ষীয়েরাই কোন দিন তাহাদের সীমার বাহিরে যায় নাই। ফাদার ব্যাকাস হইতে আলেকজান্দার পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর ও তিন মাস রাজত্ব করিয়াছেন। নদীর আকার দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আলেকজান্দার কোন দিনও ৬০০ ষ্টাডিয়ার কম সিন্ধুনদে ভ্রমণ করেন নাই; তত্রাপি পাঁচ মাস ও কয়েক দিবসে ইহার মুখে

পৌছিয়াছিলেন। অথচ সিন্ধু গঙ্গা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমাদের নাগরিক সেনেকা যিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন তিনি বলেন যে ভারতবর্ষে ৬০টী নদী আছে এবং ১১৮টী জাতি আছে। পর্ব্বতের সংখ্যা নির্ণয়ও এইরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ইমায়স, হিমোদস, প্যারোপানিসাস এবং ককেসস পর্ব্বতশ্রেণী একটী অপরের সহিত সংযুক্ত এবং তাহাদের সানুদেশ হইতে একটী বিরাট সমতল ক্ষেত্র বহির্গত হইয়াছে। এই সমতল ক্ষেত্র দেখিতে অনেকটা মিসরের ন্যায়। কিন্তু যাহাতে এই দেশের ভূগোল সহজে বোধগম্য হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা আলেকজান্দার যে যে পথে গিয়াছিলেন তাহাই অনুসরণ করিব। এই পথ ডায়গনিটিস ও বিটন কর্ত্তৃক পরিমিত হইয়াছিল।

তাহারা বলে যে, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ৫০০০ ষ্টাডিয়া দূরে অবস্থিত সিন নগরে অয়নান্তের দিন দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের কোন ছায়া দৃষ্ট হয় না। পরীক্ষার জন্য একটী গর্ত্ত খনন করিলে দেখা গিয়াছিল যে, ঐ গর্ত্ত সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়াছিল। এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে সূর্য্য ঐস্থানে লম্ব। অনিসিক্রিটস বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে হাইফাসিস নদীতেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ভারতীয়গণের অন্তর্ভূত ওরিটিস নামক জাতির দেশে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে ও শীতকালে উত্তর দিকে ছায়া পড়ে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগুলি বৎসরে কেবল মাত্র পনর দিবস দেখা যায়। পাটল নামক সুবিখ্যাত বন্দরেও সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উঠে এবং সেই জন্য ছায়া দক্ষিণ দিকে পড়ে। আলেকজান্দার যখন সেইস্থানে ছিলেন তখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগুলি মাত্র গোধূলিকালে দেখা যাইত। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি অনিসিক্রিটস বলেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে ছায়া পড়ে তথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয় না। এই সকল স্থানকে এসিয়া বলে, এবং তথায় ঘণ্টানুসারে সময় নির্ণীত হয় না।

ভারতবর্ষ হইতে ও ভারতবর্ষে সমুদ্র-যাত্রা

ভারো বলেন যে, সাত দিনে ভারতবর্ষ হইতে আইয়াক্রাস নদীতে (১৪) পৌঁছা যায়। এই নদী অক্সাসের সহিত মিলিতা হইয়াছে। স্থলপথ দিয়া পণ্টাশ প্রদেশস্থ ফাসিস নগরে ভারতীয় পণ্য পাঁচদিনে আনয়ন করা যায়।

নেপস বলেন যে, সুইভীয় রাজা, মিটেলাস সিলারকে কয়েকজন ভারতবাসীকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল ভারত-বাসী বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিকূল বাতাসের জন্য জর্ম্মনি পৌঁছিয়াছিল।

অনিসিক্রিটস ও নিয়ার্কাসের বর্ণনায় স্থানের নাম ও তাহাদের দূরত্ব উল্লিখিত হয় নাই; তত্রাপি, নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :— নিয়ার্কাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরাবিস নগরী, এবং নৌচলনোপযোগী আরাবিস নদী; আলেকজান্দার কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া লিওনোটসের প্রতিষ্ঠিত আলেক-জান্দ্রিয়া নগর; আর্গেনাস বন্দর; টনবিরস নদী ও তাহার তীরবর্ত্তী পাসিরী জাতি; ইকথিওফাগি। আরাবিয়ার অন্তর্গত সিয়াগ্রাস অন্তরীপ হইতে "হিপালাস" বায়ুর (১৫) সাহায্যে অনায়াসে ভ্রমণ করা যাইত। পরবর্ত্তী

(১৪) প্লিনির এই উক্তি অতিরঞ্জিত। কার্টিয়াস লিখিয়াছেন যে, নৌকা-যোগে আলেকজান্দার প্রত্যহ ৪০ ষ্টাডিয়া পথ যাইতেন। টলেমির হিসাবানুযায়ী সিন্ধুনদ দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ সহস্র মাইল। এই জলযাত্রা ৩২৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(১৫) হিপালাস নামক নাবিক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বাতাসের সাহায্যে সহজে ভারতবর্ষে আগমন করা যাইত। "পেরিপ্লাস অব্ দি ইরিথ্রিয়ান" সাগরে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। হিপালাস সামুদ্রিক বায়ুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বতন

কালে আরও অল্প সময়ে ভারতীয় বন্দর সিগারাস হইতে যাতায়াত করা হইত। অনেক দিন ধরিয়া এই পথেই যাতায়াত করা হইত ; অবশেষে এক বণিক্ আরও একটী সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করেন। এই প্রকারে লাভের জন্য ভারতবর্ষ আমাদের খুব নিকট হইয়া পড়ে। হিপালাস বায়ু প্রবাহিত থাকিলে ৪০ দিনে মাজিরিস (১৬) নামক ভারতীয় বন্দরে পৌঁছা যায়। বাণিজ্যের পক্ষে এই বন্দর প্রশস্ত নহে। কেন না নিকটেই নিট্রীয়াস নামক স্থানে জলদস্যুগণ বাস করে এবং এ স্থানে সুবিধা মত পণ্যাদিও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, বন্দর হইতে অনেক দূরে জাহাজগুলি নঙ্গর করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা মাল উঠাইতে ও নাবাইতে হয়। আমাদের সময়ে কিলোবোথ্রাস (১৭) রাজা এই দেশের রাজা ছিলেন। নিকিনডন নামক বন্দরটী পূর্ব্বোক্ত বন্দরাপেক্ষা ভাল। বন্দর হইতে অনেক দূরে মথুরা (১৮) নামে একটী নগরে প্যাণ্ডিয়ন রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের গ্রন্থেই এই সকল নাম পাওয়া যায় না এবং তাহাতে বোধ হয় যে এই সকল স্থানের নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাটানারা (১৯) হইতে বিকারায়

পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে যাতায়াত করাতে, পূর্ব্বে যে সময় অতিবাহিত হইত, তাহার অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে নৌযাত্রা সম্পাদিত হইত।

(১৬) অনেকে কোচিনের ২০ মাইল উত্তরের ক্রানগানরকে প্রাচীন মাজিরিস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পেরিপ্লাস ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৭) সম্ভবতঃ কেরলপুত্রবংশীয়। পেরিপ্লাস ইহাকে কেপ্রোব্রোতস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৮) বর্ত্তমান মথুরা।

(১৯) কেহ কেহ ইহাকে তেলিচেরীর সন্নিকটস্থ কোন স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় মরিচ লইয়া যাওয়া হয়। ডিসেম্বর মাসে বণিক্‌গণ মিশর হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করে। এই সময়ে যাত্রা করিলে তাহারা একবৎসরের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব বাতাসে যাত্রা করিয়া তাহারা লোহিত-সাগরে পৌছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম বা দক্ষিণ বায়ুর সাহায্যে মিশরে পৌছে।

ভারতীয় মহাসাগর সমুহে অনেক প্রকার বৃহৎ বৃহৎ জলজন্তু পাওয়া যায়। তিমিগুলি ২৪০ ফিট দীর্ঘ ও ১২০ ফিট প্রস্থ। কামট ২০০ হাত লম্বা। ভারতীয় পঙ্গপাল যেরূপ ৪ ফিট দীর্ঘ, সেইরূপ তদ্দেশীয় গঙ্গার বাণ মৎস্য ৩০০ শত ফিট লম্বা।

ভারতীয় জাতি

(প্লিনি এইস্থলে মেগস্থেনিস হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন; মেগস্থেনিসের সমগ্রাংশ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে ব'লিয়া উহা এই স্থানে প্রদত্ত হইল না।)

বন্ধু বান্ধবদিগকে বিতরণার্থ আমোমিটাস আটাকোরিদিগের (২০) সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইকেটিয়াস হাইপার

---

(২০) ম্যাক্রিণ্ডল, আটাকোরিকে সংস্কৃত গ্রন্থভুক্ত "উত্তর কুরু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। তিনি মেগস্থেনিসের ভারত-বর্ণনের (Ancient India as described by Megasthenes) এক পাদটীকায় লিখিয়াছেন "Megasthenes had the penetration to perceive that the Greek fable of the Hyperboreans had an Indian source in the fables regarding the Uttar Kurus" অর্থাৎ, গ্রীকদিগের বর্ণিত হাইপার বোরিয়ান ও ভারতীয় উত্তর কুরুতে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সেণ্ট মার্টিন নামক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, "সকল বৈদিক গ্রন্থে অথবা পুরাণে যে

বোরিয়ানসদিগের সম্বন্ধে যেরূপ পুস্তক লিখিয়াছিলেন এ খানিও সেইরূপ। আটাকোরির পার্শ্বেই থুনি এবং ফরকারাইগণ বাস করে। তৎপরে কাসিরাই নামক ভারতীয় জাতি বাস করে; ইহারা মনুষ্য-মাংস ভক্ষণ করে। ভারতবর্ষে ভ্রমণশীল জাতিও আছে। ইহারা যত্র তত্র ভ্রমণ করে। কাহারও কাহারও মতে এই সকল জাতি উত্তর-ভারতে বাস করে।

স্থানেই আমরা এই কথাটী দেখিতে পাই, তথায়ই আমাদের মনে কবিত্বের রাজ্য ও পৌরাণিক ভূগোলের কথা ("domain of poetic and mythological geography") উদ্রেক করে। সেণ্ট মার্টিনের মতে "মেরুপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতের পাদদেশে উত্তর কুরুর দেশ স্থাপিত—এস্থান মনুষ্যের অগম্য। এই স্থানে ঋষিগণ ও দেবতাগণ বাস করেন এবং এই স্থানে নশ্বর মানবের প্রবেশের অধিকার নাই। আলেকজান্দারের অভিযানের পরে, গ্রীক ও ভারতবর্ষের কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ট সম্পর্ক হওয়ায় গ্রীকগণ ভারতীয় কিংবদন্তীগুলি অবগত হন। মেগস্থেনিস এই প্রকার অনেকগুলি বর্ণনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই সকল বর্ণনা গ্রীস দেশে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়।"

মনস্বী লাসেন বলিয়াছেন যে, "উত্তর কুরু সেরিকা প্রদেশের অংশ বিশেষ। পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রথমতঃ ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত এই স্থান হইতে পৌছে।" পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভ্যরতের সভ্যতা" গ্রন্থে উত্তর কুরুকে কাশ্মীর বলিয়া গিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, "কেচ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মদ্রা ইতি"—ইহা হইতে বোধ হয় যে উত্তর-কুরু হিমালয়ের সন্নিহিত কোন জনপদ। রামায়ণের বর্ণনা পাঠেও এইরূপ মনে হয়। "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে" "উত্তরাণাং কুরূনান্ত পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তু দুস্তরঃ। সমুদ্র সোর্ম্মি-মালোক্য নাগ-সুরা নিষেচিতাম্।" অর্থাৎ, উত্তর-কুরুর পার্শ্বে সুদুস্তর মহাসমুদ্র বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং রামায়ণের বর্ণনার সহিত হরিবংশের এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বর্ণনায় সামঞ্জস্য নাই। এদিকে মহাভারতে সুমেরু ও নীলপর্ব্বতের মধ্যস্থলে এবং বিষ্ণুপুরাণে মন্দর ও নীল পর্ব্বতের মধ্যে উত্তর-কুরু দেশ অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। এতদুক্তির সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি শাস্ত্র গ্রন্থে, তেমনই পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও উত্তর

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের জন্তু পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহাদের কুকুরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐসকল কুকুর অন্যান্য দেশের কুকুরাপেক্ষা বৃহৎ। তাহাদের দেশীয় বৃক্ষাদিও এত উচ্চ যে নিক্ষিপ্ত তীর তাহাদের শীর্ষদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। ভূমি উর্ব্বরা, জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, প্রচুর পরিমাণ সুস্বাদু পানীয় জল পাওয়া যায়। ডুমুর বৃক্ষগুলি এত বৃহৎ যে, একটী বৃক্ষের ছায়ায় একদল অশ্বারোহী আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। নলগুলি এত বৃহদাকারের যে দুইটী গিরার মধ্যস্থিত ফাঁপে নৌকা হইতে পারে। এই নৌকায় তিনজন মনুষ্য বসিতে পারে। অনেক ভারতবাসী যে ৫ হাতের উচ্চ, তাহারা যে থুথু ফেলে না, তাহারা যে মস্তিষ্কের পীড়ায় অথবা চক্ষু বা দন্ত রোগে আক্রান্ত হয় না এবং তাহাদের স্বাস্থ্য যে ভাল ইহা সকলেই অবগত আছেন। জিমনোসোফিসটস নামক তাহাদের দার্শনিকগণ সূর্য্যেরদিকে একদৃষ্টে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকে এবং উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর প্রথমে এক পা ও পরে অন্য পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে (২১)। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে কাথারক্লুডি জাতির পর্ব্বত মধ্যে 'সাতির' নামক অত্যন্ত দ্রুতগামী জন্তু পাওয়া যায়। এই সকল জন্তু কখন কখন সাধারণভাবে, কখনও সোজাভাবে

কুরুর অবস্থান সম্বন্ধে মত পার্থক্য দেখিতে পাই।" তিলক তাঁহার "আর্কটিক হোম" গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, হিমাৎপর্ব্বতের পর পারে, উত্তর দেশে যে সকল লোক বাস করে, তাহারা উত্তর-মদ্র ও উত্তর-কুরু দেশবাসী বলিয়া অভিহিত হয়।" শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন "আমাদের বিশ্বাস হিমালয়ের অংশ বিশেষ পুরাকালে এক সময়ে উত্তর-কুরু নামে পরিচিত হইয়াছিল।"

(২১) অবশ্যই আলেকজান্দার ও তাঁহার সেনাপতিগণ তক্ষশীলায় ভারতীয় দার্শনিকগণকে দেখিয়াছিলেন।

ভ্রমণ করে, এবং দেখিতে ইহারা মনুষ্যাকার। ইহারা এত দ্রুতগামী যে বৃদ্ধ বা পীড়িত না হইলে ইহাদের ধৃত করা যায় না। তারাণ, কোরামাণ্ডি নামক একজাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহারা জঙ্গলে বাস করে এবং রীতিমত কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না। ইহারা কর্কশ-ভাষী ; ইহাদের শরীর লোমশ, চক্ষুগুলি নীলাভ এবং দন্ত কুকুরের ন্যায়। ইউডোক্সাস বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে মনুষ্যগুলির পায়ের তলা ১ হস্ত দীর্ঘ, কিন্তু স্ত্রীলোকের পদ এত ছোট যে তাহাদের 'ষ্ট্রুথোপডিস' বলে। ইসিগোনাস (২২) লিখিয়াছিলেন যে, চির্নি নামক ভারতীয় জাতির ১৪০ বৎসর পরমায়ু। অনিসিক্রিটস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতের যে সকল স্থানে ছায়া নাই, তথায় মনুষ্যগণ ৫ হাত ও ২ তালু লম্বা ও ১৩০ বৎসর জীবিত থাকে। ইহারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। যৌবন কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্রাটেসবাসী পার্গেমাস বলেন যে, ভারতীয়-গণের পরমায়ু একশত বৎসরেরও অধিক। কালিঙ্গী জাতীয় স্ত্রীলোকগণ পাঁচ বৎসর বয়সে সন্তানবতী হয় এবং আঠার বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে না। অন্যত্র, মনুষ্যের লেজ আছে এবং ইহারা অত্যন্ত দ্রুত চলিতে পারে। অন্যান্য জাতির এত দীর্ঘ কর্ণ যে, এই কর্ণে তাহাদের সকল শরীর আচ্ছাদিত হয় (২৩)। আরাবিস নদীতীরস্থ ওরিটী জাতি মৎস্য ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করে না। ক্লিটার্কাস বলিয়াছেন যে, এই সকল মৎস্য তাহারা নখ দ্বারা ছিন্ন করিয়া সূর্য্য-তাপে শুষ্ক করিয়া রুটী প্রস্তুত করে।

---

(২২) নিকাইয়া অধিবাসী 'আপিস্তা' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার।

(২৩) ষ্ট্রাবোর বৃত্তান্তে এই সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতীয় জন্তু

ভারতবর্ষে, হস্তিপক তাহার নিজ হস্তী সহ যূথভ্রষ্ট কোন হস্তীর নিকট যাইয়া তাহাকে আঘাত করিতে থাকে। আঘাতে যখন বন্য হস্তী কাতর হইয়া পড়ে, তখন হস্তিপক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে। হস্তীরা গ্রীষ্ম-কালে ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতীয়দিগের পর্ণকুটীর ধ্বংশ করে। ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের হস্তী ও সর্প পাওয়া যায়। হস্তী ও সর্পে অনবরত বিবাদ চলে। সর্পগুলি এত বৃহৎ যে, তাহারা অনায়াসে হস্তীকে জড়াইয়া ফেলিতে পারে। এই যুদ্ধে উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কেননা হস্তী পরাজিত হইয়া যখন পড়িয়া যায় তখন সর্পও তাহার ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবর্ষে দ্রুতগামী ব্যাঘ্রও পাওয়া যায়। ভারতীয় ষণ্ডগুলির ক্ষুর দ্বিখণ্ডিত নহে এবং উহাদের মাত্র এক একটী শৃঙ্গ। আসিস নামক অন্য একটী জন্তুও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে বানর ও ইউনিকর্ণ পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত জন্তুর মস্তক হরিণের ন্যায়; ইহাদের হস্তীর ন্যায় পা, শূকরের ন্যায় লেজ ও অন্যান্য অবয়ব অশ্বের ন্যায়। মস্তকে মাত্র একটী শৃঙ্গ; ইহা দুই হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই জন্তুকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করা যায় না। ভারতবর্ষে সজারুও পাওয়া যায়। ইহাদের শীত ঋতুতে দেখা যায় না। নিসা পর্ব্বতের টিকটিকিগুলি ২৪ ফিট দীর্ঘ এবং বিভিন্ন বর্ণের।

ভারতীয় সমুদ্রে নানা প্রকার জল জন্তু পাওয়া যায়। ৪ জুগেরা (২৪) দীর্ঘ বেলিনি ও ২০০ হাত লম্বা প্রিসটিস উল্লেখ যোগ্য। ৪ হাত

---

(২৪) জুগেরা—২৪০ ফীট দীর্ঘ ও ১২০ ফীট প্রস্থ।

দীর্ঘ কর্কট এবং ৩০০ ফিট দীর্ঘ বাণ মৎস্য গঙ্গায় পাওয়া যায়। অয়নান্তের সময় এই সকল প্রচুর পরিমাণে সমুদ্রে পাওয়া যায়। কেননা, এই সময়ে ঘূর্ণি বায়ু প্রবাহিত হয়, বৃষ্টি পড়ে, ঝটিকা আরম্ভ হয় এবং সমুদ্রে এরূপ তরঙ্গ হইতে থাকে যে, সমুদ্র-গর্ভে লুক্কায়িত জন্তুগুলি বাহির হইয়া পড়ে। অন্য সময়ে এত অধিক টানিক দেখা যায় যে আলেকজান্দারের রণতরী সমূহকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘ বর্ষা দ্বারা আঘাত করিয়া ইহাদের দূরীভূত করা হইয়াছিল (২৫)। অন্য কোন প্রকারেই তাহারা ভীত হইয়া পথ পরিত্যাগ করে নাই। আলেকজান্দারের নৌ-সেনানীগণ বলেন যে, আরাবিস নদী-তীরবর্ত্তী গেদ্রোসিয়ানগণ মৎস্যের চোয়াল দ্বারা দরজা নির্ম্মাণ করে। ভারতীয় সমুদ্রে এরূপ কচ্ছপ পাওয়া যায় যে, তাহাদের চড়ায় গৃহ নির্ম্মাণ হয়। গঙ্গায় প্লাটা-নিষ্টা বলিয়া ১৬ হাত লম্বা এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। অন্য এক প্রকার কীট গঙ্গায় পাওয়া যায় যাহা ৬০ হাত লম্বা ; ইহা দেখিতে নীলবর্ণ এবং এরূপ বলশালী যে, তাহাদের পক্ষ দ্বারা জলপানোদ্যত হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া তাহাদের জলে টানিয়া লয়।

ভারতবর্ষে বর্ণনাতীত সুন্দর সুন্দর পক্ষী পাওয়া যায়। অনেক পক্ষী আছে যাহারা মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে। ইহারা ইহাদের প্রভুকে অভিবাদন করে এবং শিক্ষা না করিলে ইহাদের মস্তকে লৌহ-দণ্ড দ্বারা আঘাত করা হয়।

ভারতীয় অশ্বতর এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট। ভারতবর্ষে সুবর্ণ-প্রসূ পিপীলিকা পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ মার্জ্জারের ন্যায় এবং ইহারা আকারে ভল্লুকের ন্যায়। ইহারা শীতকালে যে সুবর্ণ সংগ্রহ করে, ভারতীয়গণ গ্রীষ্মকালে

---

(২৫) আরিয়ান ও ষ্ট্রাবো, উভয়েই এই বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহা অপহরণ করে, কেননা গ্রীষ্মকালে উত্তাপের জন্য পিপীলিকাগুলি মৃত্তিকাগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু পিপীলিকাগুলি তস্করের গন্ধ পাইয়া গহ্বর হইতে বহির্গত হয় এবং যদিও তস্করেরা দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতে থাকে, তত্রাপি পিপীলিকাগণ অনেক সময় তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করে—ইহারা এত দ্রুতগামী ও হিংস্র।

ভারতবর্ষীয় কুম্ভীরগুলিও বৃহদাকারের। লবণাক্ত করিয়া তাহাদিগকে আমাদের দেশে আনয়ন করা হয়। ভারতীয় অরণ্যে প্রচুর বন্য ষণ্ড পাওয়া যায়।

ভারতীয় বৃক্ষাদি

ভারতীয় বৃক্ষগুলিও অত্যন্ত বৃহদাকারের এবং তাহাদের দেশে পশম উৎপাদক এক প্রকার বৃক্ষ আছে। ইবণিবৃক্ষ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না কিন্তু হেরোডটাস বলেন যে ইহা ইথিওপিয়ায় পাওয়া যায়। ইবনি দুই প্রকারের, এক প্রকার নিকৃষ্ট, ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়;—অন্য প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল; সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ভারতীয় ডুমুর বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডুমুর জন্মে। ডুমুরের ডালগুলি বড় হইয়া পুনরায় নত হইয়া ভূমি স্পর্শ করে এবং উহাতে শিকড় হয়। এইরূপ বৃক্ষতলে পশুচারকগণ গ্রীষ্মাতিপাত করে। প্রায় ২ ষ্টাডিয়া স্থান যুড়িয়া ইহার ছায়া হয়। ডুমুরগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এই গুলি আকিসাইন নদীতীরেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়; এতদ্ব্যতীত ইহাপেক্ষা বৃহৎ আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে; এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়াই ঋষিরা জীবন ধারণ করেন। এই শেষোক্ত বৃক্ষের

পাতা ৩ হাত লম্বা এবং দুই হাত প্রস্থ এবং দেখিতে পক্ষীদের পাখার ন্যায়। বৃক্ষে যে ফল হয় তাহা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং এরূপ বৃহৎ যে একটী ফলে ৪ জনের ভূরি ভোজন হইতে পারে। বৃক্ষকে পালবৃক্ষ এবং ইহার ফলকে আরিয়েনা বলে। এই ফল সিদ্রাকি দেশেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য একটী বৃক্ষ আছে, যাহার ফল ইহাপেক্ষাও সুস্বাদু কিন্তু তাহা খাইলে পেটের পীড়া হয় (২৬)। এই ফল স্পর্শ করিতেও আলেকজান্দার নিষেধ করিয়াছিলেন। মাসি-দোনিয়ানগণ অনেক প্রকার বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশেরই নামোল্লেখ করেন নাই। ভারতীয় ওলিভ গাছে ফল ধরে না। তথায় সর্ব্বত্রই মরিচের গাছ জন্মে। লঙ্কা মরিচ আলেকজান্দ্রিয়ার সরিষার সহিত মিশ্রিত করা হয়। মরিচ ও আদা প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষে জন্মে, এবং আমরা ঐ সকল দ্রব্য আমাদের দেশে সুবর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় খরিদ করি। ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার শস্য পাওয়া যায়, যাহা দেখিতে মরিচের ন্যায় কিন্তু মরিচ অপেক্ষা ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং বৃহৎ। ঐদেশে কাটা গাছে মরিচের ন্যায় অন্য একটী শস্য জন্মে যাহার স্বাদ অত্যন্ত ঝাল। এই গাছের শিকড় ও চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া ভারতবাসীরা এই ঔষধ আমাদের দেশে প্রেরণ করে। আমরা মাকিরও ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা এক প্রকার বৃক্ষের ত্বক। এই ত্বকের কাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে আমাশয়ের ঔষধ হয়। আরব দেশেও চিনি হয়, কিন্তু ভারতীয় চিনিই অধিক পছন্দ করা হয়। ইহা এক প্রকার মধু; নলের মধ্যে পাওয়া যায় এবং দাঁত দিয়া ভাঙ্গিতে পারা যায়। ইহা কেবল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে এক প্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়, উহা দ্বারা তাহারা লজ্জা নিবারণ করিতে পারে। এক প্রকার শিকড় ও পাতাকেও ভারতবাসীরা

সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। শিকড় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে গন্ধ পাওয়া যায়। পাটলদ্বীপে দুই প্রকার শিকড় পাওয়া যায়, একটী কৃষ্ণবর্ণ অন্যটী শ্বেত বর্ণের। ইহা পাউণ্ড প্রতি পাঁচ দিনারি মূল্যে বিক্রীত হয়।

যে সকল গুল্ম হইতে প্রলেপ প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে নাদিসকে সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ইহা কটু এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র ঘন সন্নিবিষ্ট। গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে যে দার্দ জন্মে উহা অকিঞ্চিৎকর। এক পাউণ্ড স্পাইকনার্ডের মূল্য ১০০ শত দিনারী। ভারতবর্ষে আঙ্গুরও ব্যবহৃত হয় ও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতবাসীরা তালের রসকে মদ্যে পরিণত করে; বাদাম, তিল, ও চাউল হইতে ভারতবাসীরা তৈল নির্য্যাস করে; ইকথিওফাগিরা মৎস্য হইতে তৈল বাহির করে। ভারতবর্ষ হইতে তিল আমদানী হয়। এই শস্য দেখিতে সাদা। ভারতবর্ষে যে যব পাওয়া যায় তদ্বারা রুটী ও পায়স প্রস্তুত হয়। ভারতবাসীরা ভাতকেই অধিক পছন্দ করে। ধান্যের গাছ এক হাত লম্বা; ইহার পুষ্প বেগুণে রংয়ের ও শিকড়গুলি মুক্তার ন্যায়। ভারতবাসীরা এক প্রকার ফল হইতে সূত্র প্রস্তুত করে। ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লিসিয়ান (Lyciun) পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত তিক্ত।

ভারতীয় খনিজ পদার্থ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি

ভারতবর্ষে লবণের পর্ব্বতও আছে। সুবর্ণ ও মুক্তা হইতে যে লাভ না হয়, যে সকল রাজার এই সকল লবণের পর্ব্বত আছে, তাঁহারা অধিক লাভ করেন।

আমাদের দেশে মুক্তার যেরূপ আদর করা হয়, ভারতবর্ষে প্রবালের সেইরূপ আদর করা হয়। তাঁহাদের দেশীয় গণকগণ প্রবালের কবচ সকল বিপদ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করিতে পারে, এইরূপ মনে করে। সেই জন্য ইহা গহনা নির্ম্মাণেও ব্যবহৃত হয়। অল্পদিন হইতে ভারতবর্ষ হইতে নীল আমদানী হইতেছে। ইহার দর পাউণ্ড প্রতি সতেরো দিনারি।

ভারতবর্ষ হইতে নীলও আমদানী হয়। ইহা কয়েক প্রকার নলের গাত্রে জমিয়া থাকে। ইহা এক প্রকার আটাল পদার্থ। ইহা দেখিতে কাল রংয়ের কিন্তু জলের সহিত মিশ্রিত করিলে, ইহা গাঢ় নীল রং বিশিষ্ট হয়। কেহ ২ অমিশ্রিত নীলের সহিত পারাবতের বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেয়। নীলের দর পাউণ্ড পতি ২০ সেসটারসিস। ঔষধার্থ ব্যবহার করিলে ইহা জ্বর, কম্পন ও ক্ষতের উপকার করে।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই আমাদের দেশে কাচের আমদানি হয় এবং ভারতীয় কাচই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করা হয়। ভারতবর্ষে তৈলস্ফটিক পাওয়া যায় এবং ধূণা অপেক্ষা ইহাকে অধিক আদর করা হয়। টীসিয়াস বলেন যে, ভারতবর্ষে হাইপারবোরাস নামে একটী নদী আছে। হাইপার-বোরাস অর্থে "উত্তম দ্রব্য বহনকারী"। ইহা উত্তর হইতে প্রবাহিতা হইয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে পড়ে। এই সমুদ্রের নিকটস্থ পর্ব্বতে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহাতেই তৈলস্ফটিক জন্মে এবং এই সকল বৃক্ষকে আফিটাকোরী (aphytacorae) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে, ছয় প্রকার হীরক চিনিতে পারা গিয়াছে। ভারতীয় হীরক সুবর্ণে নিহিত থাকে না, কিন্তু, ইহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং ছয়টী কোণ বিশিষ্ট একপ্রকার দ্রব্যে নিহিত থাকে। ইহা আকারে বাদামের ন্যায়। আমরা, ভারতীয় ও আরব দেশের মুক্তাকে হীরকের পরবর্ত্তী স্থান প্রদান করি।

কেহ কেহ মনে করেন যে, পান্না ও মরকত একই দ্রব্য ; অন্ততঃ পক্ষে ইহারা একই জাতীয়। এই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে পাওয়া যায় ; অন্যান্য দেশে কদাচিত পাওয়া যায়। ভারতীয়গণ দীর্ঘাকারের পান্নাগুলির অত্যধিক আদর করে এবং কেবল এইগুলিকেই তাহারা সুবর্ণের সহিত পরিধান করে না। এবং, এই জন্য এইগুলির মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহারা হস্তির লোমে গ্রথিত করিয়া পরিধান করে। যে সকল পান্না উৎকৃষ্ট, তাহাদের ছিদ্র না করিয়া উভয়পার্শ্বে সুবর্ণের ক্ষুদ্র ২ বৃত্ত সহকারে ধারণ করাই উচিত। ভারতীয় অধিবাসিগণ স্ফটিককে রঞ্জন করিতে সমর্থ বলিয়া তাহারা নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তর অনুকরণ করিতে পারে। ওপাল (opal) গুলি কেবল মরকত অপেক্ষাই মূল্যে কম। ভারতবর্ষেই কেবল এই সকল মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায় এবং এবম্প্রকারেই-ভারতবর্ষ মূল্যবান প্রস্তর উৎপাদনকারী বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছে।

আকিসাইন এবং গঙ্গায়ও নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়।

৪। ইলিয়ান

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্লদিয়াস ইলিয়ানাস নামক গ্রন্থকার ইতালির অন্তর্গত প্রিনেষ্টি নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইলিয়ানাস ইতিহাস বিষয়ক একখানি ও জন্তু বিষয়ক আর একখানি, মোট দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি রোমে বাস করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। ইলিয়ানাস গ্রীকভাষা ও গ্রীসীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষায় এতদূর ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত ভাষায় গ্রীসীয়দিগের ন্যায় অনর্গল কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি জন্তু সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সেই খানিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক পুস্তক খানিতে তাঁহার গবেষণার অভাব না থাকিলেও উহার অধিক প্রচলন হয় নাই। রচনার সেরূপ পারিপাট্য ছিল না বলিয়াই বোধ হয় এই দশা ঘটিয়াছিল। ইলিয়ানাসের পুস্তকে ভারতবর্ষীয় অনেকগুলি পশু পক্ষীর উল্লেখ এবং সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ভারতীয় অনেক রীতি নীতিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতীয় স্বর্ণপ্রসূ পিপীলিকাগণ কদাপি নদী পার হয় না (১)।

কথিত হয় যে, দ্বিতীয় টলেমির (২) নিকট ভারতবর্ষ হইতে একটী শৃঙ্গ প্রেরিত হয়, এই শৃঙ্গে প্রায় ২৬ গ্যালন জল ধরিত। নিশ্চয়ই ইহা কোন বৃহদাকারের ষণ্ডের শৃঙ্গ।

---

(১) ষ্ট্রাবো স্বর্ণপ্রসূ পিপীলিকার বর্ণনা নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বিতীয় টলেমি বা টলেমি ফিলাডেলফসের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বিজ্ঞানানুরক্ত ছিলেন।

প্রকাশ এই যে, ভারতবর্ষে এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট অশ্ব ও গর্দ্দভ পাওয়া যায়। এই সকল জন্তুর শৃঙ্গ হইতে পানপাত্র প্রস্তুত হয়, এবং এই সকল পান পাত্রস্থ দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিলেও, পানকারীর কোন অপকার হয় না; কেননা এই সকল শৃঙ্গ বিষঘ্ন গুণ বিশিষ্ট।

এক ভারতীয় হস্তিপক একটী ক্ষুদ্র শ্বেতহস্তী পাইয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া লালন পালন করে। হস্তিপক হস্তীর প্রতি এবং হস্তীও স্বীয় প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হয়। এই সময় ভারতবর্ষের রাজা, ঐ শ্বেত-হস্তীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, হস্তী-লাভে ইচ্ছুক হন। কিন্তু হস্তিপক এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমি অভিমুখে যাত্রা করে। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তিপককে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সকল সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হস্তিপককে আক্রমণ করিলে, হস্তিপকও উহাদিগকে আঘাত করিতে থাকে। হস্তীও তাহার প্রভুর সহায়তা করিতে লাগিল, কিন্তু হস্তিপক আহত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে পতিত হয়। হস্তীটি তখন, "নিমকের চাকরের ন্যায়" তাহার প্রভুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে রক্ষণ করিতে করিতে সৈন্যগণকে আঘাত করিতে থাকে। অবশেষে সৈন্যগণ পলায়ন করে। পরে, হস্তী আহত প্রভুকে নিজ পৃষ্ঠে বহন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং হস্তিপককে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় শুশ্রূষা করে।

ভারতীয় সারমেয়গুলিকেও বন্যজন্তু বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। বীর্য্যে ও সাহসে ইহাদের সমতুল্য জন্তু পাওয়া যায় না এবং পৃথিবীর কুত্রাপিও এরূপ বৃহৎ সারমেয় দৃষ্ট হয় না। ইহারা অপর সকল জন্তুকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে। কেবল সিংহের সহিতই ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে দেখা যায়। যদিও ভারতীয় কুকুর সিংহের নিকট পরাজিত হয়, তত্রাপি

সিংহও ইহার আক্রমণে মধ্যে মধ্যে পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বস্তুতঃ কুকুর একবার সিংহকে ধরিতে পারিলে, কিছুতেই ইহাকে পরিত্যাগ করে না। এরূপ সময়ে কেহ ছুরিকা দ্বারা কুকুরের পদ ছিন্ন করিয়া দিলেও, সে সিংহকে পরিত্যাগ করে না (৩)।

ভারতবাসীরা সহজে পূর্ণবয়স্ক হস্তী ধৃত করিতে পারে না; তাহাদের এবিষয়ে চেষ্টাও নাই; বিশেষতঃ পূর্ণবয়স্ক হস্তী ধরিবার আদেশও নাই। শিকারীগণ নদীতীরস্থ জলা-ভূমিতে যাইয়া অল্পবয়স্ক হস্তী ধৃত করে। হস্তীরা আর্দ্র ও নরম স্থানে থাকিতে ভালবাসে এবং জল মধ্যে থাকিতে তাহাদের স্পৃহা দেখা যায়। অল্প বয়সে তাহারা ভারতবাসী দ্বারা ধৃত হইয়া পোষ মানে এবং তাহারা যে খাদ্য-গ্রহণে অভিলাষী হয়, তাহাই তাহাদের প্রদত্ত হয়। হস্তীরা তদ্দেশবাসীদিগের কথা বুঝিতে পারে। অধিবাসিগণ হস্তিগণকে সন্তানাদির ন্যায় লালন পালন করে এবং অধিক দিন ধরিয়া শিক্ষা দেয়।

[তৎপরে, গ্রন্থকার গ্রিফিন নামক কল্পিত জন্তুর, ভারতীয় মেষ, বিষাক্ত সর্প ও কীট, বন্য গর্দ্দভ ও ময়ূরের বর্ণনা করিয়াছেন। শেষোক্ত পক্ষীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার ভারতবর্ষে অবস্থান কালীন এই পক্ষী দেখিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, ময়ূর হত্যা-কারীকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইবে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।]

ভারতীয়গণ যখন হস্তী দ্বারা কোন বৃক্ষ উৎপাটিত করে, তখন হস্তিগণ বৃক্ষকে ধাক্কা দেয়; বৃক্ষটীকে তাহারা উৎপাটিত করিতে সক্ষম হইবে কি না, তাহারা ইহাতেই বুঝিতে পারে।

ভারতবর্ষে সর্পে ও হস্তীতে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। ভারতীয়

---

(৩) এই বিবরণ ষ্ট্রাবোও উল্লেখ করিয়াছেন।

হস্তিগণ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ভক্ষণ করে। সর্পগণ ইহা অবগত থাকাতে তাহারা ঘন সন্নিবিষ্ট পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে এবং হস্তী বৃক্ষ-শাখা ভগ্ন করিতে উদ্যত হইলে ছোঁ মারিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটিত করে। পরে, গলদেশ বেষ্টন করিয়া পুচ্ছ দ্বারা হস্তীকে আঘাত করে।

যখন ভারতীয় রাজা পোরস, আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তখন পোরসের হস্তীটি যত্নসহকারে পোরসের গাত্রবিদ্ধ তীরগুলি উৎপাটিত করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে অতিরিক্ত রক্ত-স্রাবে পোরস অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতেছেন, তখন ক্ষান্ত হইল। পরে, ধীরে ধীরে তাঁহাকে নিজপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে রাখিয়া প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

ভারতীয় সমুদ্রে একপ্রকার বাণ মৎস্য পাওয়া যায়; ইহারা গভীর জলে থাকে এবং মৃতাবস্থায় জলের উপর ভাসিতে থাকে। এই মৎস্য কোন মনুষ্যকে স্পর্শ করিলে মনুষ্য সংজ্ঞাশূন্য হয় এবং পরে প্রাণ ত্যাগ করে।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সকল উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টে ভারতবর্ষের উর্ব্বরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশে যথেষ্ট সর্প পাওয়া যায় এবং ইহারা অত্যন্ত বিষধর। কিন্তু এই দেশে আবার যথেষ্ট বিষঘ্ন ভেষজও পাওয়া যায়। অধিবাসীরা এই সকল বিষয় এমন সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছে যে, কোন্ সর্পের দংশনে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতে হয় না। ভারতবাসীরা বলে যে, কোন সর্প কাহাকেও দংশন করিয়া পুনরায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না; ঐ সর্পের স্ত্রী পুত্রও ইহার সঙ্গ ত্যাগ করে।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত গঙ্গা নদীর যে স্থান পর্য্যন্ত অন্য কোন উপনদীর

সহিত সংযোগ হয় :নাই, সে স্থান পর্য্যন্ত ঐ নদীর গভীরতা প্রায় ৮০ হাত এবং প্রস্থ ৮০ ষ্টাডিয়া। কিন্তু গঙ্গা যে স্থান হইতে অন্যান্য নদ নদীর সহিত মিলিতা হইয়াছে, সে স্থানে ইহার গভীরতা প্রায় ২৪০ হাত এবং প্রস্থে ইহা ৪০০ শত ষ্টাডিয়া। ইহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ আছে। ইহার মধ্যস্থ মৎস্যগুলি বৃহদাকারের এবং ঐ মৎস্যের তৈল হইতে এক প্রকার প্রলেপ প্রস্তুত হয়। গঙ্গায় কচ্ছপও পাওয়া যায়। এই কচ্ছপগুলি এত বৃহৎ যে ইহাদের চাড়াগুলিতে ১৮০ গ্যালন জলীয় পদার্থ ধরিতে পারে। গঙ্গায় দুই প্রকার কুম্ভীর পাওয়া যায়। একজাতীয় কুম্ভীর কাহারও অনিষ্ট করে না; কিন্তু অন্য জাতীয়গুলি হিংস্র প্রকৃতির। ভারতবর্ষে জল্লাদের আবশ্যক হয় না; কেননা গুরুতর অপরাধে অপরাধীগুলিকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কুম্ভীরের নিকট নিক্ষেপ করা হয়।

ভারতবর্ষে পূর্ণবয়স্ক হস্তী ধৃত হইলে, তাহাকে বশীভূত করা দুষ্কর; কেননা তাহারা স্বাধীনতা-প্রয়াসী হইয়া অনেক সময় রক্তপাত করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহারা আরও ক্রুদ্ধ হয় এবং আদৌ প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে না। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা ইহাকে খাদ্যাদি দ্বারা প্রলোভিত করে এবং হস্তীর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী উহাকে নানা প্রকার খাদ্য প্রদান করে। তত্রাপি ইহারা পোষ মানে না। অবশেষে অধিবাসীরা বাদ্যধ্বনি করিতে থাকে (৪)। হস্তী ইহাতে প্রীত হইয়া শান্ত হয়। পরে মধ্যে মধ্যে ক্রুদ্ধ হইলেও ইহার আহার গ্রহণে স্পৃহা হয়। তখন ইহাকে বন্ধন মুক্ত করা হয় কিন্তু হস্তী বন্ধন-মুক্ত হইলেও স্থান পরিত্যাগ করে না; সে গীতবাদ্যধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং রীতিমত আহারাদি গ্রহণ করে।

---

(৪) ষ্ট্রাবোর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভারতবাসীরা হস্তীকে আপন আপন বন্ধুর ন্যায় শুশ্রূষা করে। ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা হস্তীর ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া পরে ঐ স্থান মাখন সহযোগে মর্দ্দন করে। ক্ষত গভীর হইলে ক্ষতস্থানে শূকর মাংস প্রয়োগ করে। গোদুগ্ধ দ্বারা উহারা হস্তীর চক্ষুর ব্যাধি আরাম করে। হস্তিগণ এই সকল চিকিৎসায় সুখী হয়।

হস্তীরা পুষ্প-ভক্ত, এবং সুগন্ধি পুষ্প অত্যন্ত পছন্দ করে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে মধ্যে পুষ্পোদ্যানে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহারা নিজ নিজ স্পৃহানুযায়ী পুষ্পচয়ন করিলে উহা সাজীর মধ্যে রক্ষিত হয়। পরে হস্তী স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যদি নিজ সংগৃহীত পুষ্প না পায়, তবে গর্জ্জন করিতে থাকে। এমন কি, ঐ পুষ্প না পাইলে সে নিজ আহারও গ্রহণ করে না। পুষ্প প্রদত্ত হইলে পুষ্পগুলি নিজ শুণ্ড দ্বারা আহারপাত্রের চতুর্দ্দিকে রাখিয়া দেয়; নিজ শয্যার উপরেও কতকগুলি বিকীর্ণ করে।

ভারতীয় রাজপ্রাসাদে যে স্থানে সম্রাট বাস করেন, তথায় এমন সকল অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য আছে যে, ঐ সকল দ্রব্য দর্শনে সুসা (৫) বা একবাটানা-বাসীদিগেরও হিংসা হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে। পুষ্পোদ্যানে গৃহ-পালিত ময়ূর ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর পক্ষী রক্ষিত হয়। অনেকগুলি বৃক্ষও যত্ন সহকারে রক্ষিত হয় এবং কোন কোন বৃক্ষ রাজ-ভৃত্যেরা যত্নের সহিত প্রতিপালন করে। এই সকল বৃক্ষে সকল সময়েই পুষ্প প্রস্ফুটিত থাকে। এই সকল বৃক্ষের কতকগুলি ঐ দেশেই জন্মিয়া থাকে, কতক বা ভিন্ন দেশ হইতে আনীত হয়। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে তোতা পক্ষী পাওয়া যায় এবং ইহারা রাজার চতুষ্পার্শ্বে উড্ডীয়মান থাকে।

---

(৫) সুসা—প্রাচীন পারস্যরাজগণের অন্যতম রাজধানী।

এই পক্ষী ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও, অধিবাসীরা ইহার মাংস ভোজন করে না। এই পক্ষীকে উহারা পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা ইহাদের অধিক শ্রদ্ধা করেন। কেবল তোতা পক্ষীই মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে এবং সেই জন্যই ইহাদের এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। প্রাসাদ সংশ্লিষ্ট উদ্যানের পুষ্করিণীতে বৃহৎ মৎস্য আছে। কিন্তু ইহারা পালিত। কেবল রাজপুত্রগণই বাল্যকালে এই সকল মৎস্য ধরিতে পারেন। রাজপুত্রগণ এইস্থানেই আমোদ প্রমোদ করেন এবং নৌকা চালনা শিক্ষা করেন (৬)। বিচারার্থ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেই প্রথমেই একটী শিক্ষিত হস্তী রাজাকে অভিবাদন করে ; হস্তী কোন সময়েই উহা বিস্মৃত হয় না বা অভিবাদন করিতে অস্বীকার করে না। হস্তিপক হস্তীর নিকটেই দণ্ডায়মান থাকে এবং অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে উহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেয়। হস্তী হস্তিপকের কথাও বুঝিতে পারে, ইহাও আশ্চর্য্য ক্ষমতা। রাজার রক্ষার জন্য অনবরত ২৪টী হস্তী থাকে এবং যেরূপ প্রহরী পরিবর্ত্তন করা হয়, ইহাদেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন যাহাতে তাহারা নিদ্রালু না হয়, তাহাও হস্তীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। হস্তিগণ অত্যন্ত সতর্ক প্রহরী।

ভারতবাসিগণ হস্তী ও অশ্বকে যুদ্ধের সাহায্যকারী বলিয়া অত্যন্ত আদর করে। ইহারা রাজকার্য্যে শুষ্ক তৃণ এবং কাঁচা ঘাস বহন করিয়া নিজ নিজ পশু-শালায় আনয়ন করে। যদি উহারা কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করে, তবে উহাদের রক্ষকদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দেওয়া হয়। রাজা

---

(৬) চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা "অভয়ারণ্য" স্থিত হ্রদে নৌকা চালনা করিবেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুকেও ঘৃণা করেন না এবং এই সকল জন্তুকে উপহার স্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারতবাসীরা বন্য বা পালিত, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন জন্তুকেই ঘৃণা করেন না। অভিজাতগণও রাজাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু, পক্ষী, (হংস, কুক্কুট, রাজহংস, কবুতর, তিতির) উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। অনেক সময় ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারের পক্ষীও উপহার দেওয়া হয়। ভারত-বর্ষের অধিবাসিগণ রাজাকে মৎস্যও উপহার প্রদান করেন।

ভারতবর্ষে এবং বিশেষতঃ প্রাসিয়ান (৭) দিগের দেশে গলিত মধু পত্র ও পুষ্পের উপর পতিত হয়। এই মধুতেই গবাদিজন্তুর পুষ্টিকর খাদ্য হয় এবং উহারা ইহাই খাইতে অত্যন্ত পছন্দ করে। এই জন্যই গোপালক-গণ যথায় এই মধু থাকে, তথায়ই ইহাদের চারণ করে। এই জন্যই ইহাদের দুগ্ধ অতি সুস্বাদু এবং গ্রীসে যেরূপ দুগ্ধের সহিত মধু মিশ্রিত করিতে হয়, এখানে সেরূপ প্রয়োজন হয় না।

যখন ইউক্রেটাইডিস (৮) বাকট্রিয়া প্রদেশ শাসন করিতেন, তখন পেরিমুডা নগরে (৯) রাজ বংশ জাত সোরাস নামক এক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই নগরের মৎস্যজীবিগণ জাল লইয়া, এক বৃহৎ উপ-সাগরে শুক্তি সংগ্রহ করিত। এই শুক্তি শঙ্খের উপরে জন্মে। শুক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া জলমধ্যে ভ্রমণ করে এবং ইহাদেরও নেতা আছে। নেতা অন্যান্য শুক্তি অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার বর্ণও সকলের অপেক্ষা সুন্দর।

---

(৭) উত্তরবঙ্গ ও বিহারের অধিবাসীবর্গকে গ্রীসীয়ানগণ এই নামে আখ্যাত করিতেন।

(৮) ইউক্রেটাইডিস—গ্রীকো-বাকট্রিয়ান রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরা-ক্রান্ত রাজা। ষ্ট্রাবোর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৯) করমণ্ডল উপকূলস্থ কোন স্থান। সঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

সেই জন্য ডুবুরিগণ ইহাকে ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করে; কেননা নেতা ধরা পড়িলেই দল নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই উহাদের ধরা যায়। যতক্ষণ নেতা ধৃত না হয় ততক্ষণ দল শ্রেণীবদ্ধ থাকে, এবং তাহাদের ধৃত করা দুষ্কর। ধৃত হইলে ইহাদের পাত্রে করিয়া রাখা হয় এবং মাংস পচিয়া গলিয়া শুদ্ধ প্রস্তর টুকুই অবশিষ্ট থাকে। ভারতীয় শুক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ব্রিটন-জাত শুক্তি ভারতীয় শুক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়।

ভারতীয়গণ তাহাদের রাজার নিকট পালিত ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ এবং চতুঃশৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণ আনয়ন করে। ভারতবর্ষে দুই প্রকার ষণ্ড পাওয়া যায়—এক প্রকার অত্যন্ত দ্রুতগামী, অন্য প্রকার বন্য। ইহাদের লোম সম্পূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ কিন্তু পুচ্ছের লোম শুভ্র। উহারা রাজার নিকট মন্দপ্রভ হরিদ্বর্ণের পারাবতও আনয়ন করে। এই সকল পারাবত কিছুতেই পোষ মানে না। সারমেয় ও বানরও রাজার নিকট আনীত হইয়া থাকে।

মহারাজ বৎসরের একদিন মনুষ্য ও জন্তুগণের ক্রীড়ার জন্য নির্দ্ধারিত করেন। হস্তিগণও ক্রীড়ার্থ উপস্থিত হয়। এই হস্তী-ক্রীড়ায় অনেক সময় উভয় হস্তীই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষীয় নগরগুলি আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া ছিলেন, তখন তিনি অনেক নগরে অন্যান্য জন্তু ব্যতীত সর্পও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সকল সর্প পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত এবং গুহায় রাখিয়া ইহাদের ভক্তি সহকারে পূজা করা হইত। অধিবাসীরা যাহাতে এই সকল সর্পের প্রতি অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য আলেকজান্দারের নিকট প্রার্থনা করাতে আলেকজান্দার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। এক সময় আলেকজান্দারের সৈন্যদল ঐরূপ একটী সর্পের নিকট দিয়া যাইতেছিল; সেই সময় ঐ সর্প এরূপ জোরে নিশ্বাস প্রশ্বাস

ফেলিতে লাগিল যে, সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিল। কেবল ইহার মস্তক গর্ত্তের বহির্ভাগে দেখা গিয়াছিল—ঐ মস্তক ৭০ হাত দীর্ঘ ছিল। ইহার চক্ষুগুলি মাসিদন প্রদেশীয় ঢালের ন্যায় বৃহৎ ছিল।

ভারতীয় অধিবাসিগণ দ্রুতগামী যণ্ডকেও বিশেষ আদর করে এবং রাজা ও অভিজাতগণ যণ্ডের দ্রুতগামীত্ব লইয়া বাজী রাখেন। ইহাদিগকে রথে যোজিত করিয়া পরীক্ষা করা হয়। যণ্ড ও অশ্বের মধ্যে কাহারা অধিক দ্রুতগামী তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ভারতে তিন প্রকার তোতাপাখী পাওয়া যায়। শিক্ষা পাইলে এই তিনশ্রেণীস্থ তোতাপাখীই বালক বালিকার ন্যায় কথা বলিতে পারে। শিক্ষা না পাইলে ইহারা মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতে পারে না এবং সেই জন্য ইহারা বনে অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় কূজন করে। ভারতবর্ষে ময়ূর ও বন্য পারাবত পাওয়া যায়। শেষোক্ত পক্ষীগুলিকে অকস্মাৎ দেখিলে তোতা বলিয়া ভ্রম হয়। ভারতবর্ষে কুক্কুটও পাওয়া যায়; ইহাদের চূড়া বহু বর্ণ সুশোভিত। ইহাদের পুচ্ছ ময়ূরের ন্যায় বৃহৎ। ইহাদের পালক সুবর্ণ-বর্ণ।

ক্লিটার্কাস বলেন যে, ভারতবর্ষে এক জাতীয় ষোড়শ হস্ত দীর্ঘ সর্প পাওয়া যায়। অন্য এক প্রকার সর্প পাওয়া যায়; ইহারা আকারে ক্ষুদ্র এবং বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত। কোন কোনটীর মস্তক হইতে লেজ পর্য্যন্ত তাম্র বর্ণ শির, কোনটী রৌপ্য বর্ণের, কোনটী লোহিত এবং কোনটী বা সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। লেখক বলেন যে, ইহারা অত্যন্ত বিষাক্ত।

ক্লিটার্কাস বলেন যে, কাট্রিয়াস নামক ভারতীয় পক্ষী অত্যন্ত সুন্দর; ইহা আকারে ময়ূরের ন্যায় এবং ইহার পালকের অগ্রভাগগুলি মরকতের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার চক্ষুর রং সিন্দুরের ন্যায়—কেবল তারাগুলি আপেলের

ন্যায়। মস্তকের পালক নীলাভ, পদদ্বয় রক্তবর্ণ। ইহা সুমিষ্ট গান করে। অধিবাসিগণ দর্শকের নয়ন তৃপ্তির জন্য ইহাদের পশুশালায় রাখে। এতদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের পক্ষী আছে।

ক্লিটার্কাস বলেন যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন বর্ণের এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের বানর আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশীয় বানর এত বৃহৎ যে, ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার ইহাদের দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার যখন নিজ সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে ছিলেন, তখন অকস্মাৎ সম্মুখে আর একটী বাহিনী দেখিয়া তাহাকে শত্রু প্রেরিত সৈন্য বিবেচনা করিয়া নিজ বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন যে ঐ সৈন্যবাহিনী বানর সমষ্টি মাত্র। এই সকল বানরকে জাল দ্বারা ধৃত করা যায় না, বা কুক্কুরেও ইহাদিগকে ধৃত করিতে পারে না। ইহারা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়; একজনকে নৃত্য করিতে দেখিলে ইহারাও নৃত্য করে; কাহাকেও বংশীবাদন করিতে দেখিলে ইহারাও তাহার অনুকরণ করে। কাহাকেও জুতা পরিধান করিতে দেখিলে, ইহারাও সেই কার্য্য অনুকরণ করে এবং কাহাকেও চক্ষে রং লাগাইতে দেখিলে ইহারাও নিজ নিজ চক্ষে রং লাগাইবে। শিকারী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত থাকাতে ইহারা রংয়ের পরিবর্ত্তে চুণ রাখে, এবং সেই জন্য ইহাদের চক্ষু বদ্ধ হইয়া যায়। কোন কোন সময় শিকারীরা দর্পণের সহিত পাশ বন্ধন করে এবং দর্পণে নিজ প্রতি-বিম্ব পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই পাশ বদ্ধ হইয়া বানরগণ ধৃত হয়।

ভারতবর্ষে বৃহদাকরের সিংহও পাওয়া যায়। সিংহেরাই সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র। ইহাদের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের দেখিলেই প্রাণে গভীর আতঙ্ক সঞ্চার হয়। পূর্ণ বয়স্ক হইবার পূর্ব্বে ধরিলে ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করান যায় এবং সে ক্ষেত্রে ইহারা অত্যন্ত বশ্যতাপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে আরও এক প্রকার আশ্চর্য্য পক্ষী দৃষ্ট হয়। ইহা আকারে ষ্টার্লিং (১০) পক্ষীর ন্যায়, বিচিত্র বর্ণ এবং ইহাদিগকে মনুষ্যের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পক্ষী তোতা অপেক্ষাও বাকপটু এবং স্বভাবতই অধিকতর চতুর। মনুষ্যের নিকট আহার প্রাপ্ত হইয়া সুখানুভব করা দূরে থাকুক, ইহা স্বাধীনতার জন্য এত ব্যাকুল এবং সঙ্গীদিগের সহিত ইচ্ছানুরূপ কূজনে এত লালায়িত যে, অধীন থাকিয়া উত্তম আহারাদি ভোগ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া অনশনই শ্রেয়ঃ মনে করে। যে সকল মাসিদোনিয়ানগণ ভারতবর্ষস্থ বৌকেফলা ও নিকটবর্ত্তী স্থান এবং কুরোপেলিস ও ফিলিপ পুত্র আলেকজান্দার কর্ত্তৃক স্থাপিত নগরে বাস করে, তাহারা ইহাকে কার্কিয়ন (১১) বলে। আমার বোধ হয়, পানিকৌরীর ন্যায় পুচ্ছ সঞ্চালন করে বলিয়া এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমি আরও অবগত হইলাম যে ভারতবর্ষে কীল নামক পক্ষী আছে; এই পক্ষী আয়তনে বাষ্টার্ড (১২) অপেক্ষা ত্রিগুণ; ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ চঞ্চু বিশিষ্ট এবং ইহার পদদ্বয়ও দীর্ঘ। চর্ম্মের থলিয়ার ন্যায় ইহার একটী প্রকাণ্ড থলিয়া অছে। ইহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ। ইহার পালকগুলি পাংশুবর্ণ; কেবল মাত্র পক্ষের প্রান্তভাগে ঈষৎ পীত বর্ণ।

ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের হুপো আমাদের দেশের এই পক্ষীর দ্বিগুণ এবং উহারা দেখিতেও অধিকতর সুশ্রী। হোমর বলেন যে, যেমন অশ্বের বল্গায় এবং সজ্জায় কোন গ্রীকরাজার আহ্লাদ

(১০) সম্ভবতঃ ভরত পক্ষী।

(১১) কাকাতুয়া।

(১২) সম্ভবতঃ অষ্ট্রিচ জাতীয় পক্ষী বিশেষ।

হয়, ভারতবর্ষের রাজারও তেমনি পক্ষীতে আনন্দ হয়। রাজা ইহা হস্তে লইয়া ভ্রমণ করেন, ইহার সহিত ক্রীড়া করেন এবং আহ্লাদিত চিত্তে এই পক্ষীর উজ্জ্বলতা ও প্রকৃতি দত্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ক্লান্ত হন না। ব্রাহ্মণগণ এজন্য এই পক্ষীকে একটী গল্পের আখ্যান-বস্তু করিয়াছেন। তাঁহাদের উপাখ্যানটি এই:—ভারতবর্ষের রাজার একটী পুত্র জন্মে। এই পুত্রের কয়েকটী জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল; তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও কদাচারী হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠগণ কনিষ্ট বলিয়া উহাকে ঘৃণা করিত এবং তাহাদের মাতাপিতাকে বৃদ্ধ ও পককেশ বলিয়া ঘৃণা করিত। এই জন্য, ঐ বালক ও তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতা এই সকল দুষ্ট প্রকৃতির সন্তানের সহিত বাস করিতে অসমর্থ হওয়ায় একত্রে তিন জনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সুদীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা ও রাণী অবসন্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন এবং বালকটী তাঁহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ নিজ মস্তক স্বকীয় তরবারি দ্বারা ছেদন করিয়া নিজদেহে মাতাপিতাকে প্রোথিত করে। ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, পরে সর্ব্বদর্শী দিবাকর এই বালকের নিরতিশয় ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি সুন্দর ও দীর্ঘ পরমায়ু বিশিষ্ট পক্ষীতে পরিণত করেন। এই জন্য পলায়ন কালের কৃত কর্ম্মের স্মারক চিহ্নস্বরূপ তাঁহার মস্তকে এই চূড়া জন্মে। আথেনিয়ানগণও চূড়াধারী চাতক পক্ষীর সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প বলে এবং আমার বোধহয় হাস্যরসিক নাট্যকার আরিষ্টফিনিস তাঁহার "বিহঙ্গম" (১৩) নাটকে এই উপাখ্যান অনুকরণ করিয়াছেন। আরিষ্টফিনিস

---

(১৩) আরিষ্টফিনিস গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কবি। ইনি অনেকগুলি প্রহসন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। "বিহঙ্গম" (Birds) পুস্তকখানি ৪১৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে প্রণীত হইয়াছিল।

বলিয়াছেন, "কারণ তুমিও অজ্ঞ ছিলে, সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলে না এবং সর্ব্বদা ঈশপও (১৪) পাড়তে না। ঈশপ চূড়াধারী চাতক পক্ষীর বর্ণনা কালে বলিয়াছেন যে, পক্ষীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করে। এমন কি তখন পৃথিবীও সৃষ্ট হয় নাই। পরে ইহার পিতা পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, পৃথিবী না থাকায় পাঁচ দিন পর্য্যন্ত শব পড়িয়া থাকে। অবশেষে অন্যত্র সমাহিতের স্থান না পাইয়া তাহার কন্যা স্বীয় মস্তকেই পিতাকে সমাহিত করে।" এই জন্য বোধ হয় যে এই উপাখ্যান, অপর পক্ষী সম্বন্ধীয় হইলেও, ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, ভারতীয় হুপোর মনুষ্যরূপে শৈশবকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সময় হইতে অপরিমেয়কাল অতীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার জন্তু আছে যাহা দেখিতে স্থলচারী কুম্ভীরের ন্যায়; ইহা আকারে মাল্টাদ্বীপজাত ক্ষুদ্র কুক্কুরের ন্যায়। ইহার দেহ কর্কশ ও ঘন সন্নিবিষ্ট শল্কে আবৃত; ভারতবাসীরা এই শল্ক দ্বারা ফাইলের (উকা) কার্য্য করে। ইহা দ্বারা পিত্তল কাটা যাইতে পারে এবং ইহা লৌহও জীর্ণ করিতে পারে। তাহারা ইহাকে "ফট্টগীস" বলে।

ভারতবর্ষে যে অশ্বতর পাওয়া যায়, তাহাকে ভারতবাসীরা পাশবদ্ধ করিয়া ধৃত করে এবং দুইবৎসর বয়স্ক অশ্বতর ধৃত করিতে পারিলে তাহাদের বশ মানান যায়। কিন্তু, ইহার পরে ধৃত করিলে উহারা কিছুতেই বশ মানে না এবং উহারা মাংস ভোজী হিংস্র জন্তুর ন্যায় হয়।

ভারতবর্ষে অশ্বের দ্বিগুণাকার বিশিষ্ট, এক প্রকার কেশ বহুল, ঘন

(১৪) গল্প প্রণেতা স্বনামখ্যাত ঈশপ সম্ভবতঃ ৬২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ বিশিষ্ট জন্তু আছে। এই পুচ্ছের কেশ মনুষ্যের কেশ অপেক্ষাও চিক্কণ এবং এই জন্য ইহা ভারতীয় রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়; কারণ ইহা দ্বারা ভারতীয় রমণীগণ স্বীয় স্বীয় স্বভাব-জাত কেশ বন্ধন করিয়া শোভা বৃদ্ধি করে। এই কেশ দুই হস্ত দীর্ঘ এবং প্রত্যেক কেশের মূল হইতে ঝালরের ন্যায় ত্রিশটী কেশ উৎপন্ন হয়। এই জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু, কারণ কেহ ইহাকে দেখিতেছে ঠিক পাইলেই তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য দৌড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহার পলায়নের যত অধিক ব্যগ্রতা, দ্রুতগমনশক্তি তত অধিক নহে। দ্রুতগামী অশ্ব ও কুক্কুরের সাহায্যে ইহাকে শিকার করা হইয়া থাকে। যখন সে দেখিতে পায় যে, ধৃত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন কোনও নিকটবর্ত্তী ঝোপে লাঙ্গুল লুকাইয়া, শিকারীগণের অভিমুখী হইয়া প্রাণপণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতে থাকে। তখন ইহা একটু সাহসীও হইয়া থাকে এবং মনে করে যে যখন তাহার লাঙ্গুল দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার আর ধৃত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, কেন না ইহা জানে যে ইহার লাঙ্গুলই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। অবশ্যই সে জানিতে পারে যে, তাহার এই ধারণা ভ্রমাত্মক, কেন না শিকারীরা বিষাক্ত অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা ইহাকে আহত করিয়া, ইহার মূল্যবান চর্ম্ম উৎপাটন করে ও মৃতদেহ ফেলিয়া দেয়। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার মাংসের কোন অংশই ব্যবহার করে না।

আরও, ভারতীয় সমুদ্রে তিমি আছে এবং ইহারা বৃহত্তম হস্তীর আয়তনের পাঁচ গুণ। এই বৃহদাকার মৎস্যের এক একটীর পাঁজর দীর্ঘে ২০ হাত ও ইহার ওষ্ঠ ১৫ হাত হইয়া থাকে। কাণকুয়ার নিকটবর্ত্তী পাখনাগুলি ৭ হাত প্রশস্ত। 'কেরুকেশ' নামক শম্বুও এই সমুদ্রে জন্মে। "পার্পল ফিস" নামক এক প্রকার মৎস্যও তথায় জন্মে; ইহার চাড়ায় এক

গ্যালন পূর্ণ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় অনেক মৎস্যই বিশাল দেহ—বিশেষতঃ সামুদ্রিক নেকড়ে। আমি আরও শুনিয়াছি যে, যে সময়ে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত হয়, তখন মৎস্যগুলি জলের সঙ্গে ক্ষেত্রে নীত হইয়া অগভীর জলে সন্তরণ ও ইতস্ততঃ বিচরণ করে ; এবং যে বৃষ্টিতে নদীর জল বৃদ্ধি হয়, সেই বৃষ্টি থামিলে এবং জল কমিয়া পুনর্ব্বার যখন পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ প্রণালীতে প্রবাহিত হয়, তখন নিম্ন ও সমতল জলা ভূমিতে (যথায় নয়জন দেবতা ক্রীড়া করেন) কখন কখন আট হস্ত দীর্ঘ মৎস্যও পাওয়া যায়। মৎস্যেরা দুর্ব্বল হইয়া সন্তরণ করে এবং কৃষকেরা সহজেই উহাদিগকে ধরে ; কেন না, তথায় জল এমন গভীর নহে যে, উহাতে মৎস্যগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে ; বস্তুতঃ ঐ জল এত কম গভীর যে, তাহারা কোন প্রকারে উহাতে বাঁচিতে পারে।

নিম্নলিখিত মৎস্যগুলি কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিয়া থাকে। এদেশে যে "রোচেশ" (Prickly roaches) জন্মে উহা আর্গলিসের বিষধর সর্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। ভারতবর্ষীয় চিংড়ি মাছ কর্কট অপেক্ষাও বৃহৎ। ইহারা সমুদ্র হইতে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে গমন করে ; ইহাদের বৃহৎ নখ অত্যন্ত বন্ধুর। আমি জানিতে পারিলাম যে, যে সকল চিংড়ি পারস্যোপসাগর হইতে সিন্ধুনদে প্রবেশ করে, তাহাদিগের কণ্টকগুলি মসৃণ এবং তাহাদের যে শুঁয়া আছে উহা দীর্ঘ ও কুঞ্চিত। কিন্তু এই জাতীয় চিংড়ির নখ নাই।

ভারতবর্ষীয় কচ্ছপ নদীতে বাস করে ; ইহা অতি বৃহদাকার এবং উহার চাড়া পূর্ণায়তন ডিঙ্গি অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। এই চাড়াতে ১২০ গ্যালন জল ধরে। ভারতবর্ষে, এতদ্ব্যতীত স্থলচর কচ্ছপও আছে ; যে উর্ব্বর ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম এবং কর্ষণের সময় হল গভীর মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া যে ক্ষেত্রে অনায়াসে বড় বড় তাল উৎখাত করে, এই স্থলচর

কচ্ছপগুলি সেইরূপ মৃত্তিকার তালের ন্যায় বৃহৎ। ইহারা চাড়া পরিবর্ত্তন করে। কীট তরুতে প্রবেশ করিলে তাহাকে যেরূপে বাহির করা হয়, কৃষক ও তাহার সহকারীগণ নিজ নিজ কোদালি দ্বারা এই চাড়াগুলিকে সেইরূপে উঠাইয়া ফেলে। কচ্ছপদের মাংস তৈলাক্ত এবং সুস্বাদু এবং ঐ মাংস সামুদ্রিক কচ্ছপের ন্যায় উগ্রস্বাদ বিশিষ্ট নহে।

আমাদের দেশেও বুদ্ধিমান জন্তু পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশীয় বুদ্ধিমান জন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় কম। ভারতবর্ষে এই প্রকার বুদ্ধিমান হস্তী, তোতা, বানর ও সাতীর (Satyr) নামক জন্তু আছে। ভারতবর্ষীয় পিপীলিকার কথাও বাদ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশীয় পিপীলিকাও অবশ্য নিজেদের জন্য ভূমি-গর্ভে গর্ত্ত ও বিবর খনন করিয়া নিজ ক্ষমতা পর্য্যবসিত করে, কিন্তু ভারতীয় পিপীলিকারা নিজেদের জন্য শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করে; যাহাতে সেগুলি সহজে জল-প্লাবিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ঢালু অথবা সমতল ভূমিতে নির্ম্মাণ না করিয়া উচ্চ ও দুরারোহ স্থানে এই সকল গৃহ নির্ম্মিত হয়। তাহারা অসামান্য নৈপুণ্য সহকারে এই সকল স্থান খনন করে এবং সেগুলি দেখিলে মিশরের সমাধিকক্ষ বা ক্রীট দেশীয় গোলকধাঁধার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গৃহগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হয় যে, কোন শ্রেণীই সরল থাকে না এবং সেই জন্য পথ ও গর্ত্তগুলি এরূপ পাকান যে উহাদের মধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ বা প্রবাহিত হওয়া সুকঠিন। বহির্দ্দেশে প্রবেশের জন্য এবং তাহারা যে শস্য সংগ্রহ করে উহা লইবার জন্য কেবল একটী মাত্র দ্বার থাকে। নদীর জল বৃদ্ধি ও প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহারা এইরূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং এই দূরদৃষ্টির জন্য এই লাভ হয় যে, যখন চতুর্দ্দিকস্থ স্থান হ্রদের ন্যায় হয়, তখন তাহারা প্রহরী গৃহ বা দ্বীপে বাস করে বলিয়া বোধ হয়। অধিকন্তু এই উচ্চ

স্তূপগুলি যদিও একটী অপরের নিকট নির্ম্মিত, তত্রাপি জল-প্লাবনে তাহাদের ভগ্ন বা শিথিল হওয়া দূরে থাকুক, উহাতে স্তূপগুলি আরও দৃঢ় হয়; বিশেষতঃ উষার শিশিরে এগুলি আরও দৃঢ়তা লাভ করে। কারণ, এই শিশিরে বরফের ন্যায় পাতলা অথচ শক্ত আচ্ছাদন হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে নদীর বালির সহিত যে বৃক্ষ-লতাদি আনীত হয়, উহাতে ইহাদের তলদেশ আরও দৃঢ় হয়। বহুপূর্ব্বে আইওবাস ভারতীয় পিপীলিকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিলাম।

ভারতীয় আরিআনাইদিগের দেশে ভূগর্ভের নিম্নে রহস্যপূর্ণ প্রকোষ্ঠ, গুপ্তপথ ও লোক-চক্ষুর অগোচর পথ বিশিষ্ট গহ্বর আছে। এগুলি অত্যন্ত গভীর এবং বহুদূর বিস্তৃত। কি করিয়া এগুলির উৎপত্তি হইল, এবং কি করিয়াই বা এগুলি খনন করা হইল, ভারতবাসীরা তাহাও বলে না। আমিও তাহা জানিবার জন্য উৎসুক নই। ভারতবাসীরা এই স্থানে ত্রিশ সহস্রেরও অধিক মেষ, ছাগ, বৃষ ও অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পশু আনয়ন করে; এবং যে কেহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, কিংবা সাবধান সূচক বা ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু শুনিতে পাইয়াছে, কিম্বা অমঙ্গল সূচক কোন পক্ষী দেখিয়াছে, সেই সেই ব্যক্তিই স্বকীয় প্রাণের বিনিময়ে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী, আত্মার রক্ষার জন্য পশুটীকে নিষ্ক্রয় স্বরূপ গহ্বরে নিক্ষেপ করে। বলির পশুগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হয় না, বা তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করা হয় না; কিন্তু বোধ হয় যেন তাহারা কোন আশ্চর্য্য মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া ইচ্ছানুসারে এই পথে আগমন করে এবং যখনই তাহারা গহ্বরের মুখে পৌছে, তখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গহ্বরে লাফাইয়া পড়ে। যখনই তাহারা এই রহস্যপূর্ণ পৃথিবী-মধ্যস্থ গহ্বরে পতিত হয়, অমনি তাহারা চিরদিনের তরে লোক চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু গহ্বরের উপর হইতে বৃষ ও অশ্বের গর্জ্জন এবং মেষ ও ছাগের

রোদনধ্বনি শ্রুত হয় এবং যদি কেহ গহ্বরের প্রান্তদেশে যাইয়া কর্ণ সংলগ্ন করে, তবে দূর হইতে উপর্য্যুক্ত রব শুনিতে পায়। এই বিমিশ্র রবের কখনও বিরাম নাই, কেন না প্রতিদিনই লোকে নিক্রয় স্বরূপ পশু আনয়ন করে। যে সকল পশু শেষে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগেরই ক্রন্দন শুনা যায়, অথবা যাহারা পূর্ব্বে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগেরও রব শুনা যায়, তাহা আমি জানি না—কেবল রব শোনা যায় ইহাই আমি জানি।

পূর্ব্বোক্ত সমুদ্রে তাপ্রোবেণ নামক এক বৃহৎ দ্বীপ আছে। আমি যতদূর জানিতে পারিলাম, তাহা হইতে বোধ হয় যে এই দ্বীপ বৃহৎ ও পর্ব্বতময়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০০০ ষ্টাডিয়া ও প্রস্থে ৫০০০ ষ্টাডিয়া। যাহা হউক, ইহাতে কোন নগর নাই, কেবল মাত্র ৭৫০ গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহে বাস করে, এবং কোন কোন গৃহ নল-নির্ম্মিত।

যে সমুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে এমন বৃহদাকার কচ্ছপ জন্মে যে তাহাদের চাড়া দিয়া গৃহের ছাদ নির্ম্মিত হয়। কারণ, এক একটী চাড়া ১৫ হাত দীর্ঘ হওয়াতে উহার নীচে অনেক লোক দাঁড়াইলে তাহারা অগ্নিতুল্য সূর্য্যোত্তাপে আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং এই চাড়া মনোরম ছায়া প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত, ইহা ইষ্টক অপেক্ষা দৃঢ় হওয়াতে ঝঞ্ঝাবাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং বৃষ্টির জলও গড়াইয়া পড়ে। যাহারা ইহার নীচে বাস করে, তাহারা গৃহের ছাদের উপর বৃষ্টি হইলে যেমন শব্দ হয়, ইহার নীচে থাকিয়াও সেইরূপ শব্দ শুনিতে পায়। ইষ্টক ভগ্ন হইলে যেমন গৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ করিতে হয় না, কেন না এই চাড়া শক্ত এবং শূন্যগর্ভ পাহাড় ও স্বাভাবিক গুহার উচ্চ ছাদের ন্যায়।

মহাসাগরস্থিত তাপ্রোবণ দ্বীপে তাল বন আছে। এই দ্বীপে উপবন রক্ষকেরা যেরূপ ছায়াপ্রদ বৃক্ষগুলি মনোরম স্থান নির্ব্বাচন করিয়া রোপণ করে, তদ্রূপ এই দ্বীপস্থ তালবৃক্ষগুলিও অত্যাশ্চর্য্য শ্রেণীবদ্ধ-রূপে রোপিত। এই দ্বীপে হস্তীযূথও আছে; ইহারা সংখ্যায় প্রচুর এবং বিশাল দেহ-বিশিষ্ট। এই দ্বীপের হস্তীগুলি মহাদেশীয় হস্তীগুলি অপেক্ষা বলে, আকারে এবং বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। দ্বীপবাসীরা নৌকায় করিয়া এই হস্তীগুলিকে মহাদেশে প্রেরণ করে। দ্বীপস্থ বনজাত কাষ্ঠ দ্বারা এই উদ্দেশ্যেই এই সকল নৌকা নির্ম্মিত হয় এবং হস্তীগুলিকে কলিঙ্গদেশীয় রাজার নিকট বিক্রয় করা হয়। দ্বীপটী এত বৃহৎ যে, দেশমধ্যস্থ অধিবাসিগণ কখনও সমুদ্র দর্শন করে নাই; কিন্তু, যদিও তাহারা অপরের নিকট শুনিতে পায় যে, সমুদ্র তাহাদের দেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তত্রাপি তাহারা মহাদেশবাসীদিগের ন্যায় জীবন যাপন করে। আবার, যাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে, তাহারা হস্তী শিকারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং কেবল জনশ্রুতি হইতেই এই বিষয় অবগত হইতে থাকে। তাহাদের শক্তি কেবল মৎস্য ও সমুদ্রজ বৃহৎ বৃহৎ জল-জন্তু ধরিতেই নিয়োজিত হয়। কেন না, যে সমুদ্র এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই সমুদ্রে অগণিত মৎস্য এবং সিংহ, চিতা, ও অন্যান্য বন্য পশু, মেষ প্রভৃতির ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট বিশাল জল-জন্তু পাওয়া যায়। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন জলজন্তুর আকৃতি সাতীরের ন্যায়। অন্য কতকগুলি স্ত্রীলোকের ন্যায়, কেবল তাহাদের মস্তকে কেশের পরিবর্ত্তে কণ্টক দৃষ্ট হয়। অনেকে গম্ভীর ভাবে এরূপও বলিয়া থাকেন যে, এই সাগরে এমন অত্যদ্ভুত জন্তু পাওয়া যায় যে, সে দেশের চিত্রকরেরা যদি ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া এক কিম্ভূত কিমাকার জন্তু সৃষ্টি করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদনের চেষ্টা করে, তত্রাপি তাহারা

প্রকৃত জন্তু চিত্রিত করিতে পারিবে না। ইহাদিগের লাঙ্গুলও দীর্ঘ, দেহ ভাগ কুঞ্চিত, এবং পদের পরিবর্ত্তে নখ বা ডানা আছে। আমি আরও অবগত আছি যে, তাহারা উভচর এবং রাত্রিকালে মাঠে চরিয়া বেড়ায়, কেন না তাহারা পশু ও পক্ষীর ন্যায় ঘাস ও বীজ ভক্ষণ করে। তাহারা পক্ক খর্জ্জুরও অত্যন্ত পছন্দ করে এবং এই জন্য তাহারা নিজ দীর্ঘ লেজ দ্বারা বৃক্ষ জড়াইয়া এরূপভাবে কম্পিত করিতে থাকে যে, খর্জ্জুরগুলি ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং তাহারা উহা আহ্লাদের সহিত ভোজন করে। তৎপরে, যখন রাত্রি অবসান হইতে থাকে, অথচ দিবালোক যখন সুস্পষ্ট হয় না, উষার আভা ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিবার পূর্ব্বেই তাহারা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হয়। শোনা যায় যে, এই সমুদ্রে যথেষ্ট তিমিও আছে। কিন্তু, থুনি নামক মৎস্যের প্রত্যাশায় তাহারা যে তীরের নিকট আগমন করে, একথা সত্য নহে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ডলফিন দুই জাতীয় ;—এক জাতীয় ডলফিন হিংস্র, তীক্ষ্ণদন্তী, ও ধীবরদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি নিরীহ, শান্ত, সন্তুষ্ট চিত্তে সন্তরণ করে এবং কুক্কুরের ন্যায়। কেহ আদর করিতে গেলে ইহা পলায়ন করে না এবং খাদ্যাদি প্রদান করিলে আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করে।

সামুদ্রিক শশক, লোম ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই স্থলচর শশকের ন্যায় ; শেষোক্তটীর লোম কোমল কিন্তু সামুদ্রিক শশকের লোম কর্কশ ও খাড়া ; স্পর্শ করিলে ক্ষত হয়। ইহারা সমুদ্র-বক্ষে সন্তরণ করে এবং দ্রুত সন্তরণ করিতে পারে। জীবিতাবস্থায় ইহাদিগকে ধৃত করা সহজ ব্যাপার নহে, কারণ, ইহা কখনও জালে আবদ্ধ হয় না এবং ছিপ ও বড়শীর স্পৃহণীয় খাদ্যের নিকটেও গমন করে না। কিন্তু, যখন ইহা পীড়িত হয় এবং তজ্জন্য সন্তরণে অক্ষম হয়, তখন ইহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে এবং তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষা না করিলে ধৃতকারীর নিশ্চিত মৃত্যু হয়। এমন

কি, যষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিলেও, তক্ষক স্পর্শ করিলে যেরূপ হয়, তাহারও সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়। কিন্তু শুনা যায় যে, এই দ্বীপে মহাসাগরের উপকূলে এক প্রকার শিকড় জন্মে; উহা এই মূর্চ্ছার ঔষধ। ইহা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির নাসিকাগ্রভাগে ধরিলে সে সংজ্ঞা লাভ করে। এই শশকের এতাদৃশ ক্ষমতা যে এই ঔষধ প্রয়োগ না করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

৫। কসমস্ ইণ্ডিকেপ্লিউস্‌টিস

কসমস্ আলেকজান্দ্রিয়াবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি "খ্রীষ্টীয়ান টপোগ্রাফী" (Christian Topography) নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি বণিক্-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বাণিজ্যব্যপদ্দেশে অনেক দেশে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে, তিনি ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর এবং পারস্যোপসাগরে গমনাগমন করিয়াছিলেন। 'ইণ্ডিকেপ্লিউসটিস' নাম দৃষ্টে অনুমান হয় যে, তিনি বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। তিনি লঙ্কা ও মালাবার উপকূল সম্বন্ধে ও তদ্দেশীয় বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সঠিক এবং তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি স্বয়ং এই সকল দেশে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কসমসের বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে তিনি কেবল সত্য ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন।

কসমস্, প্রথম কয়েক প্যারাগ্রাফে ভারতীয় জন্তু (গণ্ডার, হরিণ, জিরাফ, বন্যবৃষ, কস্তুরী, ইউনিকর্ণ ও সিন্ধুঘোটক) সকলের বর্ণনা করিয়া, পরে মরিচ ও নারিকেলের বর্ণনা ও সামুদ্রিক শীল, ডলফিন ও কচ্ছপের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া, অবশেষে লঙ্কাদ্বীপের বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক নহে বলিয়া আমরা লঙ্কাদ্বীপের বর্ণনাই এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

লঙ্কাদ্বীপ

তাপ্রোবেণ ভারতসাগরের মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড দ্বীপ। ভারতবর্ষীয়েরা ইহাকে শৈলদ্বীপ (১) নামে অভিহিত করিয়া থাকে; কিন্তু, বিধর্ম্মিগণ

---

(১) "Sielediba."

ইহাকে তাপ্রোবেণ বলিয়া থাকে। এই দ্বীপে হিয়াসিন্থ প্রস্তর (২) পাওয়া যায়। এই দ্বীপ মরিচ-প্রসূ দেশ হইতে দূরে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে (৩)। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে সুমিষ্ট জল ও নারিকেল বৃক্ষ আছে। অধিবাসীরা বলে যে, বৃহৎ দ্বীপটী ৩ শত গৌড়িয়া (৪) এবং বিস্তারেও ঐরূপ ; অর্থাৎ প্রায় নয়শত মাইল। দ্বীপে দুইজন রাজা আছেন এবং উভয়ের যথেষ্ট মনোমালিন্য। এক জনের রাজ্যে হিয়াসিন্থ (৫) পাওয়া যায় ; বন্দর ও বাণিজ্য-প্রধানস্থান অপরের রাজ্যভুক্ত। এই শেষোক্ত বাণিজ্য-প্রধান স্থানে সকলে সমবেত হয় (৬)। এই দ্বীপে পারসীক খৃষ্টানগণের একটি গির্জ্জা আছে (৭)। পারস্য দেশ হইতে নিয়োজিত পাদরী এই গির্জ্জায় থাকেন। অধিবাসীরা এবং তাহাদের রাজারা অধার্ম্মিক। দ্বীপে অনেকগুলি মন্দির আছে এবং একটী মন্দিরে অগ্নিবর্ণ উজ্জ্বল হিয়াসিন্থ আছে (৮)। দ্বীপটী

---

(২) এই প্রস্তর প্রকৃত পক্ষে কি তাহা জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিতে চাহেন।

(৩) লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ।

(৪) এক ঘণ্টায় কোন ব্যক্তি যতটুকু স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারে তাহাকে 'গৌ' (Gaou) বা গৌড়িয়া বলে। লঙ্কার আকার সম্বন্ধে যে প্রাচীনগণের যথেষ্ট মতভেদ ছিল, তাহা আমরা ষ্ট্রাবোর বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছি।

(৫) ঐতিহাসিক গিবন বলিয়াছেন যে, যে রাজা এই মূল্যবান প্রস্তরের অধিকারী ছিলেন, তিনি দ্বীপের উত্তরাংশ শাসন করিতেন।

(৬) গিবন এই স্থানকে ত্রিঙ্কমালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৭) সম্ভবতঃ, ইঁহারা অগ্নি-উপাসক ছিলেন (ম্যাক্রিণ্ডল)।

(৮) চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াং বলিয়াছেন যে, অনরাজপুরস্থ এক মন্দিরের শীর্ষদেশে এক খণ্ড হীরকে দিঙমণ্ডল আলোকিত করিত। পর্য্যটক

সমুদ্রের মধ্যভাগে স্থাপিত বলিয়া ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই এই স্থানে জাহাজ সমবেত হয়। পারস্য ও ইথিওপিয়ার জাহাজও এই স্থানে আইসে। এই স্থান হইতেই ঐ সকল দেশে জাহাজ রওনা হয়। চীন ও ঐদিকস্থ দেশ হইতে, এই স্থানে রেশম, মুশব্বর, চন্দন ও অন্যান্য পণ্য আমদানী হইয়া মালে ও কালিয়ানায় (৯) রপ্তানি হয়। মালেতে মরিচ, ও কালিয়ানায় তাম্র, শিশুকাষ্ঠ ও সূত্র পাওয়া যায়। এই সকল পণ্য কস্তুরী-প্রসূ সিন্ধুদেশেও প্রেরিত হয়। পারস্য এবং আদুলীতেও (১০) এই সকল পণ্য রপ্তানি হয়। সিন্ধুদেশ ভারতের সীমান্তে অবস্থিত; কারণ, যে সিন্ধুনদ পারস্যোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, উহাই পারস্যকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত বাণিজ্যপ্রধান নগর আছে; যথা—সিন্ধু, অর্হোথা (১১), কালিয়ানা, সাইবোর (১২), মালে। মালে নগরীতে পাঁচটী হাট আছে;—পার্ত্তি, ম্যাঙ্গারোথ (১৩), সালোপাটানা, নালোপাটানা, পৌদপাটানা (১৪)। এই পাঁচটি হাট হইতেই মরিচ রপ্তানি হয়। মহাদেশ হইতে ৫ দিন ও ৫ রাত্রির পথে, সমুদ্রমধ্যে শৈলদ্বীপ বা তাপ্রোবেণদ্বীপ। তাপ্রোবেণের অনেক দূরে মহাদেশান্তর্গত মারালো হইতে কড়ি আমদানি হয়। ইহার

মার্কপলোও লিখিয়াছেন যে, সিংহলাধিপতির নিকট একখণ্ড বহুমূল্যবান প্রস্তর ছিল।

(৯) সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী কল্যাণ।

(১০) বর্ত্তমানে থুলা নামে অভিহিত বন্দর।

(১১) সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র। গুজরাটের পশ্চিমকূলস্থ কোন বন্দর।

(১২) সম্ভবতঃ, বোম্বাইয়ের ২৩ মাইল দক্ষিণস্থ 'চৌল' নামে অভিহিত বন্দর।

(১৩) বর্ত্তমান ম্যাঙ্গালোর।

(১৪) পাটন অর্থে নগর বুঝায়। এ স্থানগুলির নির্দ্দেশের সম্ভাবনা নাই।

পরে কাবার, ও সর্ব্বশেষে রেশম উৎপন্নকারী চীন। ইহার পরে আর কোন দেশ নাই—কেবল সমুদ্র।

শৈলদ্বীপ মধ্যস্থলে (১৫) অবস্থিত ও এতদ্দেশে হিয়াসিন্থ হয় বলিয়া, অন্যান্য বাণিজ্যপ্রধান স্থানের পণ্য এই স্থানেই আমদানী হয় এবং এই স্থান হইতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয় এবং সেই জন্যই এস্থানটী অত্যন্ত বাণিজ্যপ্রধান। এক সময়ে আমাদের স্বদেশীয় সোপাটর নামক বণিক্ (যিনি ৩৫ বৎসরে পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন) বাণিজ্যব্যপদেশে তাপ্রোবেণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে পারস্য হইতেও এক খানি জাহাজ ঐ স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল। সোপাটর এবং অন্যান্য আদুলীবাসী ও পারস্যদেশাগত বণিক্‌গণ সকলেই জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। দেশাচারানুসারে শাসনকর্ত্তা ও শুল্কাগারাধ্যক্ষগণ, বণিক্‌গণকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলে, রাজা তাঁহাদের নমস্কার গ্রহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরে, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা যে দেশ হইতে আসিতেছেন, সে দেশের কিরূপ অবস্থা ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন যে,

---

(১৫) গ্রন্থকার বলিতেছেন "Sielediba being in a central position" প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য "গোলাধ্যায়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যা প্রাক্ পশ্চিমে রোমক পত্তনঞ্চ।
অধসতঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেঽথযাম্যে বড়বানলঞ্চ॥
কুবৃত্ত পাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড়ং গোল বিদোবদন্তি॥"

অর্থাৎ ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে লঙ্কা। তাহার পূর্ব্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোমক-পত্তন, অধস্থলে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু, দক্ষিণে বড়বানল, গোলবিৎ পণ্ডিতগণ এই ছয়টি স্থানকে ভূ-পরিধির পাদন্তরিত অর্থাৎ একচতুর্থাংশ সমান্তরিতরূপে স্থিত বলেন।" "পৃথিবীর ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের অবস্থা ভাল। পরে, কথাবার্ত্তার মধ্যে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের উভয় রাজার মধ্যে কোন্ রাজা অধিক পরাক্রমশালী?" পারসীক বণিক্ তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের রাজাই পরাক্রান্ত, ধনবান এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সোপাটর নীরব থাকাতে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি কিছুই বলিবার নাই?" সোপাটর উত্তর করিলেন যে, "পারস্যদেশীয় বণিক্ যখন এত কথা বলিয়াছেন তখন তিনি আর কি উত্তর করিবেন?" তবে রাজার যদি প্রকৃত ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে এই স্থানে উভয় দেশীয় রাজাই উপস্থিত আছেন, উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলে কে অধিক পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি প্রকারে উভয় রাজা থাকিতে পারেন?" সোপাটর তখন উত্তর করিলেন যে, রাজার নিকট উভয় রাজারই মুদ্রা আছে এবং উভয় মুদ্রা পরীক্ষা করিলেই সত্যতা নির্দ্ধারিত হইবে। রাজা উভয় বণিক্‌কে মুদ্রা প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে দেখা গেল যে, রোমক দেশীয় মুদ্রা উজ্জ্বল সুবর্ণের কিন্তু পারস্যের মুদ্রা রৌপ্য নির্ম্মিত। রাজা সুবর্ণ মুদ্রার দুই দিক দেখিয়া, রোমক মুদ্রার প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন "বস্তুতঃই রোমকগণ পরাক্রান্ত এবং বুদ্ধিমান।" পরে, তিনি সোপাটরকে সম্মান করিয়া তাঁহাকে নিজ হস্তীতে আরোহণ করাইয়া নগর পরিভ্রমণ করিলেন (১৬)। এই ঘটনায় পারসিক বণিক্ অত্যন্ত লজ্জিত হন।

---

(১৬) 'প্রাণিতত্ত্ব' প্রণেতা প্লিনি বলিয়াছেন যে, লঙ্কা হইতে সম্রাট ক্লদিয়াসের নিকট প্রেরিত দৌত্যবাহিনী রোমকমুদ্রা দিনারির প্রশংসা করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বাণিজ্য প্রধান স্থান ব্যতীত উপকূলে ও দেশ মধ্যে আরও অনেক স্থান আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজাদিগের প্রচুর হস্তী আছে। আরোথা, কালিয়ানা, সিন্ধু, সিবোর এবং মালের রাজগণের, প্রত্যেকের ৫।৬ শত করিয়া হস্তী আছে। কিন্তু, শৈলদ্বীপের রাজার হস্তী ক্রয় করিতে হয়। উচ্চতানুসারে হস্তীর মূল্য ধার্য্য হয়। শৈলদ্বীপের রাজার অশ্ব পারস্যদেশ হইতে ক্রীত হয় এবং যে সকল বণিক্‌গণ তাঁহার নিকট এই অশ্ব বিক্রয় করে, তাহাদের তিনি শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেন। মহাদেশের নৃপতিগণ বন হইতে হস্তী ধৃত করিয়া যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রাজাদের সম্মুখে হস্তীরা ক্রীড়া-যুদ্ধ করে।

ফাইসন নদী (১৭) ভারতবর্ষকে হুনদের দেশ হইতে পৃথক রাখিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভারতবর্ষকে ইউলাট (১৮) নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং উল্লিখিত হইয়াছে যে "ভারতবর্ষে সুবর্ণ পাওয়া যায় এবং ঐ সুবর্ণ উত্তম। তথায় পদ্মরাগ এবং অন্যান্য মণি পাওয়া যায়।"

স্বর্গের ফাইসন নদীকে কেহ কেহ ভারতবর্ষের গঙ্গা নদী, কেহ সিন্ধু বলিতে চান। ইহা ভারত সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহাতে নীল নদ-জাত মটর, পদ্ম পুষ্প ও কুম্ভীর পাওয়া যায়। মোটের উপর, নীল নদে যাহা জন্মে, তাহা ইহাতেও জন্মে।

তাপ্রোবেণেও খৃষ্টানদিগের একটী গির্জ্জা আছে এবং তথায় অনেক বিশ্বাসী বাস করে; কিন্তু অন্যত্র খৃষ্টানগণ বাস করে কিনা তাহা বলিতে

(১৭) গ্রন্থকার 'ফাইসন' কে একস্থানে গঙ্গা বলিয়া ও অন্যস্থলে সিন্ধু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৮) "Euilat (Havilah.)"

পারি না। মালে ও কালিয়ানায় গির্জ্জা আছে। শেষোক্ত স্থলের বিশপ পারস্যদেশ হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। ভারতীয় সাগরস্থ ডায়স-কোরাইদিস (১৯) নামক অন্যতম দ্বীপেও ধর্ম্মযাজকগণ আছেন। সর্ব্ব প্রথমে টলেমিগণ এই দ্বীপে যাজক প্রেরণ করেন। ধর্ম্মযাজকগণ পারস্য হইতে নিযুক্ত হন। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক খৃষ্টান বাস করেন। আমি এই দ্বীপের নিকট দিয়া গমনাগমন করিয়াছিলাম কিন্তু দ্বীপে পদার্পণ করি নাই। কিন্তু, গ্রীক-ভাষাভিজ্ঞ এই দ্বীপস্থ কয়েকজন ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী-দিগের অভাব নাই।

---

(১৯) বর্ত্তমান সকোট্রা। সংস্কৃত 'সুখদ্রা' দ্বীপ হইতে এই নাম হইয়াছে

৬। বার্দেসানেস

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বাবিলনবাসী বার্দেসানেস নামক এক গ্রন্থকার প্রাচীনভারতের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সিরিয়া দেশে মার্কাস ওরিলিয়াস নামক এক নরপতি ২১৮ হইতে ২২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করা হয়। এই দৌত্যবাহিনীর অধ্যক্ষ দণ্ডনিস বা সন্দনিসের সহিত (Dandanis or Sandanes) মেসোপটেমিয়া দেশে গ্রন্থকার বার্দেসানেসের সাক্ষাৎ হয়। দণ্ডনিসের প্রমুখাৎ ভারতীয় যোগীগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গ্রন্থকার ঐ বিবরণ তাঁহার পুস্তকে নিবদ্ধ করেন। বার্দেসানেসের পুস্তক এক্ষণে পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত ষ্টোবেয়স নামক অন্য এক লেখকের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বার্দেসানেস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় যোগীগণ (যাঁহারা গ্রীস দেশে ব্রহ্মজ্ঞানবিদ্ বলিয়া আখ্যাত হন) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (১)। ব্রাহ্মণগণ একই পিতামাতার সন্তান; একই বংশীয় এবং তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান যাজকরূপে উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্ত হন। সকল জাতি হইতেই শ্রমণগণ নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, এবং যাঁহারা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাই এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণগণকে

---

(১) গ্রন্থকার শ্রমণগণকে 'শমণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পালি ভাষার শমণ শব্দ শুনিয়াই তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

অন্যান্য জনসাধারণের ন্যায় রাজকর দিতে হয় না এবং তাঁহারা কোন রাজার প্রজা নহেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সকল দার্শনিক আছেন, তাঁহারা পর্ব্বতে বাস করেন, কেহ বা গঙ্গাতীরেও থাকেন। পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণগণ গোদুগ্ধ, ফল ও মধ্যে মধ্যে শাক ভোজন করেন। এই সকল ফল নদীতীরে পর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়। যদি কোন সময়ে ফলের অভাব হয়, তবে ইঁহারা স্বচ্ছন্দ-বনজাত ধান্যের উপর নির্ভর করেন। অন্য খাদ্য ভোজন করা বা মাংস স্পর্শ করা ঘোরতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেকেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে এবং ইহারা দিন ও রাত্রির অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় ও দেবতার ভজন গাহিয়া অতিবাহিত করেন। ইঁহারা নির্জ্জন-বাসই অত্যন্ত ভালবাসেন এবং যদি কোন কারণে এক ব্রাহ্মণের অপরের সহিত সাক্ষাৎ বা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয়, তবে অনেক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে বাস করিয়া এবং মৌন থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

শমণদিগের সহিত ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট পার্থক্য। যে শমণ শ্রেণীভুক্ত হইতে অভিলাষ করেন, তিনি নগরের বা গ্রামের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া স্বকীয় সম্পত্তিতে স্বত্ব ত্যাগ করেন। পরে, মস্তক মুণ্ডন করিয়া শমণদিগের বাস পরিধান করিয়া তাঁহাদের নিকট গমন করেন; স্ত্রী পুত্র থাকিলে তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ বা তাঁহাদের মুখদর্শনও করেন না এবং তাঁহাদের বিষয় কোনরূপ চিন্তাও করেন না। রাজা তাঁহার পুত্রকন্যাগণের, আত্মীয় স্বজনের ও তাঁহার স্ত্রীর ভরণপোষণ করেন। শমণগণ নগরবহির্ভাগে বাস করেন এবং সকল সময়েই পরমার্থবিদ্যার আলোচনা করেন। দেশের রাজা তাঁহাদের জন্য গৃহ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং ঐ গৃহের ও মন্দিরের পরিচারককে রাজা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আহার্য্য সরবরাহ করেন। মঠের ঘণ্টাধ্বনি হইলে

গৃহ ও মন্দিরাদি হইতে আগন্তুকগণ বহির্দ্দেশে গমন করেন। তখন শমণগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনা করেন। প্রার্থনা শেষ হইলে পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং তখন ভৃত্যগণ প্রত্যেক শমণের সম্মুখস্থ পাত্রে ভাত ও যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য শাক ও ফল প্রদান করে। শমণগণ একাকী আহার করেন। আহার যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শমণগণ বিবাহ করিতে বা সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন না।

অধিবাসীরা ব্রাহ্মণ ও শমণগণকে অত্যন্ত সম্মান করে। দেশের রাজাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন এবং আপদ বিপদে উদ্ধার পাইবার জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ করেন।

শমণ ও ব্রাহ্মণগণ মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক, সাগ্রহে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। সুস্থ শরীরেও কোন কোন শমণ বা ব্রাহ্মণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সকলকে আহ্বান করেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে নিরস্ত করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে আরও উৎসাহিত করে, এবং তাহাদের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের নিকট তাঁহাদের মুখে সংবাদ প্রেরণ করে। ইহাদের বিশ্বাস দেহ ত্যাগের পর একজনের আত্মার সহিত অপরের আত্মার মিলন হয়। মৃত আত্মীয় স্বজনের নিকট যে যে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, সকল বন্ধু-বান্ধব তাহা জ্ঞাপন করিলে, তিনি অগ্নি-কুণ্ডে দেহ নিক্ষেপ করেন এবং অন্যান্য শমণগণ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ভজন গান করিতে থাকেন।

বার্দেসানেস বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত্যু অত্যন্ত সুখকর বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যিনি এইরূপ অবিনশ্বরত্ব লাভ করেন, তাঁহাকে

সকলেই সুখী বলিয়া মনে করে। বার্দেসানেস এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছেন "সকলেই যদি এইরূপে দেহত্যাগ করে, তবে এ পৃথিবীর কি দশা হইবে?"

৭। পরফাইরিয়স

বার্দেসানেস ভারতীয় দার্শনিক সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু, বার্দেসানেসের পুস্তকের কতকাংশ পরফাইরি নামক গ্রন্থকার তাঁহার "মাংসাহারে নিস্পৃহতা" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত করাতে ঐ অংশ বিশেষ রহিয়া গিয়াছে। পরফাইরি, সম্ভবতঃ বাটানিয়া বা বাসানের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্বান বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেম। সন্ন্যাসাচরণ করিয়া রিপুবশীকরণের জন্য তিনি স্বীয় গ্রন্থে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্য পরফাইরি ভারতীয় দার্শনিকগণকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। পরফাইরি ২৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং ৩০৫ কি ৩০৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

আমরা পূর্ব্বে এক সুবিখ্যাত বৈদেশিক জাতির উল্লেখ করিয়াছি। এই জাতি ঈশ্বর ভক্ত ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য খ্যাত। আমরা এক্ষণে তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিব।

ভারতবর্ষে জাতিগণ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ঋষিগণ প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত। গ্রীসদেশবাসিগণ ইঁহাদিগকে দার্শনিক নামে অভিহিত করে। ইঁহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ ও শমণ (১)।

---

(১) ইনিও বার্দেসানেসের পথানুসরণ করিয়া শ্রমণগণকে শমণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণই প্রধান এবং তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারা যাজকরূপে বংশানুক্রমিক প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, শমণগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন এবং যাঁহারা ঐশ্বরিক তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক, কেবল তাঁহারাই এই শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারেন। বাবিলনবাসী বার্দেসানেস তাঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সকল ভারতবাসী দামিসের অধীনে সম্রাটের নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেই বার্দেসানেস এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণ একই পিতা ও একই মাতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। পক্ষান্তরে, শমণগণ, অন্য জাতীয় এবং ভারতবর্ষীয় সকল শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হন। ব্রাহ্মণগণ রাজার প্রজা নহেন এবং অন্যান্য প্রজার ন্যায় তাঁহাদিগকে কর দিতে হয় না। এই সকল দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ পর্ব্বতে বাস করেন, কেহ কেহ গঙ্গাতীরেও বাস করেন। পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণগণ ফল ও গোদুগ্ধ পানে জীবন ধারণ করেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ নদীতীরজাত ফল-ভোজনে জীবন রক্ষা করেন। এই সকল ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বস্তুতঃ, এই দেশে যথেষ্ট ফল ও প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয় এবং ফলের অভাব হইলে অধিবাসিগণ চাউল ভক্ষণ করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন দ্রব্য আহার বা মাংস স্পর্শ করা দূষণীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভক্তি সহকারে দেবতাকে পূজা করিবার উপদেশ দেন। প্রত্যেকেরই এক একটী কুটীর আছে এবং এই সকল কুটীরে প্রত্যেকে আপন ইচ্ছানুযায়ী সময়াতিপাত করেন। তাঁহারা দিবারাত্র স্তোত্র ইত্যাদি পাঠে ও প্রার্থনায় সময়াতিপাত করেন। ব্রাহ্মণগণ সমাজে থাকিতে ও অধিক বাক্য-ব্যয় পছন্দ করেন না এবং কোন কারণে কোন ব্রাহ্মণ অধিক বাক্যব্যয় করিলে, তিনি নিজ কুটীরে যাইয়া অনেক দিন ধরিয়া মৌনাবলম্বন করেন ও উপবাসী থাকেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শমণগণ বিভিন্ন শ্রেণী হইতে সংগৃহীত হন এবং কেহ শমণ-শ্রেণীভুক্ত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে, তিনি নগরের বা গ্রামের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কেশ মুণ্ডন করা হয় এবং তিনি শমণের বেশ ধারণ করিয়া ও নিজ স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া শমণগণের সহিত বাস করিতে থাকেন। এমন কি, তিনি নিজ স্ত্রী-পুত্রের বিষয় চিন্তাও করেন না। রাজাই তাঁহার পুত্র কন্যার লালন পালন এবং তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করেন। শমণগণ নগর-বহির্ভাগে বাস করেন এবং ধর্ম্মের আলোচনায় দিবারাত্র অতিবাহিত করেন। রাজাই তাঁহাদের গৃহ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহাদের আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ঘণ্টাধ্বনি হইলে মঠ হইতে অপর সকলে নিস্ক্রান্ত হন এবং শমণগণ মঠে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষ হইলে দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং তখন ভৃত্যগণ প্রত্যেক শমণের জন্য এক একখানি পাত্র আনয়ন করে। শমণগণ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আহার করেন এবং প্রত্যেক পাত্রেই অন্ন থাকে। কিন্তু, কেহ অন্ন ব্যতীত আর কিছু আহারের অভিলাষ প্রকাশ করিলে তাঁহাকে শাক বা ফল প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হইলেই, তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহারা বিবাহ করিতে বা সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণদিগকে এবং শমণগণকে অন্যের কথা দূরে থাকুক, রাজাও এরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন যে, বিপদের সময় রাজা স্বয়ং তাঁহাদের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

মৃত্যুসম্বন্ধে তাঁহাদের এরূপ ধারণা যে, তাঁহারা অনিচ্ছাসহকারে জীবন ধারণ করেন এবং শরীর হইতে আত্মার শীঘ্র মুক্তির চেষ্টা করেন।

অনেক সময় সুস্থ শরীরে বা বিপদগ্রস্থ না হইয়াও তাঁহারা আত্মহত্যা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুবর্গকে নিজ অভিলাষ জ্ঞাত করেন কিন্তু কেহই প্রতিবন্ধক ঘটায় না। পক্ষান্তরে, সকলেই এ সংবাদে সুখী হন এবং নিজ মৃত আত্মীয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। কেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, মৃতের মধ্যে কথোপকথন হয়। যাহার যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহা শুনিয়া তাঁহারা চিতারোহণ করেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন না। বরং নিজেরা এ প্রকারে দেহত্যাগ করিতে পারেন নাই, এই মনে করিয়া ক্রন্দন করেন।

৮। জোহনেস্ ষ্টোবেয়স

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ষ্টোবেয়সের গ্রন্থে বার্দেসানেসের বৃত্তান্তের কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়। কিন্তু ষ্টোবেয়সের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; এমন কি তিনি কোন্ দেশবাসী বা কোন্ সময়ের লোক তাহারও কোন নির্দ্দেশ নাই। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টান ছিলেন। ষ্টোবেয়স তাঁহার পুস্তকে অনেক গ্রীক দেশীয় গ্রন্থকারগণের পুস্তকের সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সকল পুস্তক হইতে তিনি এই সকল সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেক পুস্তক এক্ষণে পাওয়া যায় না। এই জন্য ষ্টোবেয়স আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত করিয়াছেন বলিতে হইবে। ষ্টোবেয়স বার্দেসানেস হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে পরীক্ষা হ্রদ (Lake of Probation) বলিয়া একটী হ্রদ আছে। স্বীয় দোষ অস্বীকার করিলেই অপরাধীকে এই পরীক্ষা দিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ নিম্নলিখিত প্রকারে অপরাধীকে পরীক্ষা করেন। অপরাধীকে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে এই পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত কিনা; যদি সে অস্বীকার করে তবে তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু, যদি সে পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হয়, তবে তাহাকে ও তাহার অভিযোগকারিগণকে এই হ্রদের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। অপরাধীর সহিত অভিযোগকারিগণকেও এই পরীক্ষা দিতে হয়, কেননা তাহা হইলে কেহই ছলনা পূর্ব্বক বা মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে না। যদি অপরাধী নির্দ্দোষ হয়, তবে এই হ্রদের একদিক হইতে অন্যদিকে যাইবার সময় জল হাঁটুর উপরে উঠে না। কিন্তু, দোষী হইলে অধিকদূর

যাইতে না যাইতে সে জলে নিমজ্জিত হয়। শেষোক্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জল হইতে আনয়ন করিয়া অভিযোগকারিগণের হস্তে অর্পণ করেন। উঁহারা মৃত্যুব্যতীত অন্য যে কোন দণ্ড বিধান করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সচরাচর ঘটে না, কেন না এই পরীক্ষার আশঙ্কায় কেহ নিজ দোষ অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না।

স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ভারতবাসীদিগের এই প্রকারে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার অপরাধের বিচারের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থাও আছে। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করা হয়।

উচ্চ পর্ব্বত মধ্যে একটী স্বাভাবিক গুহা আছে। ঐ গুহায় ১০।১২ হাত একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তির দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষের ন্যায়, বামার্দ্ধ স্ত্রীলোকের ন্যায় (১)। উভয়ার্দ্ধই একত্র সংযোজিত। ঐ মূর্ত্তির বক্ষের দক্ষিণাংশে সূর্য্য ও বামার্দ্ধে চন্দ্র খোদিত; হস্তে দেবদূত, এবং অন্য স্থানে আকাশ, পর্ব্বত, সাগর, নদী, তারকা, পশু, পক্ষী অর্থাৎ সকল প্রকার চেতন ও অচেতন মূর্ত্তি খোদিত। ভারতবাসীরা বলে যে সৃষ্টিকর্ত্তা যে যে দ্রব্য সৃজন করিয়াছেন তাহাদের বর্ণনার জন্য ইহা তাঁহার পুত্রকে দান করেন। কি কি উপাদানে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে ইহা সুবর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর অথবা মনুষ্যেরজ্ঞাত কোন দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। যদিও ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত নহে তত্রাপি ইহা দেখিতে কাষ্ঠের ন্যায় কিন্তু ইহাতে ঘুণ ধরে না। প্রকাশ এইরূপ যে, ভারতবর্ষীয় কোন রাজা এই মূর্ত্তির গলদেশের লোম উৎপাটনের চেষ্টা করাতে এস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। রাজা এই দৃশ্যে ভীত হইয়া মূচ্ছিত হইয়া

(১) "অর্দ্ধ নারীশ মূর্ত্তি"।

পড়েন এবং ব্রাহ্মণদিগের সহস্র প্রার্থনা সত্বেও আর চেতনা লাভ করেন নাই। এই মূর্ত্তির মস্তকোপরি সিংহাসনোপবিষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি। গ্রীষ্মকালে মূর্ত্তির শরীর হইতে এত স্বেদ নির্গত হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ব্যজন না করিলে ঐ ঘর্ম্মে তলদেশ ভিজিয়া যাইত (২)। গহ্বরাভ্যন্তরে মূর্ত্তির পশ্চাতে একটী অন্ধকার-ময় পথ আছে এবং উহার শেষ দিকে একটী দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়া জল নির্গত হইয়া হ্রদ হইয়াছে। যাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইতে চাহে, তাহাদের এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। তাহাদের দেখিয়া দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং তাহারা উহার মধ্যে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ জলরাশি দেখিতে পায়। ঐ দ্বার দিয়া অপরাধী প্রবেশের চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য্য হয় এবং দোষ স্বীকারে বাধ্য হয়। তাহারা উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে ও অপরকে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বলে।

সান্দেনাস ও তাঁহার সহচরগণ এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে এই স্থানে ব্রাহ্মণ-গণকে সমবেত হইতে দেখিয়াছিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ এই স্থানেই জীবনাতিপাত করেন; কেহ কেহ গ্রীষ্ম ও হৈমন্তে যখন প্রচুর ফল জন্মে তখন এই মূর্ত্তি দেখিতে ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে এবং ঐ দ্বার দিয়া গতায়াত করিতে পারেন কি না পরীক্ষার জন্য তথায় সমবেত হন, এবং তাঁহারা মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা করেন।

---

(২) বর্ত্তমানেও সংবাদপত্রে দেবমূর্ত্তির গাত্র হইতে স্বেদ নির্গত হওয়ার কথা দেখা যায়।

৯। ডায়ন খ্রিসস্টম

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মিসিয়া দেশান্তর্গত প্রুসানগরে ডায়ন খ্রিসস্টম নামক এক বাগ্মী জন্মগ্রহণ করেন। ডায়নকে তদ্দেশবাসী ব্যক্তিগণ তাঁহার বাগ্মীতার জন্য "স্বর্ণমুখ" উপাধিতে ভূষিত করে। কিছুদিন পরে ডায়ন রোমে গমন করেন কিন্তু সেই সময়ে রোমক-সম্রাট ডমিসিয়ান বাগ্মী ও দার্শনিক-গণকে রোম হইতে বিতাড়িত করিলে, ডায়ন ভিক্ষুকের বেশে, থ্রেস, মিসিয়া, সিথিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের অধিবাসিগণ তাঁহার বাগ্মীতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিত। সম্রাট ডমিসিয়ানের মৃত্যুর পর তিনি রোমে প্রত্যাগমন করেন এবং পরবর্ত্তী রোমক সম্রাট নার্ভা ও ট্রোজান তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ১১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার ৮০টী বক্তৃতা এখনও পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে সম্যকরূপে প্রণিধান করা যায় যে, তিনি দার্শনিক ও বাগ্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার উপযুক্ত। ডায়ন প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। তাহাদের দেশের নদী অপর দেশের নদীর ন্যায় কেবল জলপূর্ণা নহে। কোন নদী স্বচ্ছ মদ্যপূর্ণ, কোনটী মধু, কোনটী বা তৈলপূর্ণ। বস্তুতঃ এই সকল নদীর উৎস পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ পর্ব্বতে স্থাপিত। এই জন্য ডায়ন বলিয়াছেন যে, সুখ ও শান্তিতে অন্যান্য জাতি ও ভারতবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। বৃক্ষ হইতে ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, বৎসকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া, মধুমক্ষিকাকে তাহার মধুচক্র হইতে বিতাড়িত করিয়া,—এই সকল অন্যায় ও অপকৃষ্ট উপায়ে অন্যান্য দেশের লোককে এই

দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতবর্ষের নদী সকল এক মাস রাজাদের জন্য প্রবাহিত হয়; রাজা সেই মাসে নিজকর সংগ্রহ করেন। বৎসরের অন্যান্য মাসে উহারা সাধারণের জন্য প্রবাহিতা হয়। এই জন্য প্রকৃতি-পুঞ্জ তাহাদের পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে নদীর উৎস বা তটদেশে আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করে। তাহাদের দেশে যেন অবিরামই উৎসব। নদীতে বিকশিত-পদ্ম শোভা পাইতেছে। এই সকল পদ্ম অন্যান্য দেশের পদ্মাপেক্ষা উত্তম। এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে তিল জন্মে। গম ও যব অপেক্ষা সুস্বাদু অন্য এক প্রকার বীজও উৎপন্ন হয়। এই বীজ গোলাপের পাবড়ির ন্যায় এক প্রকার পাবড়ির মধ্যে জন্মে কিন্তু এই সকল পাবড়ি গোলাপের পাবড়ি অপেক্ষা বৃহৎ ও সুগন্ধিযুক্ত। অধিবাসীরা এই লতার ফল ও মূল উভয়ই ভক্ষণ করে। এই লতা উৎপন্ন করিতে কোন প্রকার কষ্ট করিতে হয় না। নদী হইতে জল নির্গমের অনেক প্রণালী আছে। এই সকল প্রণালী অধিবাসিগণের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত করা হয় এবং নল দ্বারা এই জল সরবরাহ করা হয়। স্নানের জন্য দুই প্রকার জলাশয় আছে। এক প্রকারের জল উষ্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় স্বচ্ছ; অন্য জলাশয়ের জল গভীরতা ও শীতলতার জন্য ঘন-নীলাভ। এই সকল জলাশয়ে সৌন্দর্য্যের-আদর্শ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণ সন্তরণ করে। স্নানান্তে তাহারা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে যাইয়া আহ্লাদে গান করে। এই সকল প্রান্তর দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং পুষ্পাকীর্ণ। ইহাতে ফলবান বৃক্ষ ছায়াদান করিয়া লোকের মনে তৃপ্তি সাধন করে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে নানাপ্রকার পক্ষী আছে। কাকলিতে তাহাদের বাসস্থান পর্ব্বত সমূহ মুখরিত। কোন কোন পক্ষী বৃক্ষোপরি বসিয়া এমন সুমিষ্ট কূজন করে যে, উহা অন্যান্য দেশের বাদ্যধ্বনি অপেক্ষা শ্রুতি মধুর।

ভারতবর্ষের বাতাস মৃদু মৃদু প্রবাহিত হয়। ঋতু নাতিশীতোষ্ণ, আকাশ মেঘ হীন এবং অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিক তারকা সমাকীর্ণ। অধিবাসীরা চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে না; কিন্তু যত দিন জীবন ধারণ করে, ততদিনই তাহারা সুস্থদেহে কাল যাপন করে।

ভারতবর্ষে সুখ-ভোগের সীমা নাই; কিন্তু, তত্রাপি ব্রাহ্মণ নামক এক প্রকার মনুষ্য আছে, যাহারা এই সকল নদী ও আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে বাস করে। তাহারা দর্শনের আলোচনায় এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক নানা-প্রকার ক্লেশকর প্রক্রিয়াসক্ত হইয়া জীবন যাপন করে। পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণ সত্যের উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহারা একবার এই উৎসের আস্বাদন পায়, তাহারা আর কিছুতেই এই স্থান পরিত্যাগ করে না।

ডায়ন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে ঐ দেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত বর্ণনার উপরেই এগুলি লিখিত। ডায়ন বলিয়াছেন যে, ভারত-বাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। তাহারা শৃগাল অপেক্ষা বৃহৎ এক প্রকার পিপীলিকা হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করে।

ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বর-ভক্ত। হোমরের পদ্যও ভারতবাসীরা অনুবাদ করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক ধারণা করিতে পারে।

১০। কালিসথিনিস্‌

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের আত্মীয় কালিসথিনিস্‌ আলেকজান্দারের সহিত তাঁহার অভিযানের সহগামী হয়েন। কিন্তু, আলেকজান্দার পারস্যদেশীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে কালিসথিনিস্‌ আলেকজান্দারের নিন্দা করিয়া তাঁহার বিরাগ ভাজন হন। পরে, কালিসথিনিস্‌কে রাজকীয় বালকভৃত্যের বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট বলিয়া আলেকজান্দার তাঁহার মৃত্যুর আদেশ দেন। এই আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইয়াছিল।

আমরা যে গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা কালিসথিনিস-লিখিত বলিয়া জনসমাজে প্রচলিত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে উহা কালিসথিনিসের রচিত নহে। ঐ গ্রন্থ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত; তৃতীয় খণ্ডেই আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানের বৃত্তান্ত আছে।

গঙ্গা স্বর্গ হইতে উত্থিতা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে। আমি এই যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি, ইহা এক জন থিব্‌স্‌ দেশীয় লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত। এই ব্যক্তি ভারতবর্ষ দেখিতে অভিলাষী হইয়া এক বৃদ্ধের সহযাত্রী হইয়া প্রথমতঃ আদুলি ও পরে অক্সোমিতে উপস্থিত হয়। শেষোক্ত স্থানে এক জন ক্ষুদ্র ভারতীয় নরপতি রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া এবং অনেক লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া তিনি তাপ্রোবেণ দ্বীপ দেখিতে অভিলাষী হন। এই দ্বীপের অধিবাসীদের ১৫০ বৎসর পরমায়ু। দ্বীপের জল বায়ু অত্যন্ত সুন্দর। এই দ্বীপে ভারতবর্ষের মহারাজা বাস করেন। দেশের অন্যান্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ ইঁহারই অধীনস্থ এবং ইঁহারই শাসনকর্ত্তারূপে দেশ শাসন করেন। এই দ্বীপের সন্নিকটে ইরিথ্রিয়ান সাগর-মধ্যস্থ অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্বীপ। এই সকল দ্বীপে চুম্বক প্রস্তর থাকাতে যে সকল জাহাজে লৌহ-প্রেক আছে তাহারা এই সকল দ্বীপে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু, কাষ্ঠের প্রেক-সমন্বিত নৌকা থাকিলে কোন অসুবিধা হয় না।

এই দ্বীপে জলযান-গমনোপযোগী পাঁচটী বৃহৎ নদী আছে। এই প্রদেশস্থ বৃক্ষ সকল বৎসরে বার মাস ফলপূর্ণ থাকে। একটী ডালে যখন ফুল হয়, অন্যটীর ডালে তখন অপক্ক ফল থাকে ও তৃতীয় ডালে সুপক্ক ফল হয়। দেশে তাল ও সুপারিবৃক্ষও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ফলগুলি অত্যন্ত বৃহৎ। অধিবাসীরা তাল, দুগ্ধ ও ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। দেশে কার্পাস জন্মে না এবং সেই জন্য অধিবাসিগণ কারুকার্য্য-সমন্বিত মেষ-জাত লোম-নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করে। মেষগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। তাহাদের লাঙ্গুল দীর্ঘ। অধিবাসীরা মেষের মাংস ভক্ষণ করে কিন্তু শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। ভারতবর্ষ অত্যধিক উষ্ণ বলিয়া তথায় শূকর পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করিলেই ব্রাহ্মণ জাতি ভুক্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী এই জাতিতে প্রবেশ করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ উলঙ্গ হইয়া নদীতীরে বাস করে। ইহাদের পালিত পশু নাই এবং ইহারা কর্ষণ করে না। ইহাদের গৃহ নাই ; মদ্যপান বা রুটী আহার করে না। যন্ত্রাদি ব্যবহার বা সুখোৎপাদনকারী কোন-রূপ পরিশ্রম করে না। ইহারা ভগবদ্ভক্ত ; অনবরত প্রার্থনা করে। প্রার্থনা কালীন পূর্ব্বাভিমুখীন না হইয়া ইহারা স্বর্গের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দে বনজাত ফলে ইহারা জীবন ধারণ করে এবং নদীর জলে তৃষ্ণা শান্তি করিয়া বৃক্ষপত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। তাহাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ পাওয়া যায়। ভূমি উর্ব্বরা এবং সেজন্য মনুষ্যের জীবন

ধারণোপযোগী ফলের অভাব নাই। পুরুষগণ সমুদ্রের ধারে গঙ্গাতীরে বাস করে, ও স্ত্রীলোকগণ অপর পারে বাস করে। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে পুরুষগণ নদী পার হইয়া নিজ নিজ পত্নীগণের নিকট গমন করে। এই দুইমাস শীতকাল। নিজ নিজ স্ত্রীদিগের সহিত ৪০ দিবস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় নদীপার হয়। পত্নী দুইবার সন্তান প্রসব করিলে আর ইহারা স্ত্রী-সহবাস করে না। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামী পাঁচ বৎসর স্ত্রী-সহবাস করে। যদি তাহাতেও সন্তান উৎপাদিত না হয়, তবে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। এজন্য এই জাতি বৃদ্ধি পায় না।

অডণ্টাটাইরেনস নামক ভীষণ জন্তুর জন্য নদী পার হওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্তু অত্যন্ত বৃহদাকার। ইহা অনায়াসে জলহস্তী গ্রাস করিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যখন নদী পার হইয়া অপর পারে যায়, তখন এই জন্তু দৃষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত তথায় বৃহৎ বৃহৎ সর্পও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সর্প ৭০ হাত দীর্ঘ। আমি একটীর চর্ম্ম দেখিয়াছি; ইহার বিস্তৃতি ৫ হাত। পিপীলিকা এবং এক হস্ত দীর্ঘ বৃশ্চিক ত আছেই। এই জন্য এতদ্দেশে ভ্রমণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। বৃহৎ বৃহৎ হস্তীযূথও পাওয়া যায়।

১১। ক্লিমেন্স

ক্লিমেন্স নামক আথেন্সবাসী গ্রন্থকার খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লিমেন্স গ্রীস, ইটালী, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং মিশর দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দেশ ভ্রমণকালে তিনি দার্শনিক পাণ্টিনাগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'ষ্ট্রোমেটিস' নামক গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণ জীবন্ত কোন দ্রব্য আহার বা মদ্যপান করেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দৈনিক, কেহবা ৩ দিবস অন্তর আহার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণেরা মৃত্যুর ভয় করেন না এবং তাঁহাদের জীবনে স্পৃহা নাই। তাঁহারা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণের পূজা করেন। ব্রাহ্মণগণ উলঙ্গাবস্থায় জীবনাতিপাত করেন। ইঁহারা সত্যধর্ম্ম আচরণ করেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেন ও স্তূপের মধ্যস্থিত দেবতাকে পূজা করেন। দার্শনিক ও শ্রমণগণ স্ত্রীলোক স্পর্শ করেন না। ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী, এবং আকাশমার্গস্থ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন।

—— ——

১২। ওরিজেন

যে সকল খৃষ্টীয় গ্রন্থকার খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অনতিবিলম্বে প্রাতুর্ভূত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ওরিজেন তন্মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আন্দাজ ১৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্ম্মের স্বপক্ষে লেখনী ধারণ করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। ২৫৩ খৃষ্টাব্দে ওরিজেন দেহত্যাগ করেন। ইহার "হেক্সপ্লা" গ্রন্থে ভারতীয় দার্শনিকগণের কথা উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষে দার্শনিকগণের অন্তর্ভূক্ত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ কতিপয় শব্দ ব্যবহার করেন।

১৩। সেণ্ট জিরোমি

৩৪০ খৃষ্টাব্দে ডালমেসিয়া প্রদেশে হিরোনিমাস জন্ম গ্রহণ করেন। পরে ইনি সেণ্ট জিরোমি নামে আখ্যাত হয়েন। রোমেই ইহার শিক্ষাপ্রাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু, ইনি ট্রেভেস, আন্টিয়ক, ক্যালচিস, কনষ্টান্টিনোপল এবং বেথলেম নগরেও বাস করিয়াছিলেন। জীবনের মধ্যাহ্নকালেই ইহার খ্যাতি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বিদ্যায় এবং বাগ্মীতায় জিরোমি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ইনি এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহারা কেবল বৃক্ষের ফল বা জনসাধারণের দত্ত চাউল বা ময়দা আহার করেন। দেশের রাজা ইঁহাদের নিকট আসিয়া ইঁহাদের পূজা করেন এবং ইঁহাদের প্রার্থনার উপর রাজ্যের শান্তি নির্ভর করে।

ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রচলিত প্রবাদ এই যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব (১) কুমারীর পার্শ্বদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪। আর্কিলেয়স্

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত কারার বিশপ আর্কিলেয়স, টেরিবিনথাস (১) নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, টেরিবিনথাস নিজেকে দ্বিতীয় বুদ্ধ বলিয়া এবং এক কুমারীর পার্শ্বদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ প্রচার করিয়াছেন। তিনি ইহাও প্রকাশ করেন যে, তিনি পর্ব্বতোপরি দেব-দূত কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছেন।

---

(১) জিরোমি মনে করিতেন যে, বুদ্ধদেবই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

(১) টেরিবিনথাসের শিক্ষক সিথিয়ানাস, পালেষ্টাইনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়াই ভারতীয় দর্শন শিক্ষা করেন।

১৫। কেড্রনস্

কেড্রনস নামক গ্রীসদেশীয় এক সন্ন্যাসী (monk) "সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" "(Synopsis of History)" নামক এক গ্রন্থ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ১০৫৭ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক জ্ঞান বা বিচারশক্তি কিছুরই প্রশংসা করা যায় না।

সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনের রাজত্বকালে মেট্রডরস নামক এক পারসীক দর্শন-শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করেন। সন্ন্যাসীর ন্যায় কালাতিপাত করিয়া তিনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য ইনি ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া তাঁহাদের মন্দিরের নিভৃত স্থান সমূহে প্রবেশ করিয়া ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় রাজার নিকট হইতেও সম্রাটের জন্য নানা প্রকার উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গুলি তিনি নিজের বলিয়া সম্রাটকে প্রদান করিয়াছিলেন।

১৬। রুফিনাস্

রুফিনাস সেণ্ট জিরোমির সমসাময়িক ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য তাঁহার সখ্যতাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেণ্ট জেরোমি ওরিজেনকে নাস্তিক বলিয়া বিবেচনা করাতে, রুফিনাস ওরিজেনের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই জন্য বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে। রুফিনাস অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত মেট্রোডরসের সম্বন্ধে রুফিনাস লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় নগর এবং পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

১৭। হিরোক্লিস

কারিয়া প্রদেশান্তর্গত হিলারিমা নগরবাসী হিরোক্লিস "ইকনমিকাস" গ্রন্থ-রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ।

অতঃপর আমি ব্রাহ্মণ জাতি দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ব্রাহ্মণগণ দার্শনিক; ইঁহারা দেবতাদিগের প্রিয় পাত্র এবং সূর্য্যোপাসক। ইঁহারা নিরামিষাশী; উন্মুক্ত আকাশতলে বাস করেন এবং সত্যকে সম্মান করেন। ইঁহারা প্রস্তরের সূত্র হইতে পরিধেয় বসন প্রস্তুত করিয়া পরিধান করেন; এই জন্য এই সকল বস্ত্র অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না এবং জলেও

পরিষ্কৃত হয় না। অপরিষ্কার হইলে তাঁহারা তাঁহাদের বস্ত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন এবং এই প্রকারে পুনরায় ইহা শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়।

হিরোক্লিস পরে "চিলিয়াড" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন:—পরে আমি এক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উপস্থিত হই। এই মরুভূমিতে আমি গৃহ শূন্য উলঙ্গব্যক্তি দেখিতে পাই। অনেকে নিজ নিজ কর্ণ দ্বারা নিজ নিজ শরীর (১) সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা করিতেছে এবং অবশিষ্ট সকলে পদদ্বয় উর্দ্ধাভিমুখী করিয়া রহিয়াছে। ষ্ট্রাবোও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এতদ্ব্যতীত ষ্ট্রাবো মস্তকবিহীন, দশমুণ্ড এবং চারিটী হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু, আমি উহা দেখি নাই।

১৮। ডাইওনিসিয়স

এই গ্রন্থকারের বিষয় বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার ষট্পদী শ্লোকে "ভূ-প্রদক্ষিণ" নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। গ্রন্থে শ্লোকের সংখ্যা ১১৮৭; তন্মধ্যে ৮৫টী ভারতবর্ষের বিবরণ সম্বন্ধীয়।

সিন্ধু নদ ককেসাস পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া ইরিথ্রিয়ান সাগরে মিলিত হইয়াছে। নদীর দুইটী মুখে এবং মুখ-মধ্যস্থ দ্বীপকে অধিবাসীরা পাটলীন (২) বলে। নদীর পশ্চিম পার্শ্বে ওরিটান, আরিবীস, শুভ্র-বস্ত্র

(১) ষ্ট্রাবোর বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(২) ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত পোত শব্দ হইতে এই স্থানের নাম উদ্ভূত হইয়াছে।

পরিহিত আরিটীস ও আরাকোটীয়ান, শাট্রিডানস্ এবং পারনেসস্ জাতি বাস করে। এই সকল জাতির দেশ অনুর্ব্বরা,—কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও বা মরুভূমি। কিন্তু তত্রাপি অধিবাসীদিগের জীবনধারণের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না, কেন না ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণে প্রবাল পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ পর্ব্বত-মধ্যে যথেষ্ট মণি মুক্তাও পাওয়া যায়। অধিবাসীরা এই সকল বিনিময় দ্বারা নিজ জীবন ধারণ করে। কিন্তু নদীর পূর্ব্বদিকে ভারতীয়গণের কমনীয় দেশ। নদী হইতে সমুদ্রের (১) সীমা পর্য্যন্ত এই দেশ বিস্তৃত। সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক বলিয়া অধিবাসীদিগের শরীর কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু তত্রাপি উহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কোমল; তাহাদের মস্তকের কেশরাশিও অত্যন্ত নরম ও মসৃণ এবং হিয়াসিন্থ পুষ্পের ন্যায় গাঢ় নীল। ভারতবর্ষীয়েরা নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কেহ কেহ খনিজ বিদ্যা বলে ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণোত্তোলনে ব্যাপৃত থাকে; কেহ বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত, কেহ কেহ হস্তী-দন্ত পালিশ করিয়া রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল করে; কেহ পার্ব্বত্য নদীতে মণিমুক্তার অনুসন্ধান করে। দেশে যথেষ্ট নদী থাকাতে অধিবাসীদের কোনই অভাব হয় না; ভারতবর্ষে প্রচুর শস্য জন্মে। কোন ক্ষেত্রে নানা প্রকার শস্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্র লোহিতবর্ণের নল পরিপূর্ণ।

ভারতবর্ষের ৪টী পার্শ্ব এবং সেই জন্য ইহা দেখিতে রম্বাসের ন্যায়। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদ, দক্ষিণে ইরিথ্রিয়ান (২) সাগর; পূর্ব্বে গঙ্গা এবং

---

(১) প্রাচীন গ্রীকেরা বিবেচনা করিতেন যে, প্রশান্ত মহাসাগর ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তেই অবস্থিত ছিল।

(২) লোহিতসাগর, পারস্যোপসাগর ও ভারত সমুদ্রকে প্রাচীন গ্রীকগণ "ইরিথ্রিয়ান সাগর" নামে অভিহিত করিতেন।

উত্তরে ককেসাস পর্ব্বত। দেশে নানা জাতীয় ব্যক্তি বাস করে এবং অধিবাসীরা সুখী কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। পক্ষান্তরে প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন নাম। দার্দ্দেনিয়ানগণ সিন্ধুনদ-তীরে বাস করে। সিন্ধু ও কোফিস (১) নদী-তীরবর্ত্তী প্রদেশবাসিগণ সিবাই নামে খ্যাত। তক্ষলিয়ান, স্কোড্রই, অসভ্য পিউকালেনসিয়ান, ব্যাকাস-উপাসক গার্গেরিডী প্রভৃতি জাতি আছে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানকে সম্মানের চক্ষে দেখা হইয়া থাকে। অধিবাসীরা অজ্ঞতাবশে তাঁহাকে পূজা করে নাই বলিয়া উন্মত্ত ব্যাকাস এক সময় এই দেশে আসিয়া মৃগশাবকের চর্ম্মকে ঢাল, এবং বংশীকে তরবারী ও আঙ্গুরের প্রশাখাকে সর্পে পরিণত করিয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত বৈয়াকরণিক প্রিশিয়ান্ ডাইওনিসিয়সের গ্রন্থকে লাটীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুবাদে নিম্নলিখিত বিষয় দৃষ্ট হয়ঃ—"ভারতবাসীদের মধ্যে এমন দীর্ঘ ব্যক্তি আছে যাহারা অনায়াসে হস্তীতে আরোহণ করিতে পারে। যাহারা জ্ঞানের চর্চ্চা করে, তাহারা উলঙ্গ থাকে এবং অবিচলিত চিত্তে সূর্য্য-রশ্মির প্রতি চাহিয়া ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করে। কণ্ঠে লাল পালক শোভিত নীল তোতা পক্ষীও এই দেশে পাওয়া যায়—ইহারা মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে।"

(১) কাবুল নদী।

১৯। ফিলোসট্রেটস

সম্ভবতঃ ১৭২ খৃষ্টাব্দে লেমনস নগরে ফিলোসট্রেটস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ফিলোসট্রেটস অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে টীয়াস নগরবাসী আপলোনিয়াসের জীবনীই সুপ্রসিদ্ধ। ফিলোসট্রেটস রোমক সম্রাট সিভিরাসের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ক্যাপাডোসিয়ান্তর্গত টীয়াসবাসী আপলোনিয়াস সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ যে, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ফিলোসট্রেটসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, আপলোনিয়াস পাইথাগোরাসের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই ন্যায় বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। আপলোনিয়াস জীবনের প্রারম্ভ সময়ে এসিয়ামাইনরের প্রধান প্রধান নগর পর্য্যটন করিয়া ও নিজ সম্প্রদায়ের মত ব্যক্ত করিয়া যাদুকর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে, পূর্ব্বদেশ দেখিতে অভিলাষী হইয়া ও ভারতের অপূর্ব্ব স্থানের তত্ত্বানুসন্ধানে এবং ব্রাহ্মণগণের বিদ্যায় পারদর্শী হইবার জন্য তিনি ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি সাইলিসিয়ান্তর্গত টার্সাস নগর-সন্নিকটস্থ ইগি হইতে যাত্রা করিয়া নিনেভা পৌছেন। এই স্থানে তিনি দামিস নামে এক বিজ্ঞ আসিরিয়ানের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং দামিসের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে রওনা হন। তাঁহারা নিনেভা পরিত্যাগ করিয়া বাবিলনে পৌছিয়া তথায় অষ্টাদশ মাস অতিবাহিত করেন। আপলো-

নিয়াস এই স্থানে পার্থিয়ান রাজা বার্দানেসের সহিত বাদানুবাদ করেন ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। বাবিলন হইতে তাঁহারা যে পথে যাত্রা করেন, সেই পথে তাঁহাদের কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। রাজ-অতিথি বলিয়া তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করা হইয়াছিল। ককেসাস পর্ব্বতে পৌছিলে যে গহ্বরে প্রমিথিয়াসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং যথায় ঈগল পক্ষী তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল, সেই গহ্বর দেখিতে পান এবং এই স্থানে তাঁহারা হার্কিউলিস সম্বন্ধে অনেক গল্প জানিতে পান। কাবুল নদী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা একটী দেশে উপস্থিত হন। এই দেশে একজন রাজা শাসন করিতেন। নিসা পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটী বৃত্তাকার স্থানে স্বয়ং ব্যাকাস কর্ত্তৃক প্রোথিত আঙ্গুর, লরেন্স এবং আইভি দ্বারা বেষ্টিত স্থান দেখিতে পান। এই স্থানেই শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত ব্যাকাসের মূর্ত্তি ছিল। তাঁহারা আয়র্ণস না দেখিয়া সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, এক হস্তীযূথ শিকারীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সিন্ধু পার হইতেছে। ডামিস হস্তীদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু, তাহার অধিকাংশই ভ্রম পূর্ণ। আপলোনিয়াস তক্ষশীলায় আজাকস নামক এক যোদ্ধার সাক্ষাৎ লাভ করেন।· আপলোনিয়াস বলেন যে, এই যোদ্ধা আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং সে হিসাবে ইহার বয়স অন্ততঃ চারিশত বৎসর হইয়াছিল। যে স্থানে পর্য্যটকগণ সিন্ধু পার হইয়াছিলেন, সেই স্থানে উহা ৪০ ষ্টাডিয়া প্রশস্ত ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ন্যায় দামিস বলিয়াছেন যে, ইহা ককেসাস পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং নীল নদীর ন্যায় ইহাতে বন্যা হয় এবং ইহাতে প্রচুর সিন্ধু-ঘোটক ও কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু হইতে তাঁহাদের তক্ষশীলায় লইয়া যাওয়া হয়। এই নগর-পর্য্যটকগণ বলিয়াছেন, যে ইহা নিনেভার ন্যায়, আকারেও

গ্রীক দেশীয় নগরের ন্যায়, প্রাচীর-বেষ্টিত এবং রাজা এই নগরে বাস করেন। প্রাচীর-বহির্ভাগে মার্ব্বেল নির্ম্মিত স্তম্ভ-সুশোভিত সুন্দর মন্দির। মন্দির মধ্যে পীঠস্থান আছে। এবং, এই পীঠের চতুর্দ্দিকে তাম্র-পাত্রের উপর আলেকজান্দার ও পোরসের কীর্ত্তি-কাহিনীর বর্ণনাসূচক চিত্র আছে। এই চিত্রগুলি সুবর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র নির্ম্মিত; কেবল অস্ত্রগুলি লৌহ-নির্ম্মিত। মূর্ত্তিগুলি সুন্দররূপে নির্ম্মিত; বস্তুতঃ গ্রীক শিল্পীগণ ইহাপেক্ষা সুন্দরভাবে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারিত না। আপলোনিয়াস এই মন্দিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, রাজা ফারোটাস কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, রাজা তাঁহাকে সমাদর ও বিজ্ঞ ব্যক্তির উপযোগী সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। আপলোনিয়াসের বৃত্তান্ত পাঠে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, রাজ-প্রাসাদে রাজোচিত আড়ম্বর নাই। ধনীর আবাস ও রাজার আবাসে কোন প্রভেদ ছিল না। দ্বারে প্রহরী নাই এবং ভৃত্যের সংখ্যাও অত্যল্প। রাজা অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে কাল যাপন করেন। রাজা অসভ্য জাতির আক্রমণ হইতে নিজ দেশ রক্ষার জন্য সীমান্তবাসী অন্য এক অসভ্য জাতিকে উৎকোচ প্রদান করেন। রাজার সহিত তিন দিন বাস করিয়া পর্য্যটকগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রাজদত্ত আহার গ্রহণ ও পথ প্রদর্শক সহ হাইফাসিস এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যথায় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তথায় যাত্রা করেন। যাহাতে গ্রীক দার্শনিকগণ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য রাজা ব্রাহ্মণদিগের অধ্যক্ষ আর্চ্চাসকে এক সুপারিশ পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাইফাসিসের পথে যে ক্ষেত্রে পোরস পরাভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র দেখিতে পান। এই স্থানে আলেকজান্দার চতুরাশ্ব যোজিত রথে যে ভাবে ইসাসের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ মূর্ত্তি ও বিজয় তোরণ রহিয়াছে। কিছু দূরে

তাঁহারা আরও দুইটী তোরণ দেখিতে পাইলেন,—একটির উপর পোরসের মূর্ত্তি, অন্যটীর উপরে আলেকজান্দারের মূর্ত্তি। হাইফাসিস নদী তীরে আলেকজান্দার যে পীঠ-স্থাপনা করেন, তথায় তাঁহারা গমন করেন। এই স্থানে একটী পিত্তল নির্ম্মিত স্তম্ভে লেখা আছে যে, "আলেকজান্দার এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন।" দামিস হাইফাসিস নদী সম্বন্ধে অদ্ভুত বর্ণনা করিয়াছেন। হাইফাসিস নদীতে তৈল প্রদানকারী বৃহৎ কীট এবং ময়ূর নামক এক মৎস্য পাওয়া যায়, লিখিয়াছেন। ঐ তৈল অত্যন্ত দহনীয়; উক্ত মৎস্যের পুচ্ছ স্বর্ণ-বর্ণ; পুচ্ছ পাখার ন্যায় উন্মুক্ত করা যায়। নদী-তীরবর্ত্তী বৃক্ষে বর ও কনের গাত্রে ব্যবহারোপযোগী প্রলেপ পাওয়া যায়। এই প্রলেপ মর্দ্দন করিলে ভিনাস দম্পতির শুভ বিবাহে কল্যাণ কামনা করেন। নিকটবর্ত্তী জলাভূমিতে-প্রাপ্ত গর্দ্দভের শৃঙ্গে পাত্র নির্ম্মিত হয়। এই পাত্রের ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে।

এই স্থানে পর্য্যটকগণ ককেসাস পর্ব্বতের শাখায় উত্তীর্ণ হন। শৃঙ্গ-দেশে নানা প্রকার সুগন্ধি লতা, দারুচিনির বৃক্ষ এবং গুহামধ্যে মরিচ বৃক্ষ জন্মিয়া ছিল। ভ্রমণকারীগণ বলিয়াছেন যে, পর্ব্বতচারী বানরগণ ভারত-বর্ষীয়দিগের জন্য মরিচ সংগ্রহ করিত এবং সেই জন্য মরিচের অধিক মূল্য ছিল। পর্ব্বতের শীর্ষ দেশে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণকারীগণ বৃহৎ ও উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। এই সমতল ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকেই গঙ্গা হইতে গঙ্গার খাল প্রবাহিত হইত। এই স্থান হইতে গঙ্গা পঞ্চদশ দিবসের পথ এবং লোহিতসাগর অষ্টাদশ দিবসের পথ। পর্ব্বতের সানু-দেশে পারক নামক বৃহৎ নগর। অধিবাসিগণ ভারতীয় জলাভূমি, সমতল ক্ষেত্র ও পর্ব্বতবাসী দৈত্য শিকার করিত। দৈত্যগণ ত্রিশ হাত উচ্চ ছিল। অধিবাসীরা তাহাদের হৃদপিণ্ড ও পিত্ত ভক্ষণ করিত বলিয়া,

উহারা সকল জন্তুর ভাষা বুঝিতে পারিত। পারক (১) হইতে দার্শনিকগণের পর্ব্বত ৪ দিনের পথ। এই পর্ব্বত সুরক্ষিত। নিকটবর্ত্তী গ্রাম বাসিগণ গ্রীক ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে পারে। এই স্থানে একজন অধিবাসী আপলোনিয়াসকে দেখিবা মাত্র তাঁহাকে গ্রীক ভাষায় সম্বোধন করে এবং এক জন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাঁহাদের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে নিমন্ত্রণ করে। এই ব্যক্তির সহিত আপলোনিয়াস পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা শীর্ষ দেশে একটী কূপ দেখিতে পান (২)। এই কূপের জল স্পর্শ করিয়া অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিত। শিখরদেশস্থ আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ধাতব দ্রব্য দ্বারা ভারতবাসীরা অনিচ্ছাকৃত পাপ হইতে পবিত্র হইত। দার্শনিকগণ এই কূপকে শিক্ষা কূপ ও আগ্নেয়গিরিকে ক্ষমাগ্নি বলিতেন। এই স্থানে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটী পাত্র আছে। ঐ দুই পাত্রে বৃষ্টি ও বাতাস রক্ষিত হয় এবং আবশ্যকমত উহাদের আবরণ উন্মোচন করা হয়। আপলোনিয়াস দেখিলেন যে, দার্শনিকগণ পিত্তলের আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধ্যক্ষ আর্চ্চাস সুবর্ণ-মূর্ত্তি সুশোভিত পিত্তলের উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। আর্চ্চাস গ্রীক ভাষায় তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং চারিমাস ধরিয়া তাঁহাদের শিক্ষা দিলেন। আর্চ্চাস গ্রীক দর্শনে এবং গ্রীস দেশে প্রচলিত আচার ব্যবহারে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে আপলোনিয়াস, টিমিয়াস, মেগস্থেনিস এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ বর্ণিত অত্যাশ্চর্য্য বিষয়গুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রত্যাগমনের সময় দার্শনিকগণ-দত্ত উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্য্যটকগণ সমুদ্রতীরে দশ দিনে উপস্থিত হন। আপলোনিয়াস উষ্ট্র-

(১) অন্যত্র এনগরের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(২) ষ্ট্রোবেয়স কর্ত্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

গুলিকে ফেরৎ দিয়া ও আর্চ্চাসকে এক পত্র লিখিয়া পাটল হইতে পারস্যোপসাগরে পৌছিয়া তথা হইতে ইউফ্রেটিস নদী হইয়া বাবিলনে পৌছেন।

উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, দামিস কতকগুলি মিথ্যা গল্প লিখিয়াছেন। হাইফাসিস এবং গঙ্গা নদী-মধ্যস্থ দেশে আলেকজান্দার প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং সেই দেশের বর্ণনায় দামিসকে স্বকপোল কল্পিত বৃত্তান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দামিসের বর্ণনা পাঠে বস্তুত আপলোনিয়াস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে প্রভূত সন্দেহ হয়।

দামিস যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই লিপি তাঁহার বংশধর-গণ কর্ত্তৃক সম্রাট সিভিরাসের পত্নী রাজ্ঞী জুলিয়ার হস্তে ন্যস্ত হয়। জুলিয়া ইহা আপলোনিয়াসের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহা হইতে দামিসের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। দুঃখের বিষয় জুলিয়া জীবিতা থাকিতে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। ঐতিহাসিক হিসাবে গ্রন্থের কোনও মূল্য নাই।

•

২০। নোনস

গ্রীসীয় ভাষায় ষট্‌পদী শ্লোকে রচিত 'ডাইওনিসিয়াকা' নামক কাব্যগ্রন্থে ব্যাকাসের ভারত-বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মিশরের অন্তর্গত পানাপ্লিস নগরবাসী নোনস নামক এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে নোনস ষষ্ঠ শতাব্দীতেও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। নোনসের গ্রন্থ আটচল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত। নোনস তাঁহার গ্রন্থে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

নোনস বলিয়াছেন যে, যে সময় তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে থাকেন, সে সময় ভারতবাসীরা ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর পর্য্যন্ত নিজেদের রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্যাকাস জিয়াস কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া এই অনাহুতগণকে এসিয়া হইতে বিতাড়িত করিবার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি বহুসংখ্যক মানব ব্যতীত, ভূত, প্রেত, ও কলহপ্রিয় বনদেবতা সহ যুদ্ধযাত্রা করিয়া বিথনিয়া দেশান্তর্গত অষ্ট্রাকিস হ্রদ-তীরে ভারতবাসীদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাকাস স্বকীয় ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে, হ্রদের জলরাশি মদ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হওয়ায়, ভারতীয় সৈন্যগণ এই হ্রদের বারি পান করিয়া মদোন্মত্ত হইয়া শীঘ্রই পরাভূত হয়। ব্যাকাস এই স্থান হইতে সিরিয়া যাত্রা করিলেন। তথায় দিরিয়াদিস নামক পরাক্রান্ত ভারতীয় নরপতির জামাতা অরন্তসের অধীনস্থ আর একদল সৈন্য পরাজিত করিলেন। অরন্তস এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন এবং যে নদীতীরে তিনি মৃত্যুমুখে

পতিত হন, তাঁহার নামানুসারে সেই নদীর নামকরণ হইল। ব্যাকাস তথা হইতে আসিরিয়া গমন করিলেন। আসিরিয়া-রাজ স্বকীয় রাজধানীতে তাঁহার অতিথির উপযুক্ত সৎকার করিলেন।

কিন্তু, তিনি ভারতবর্ষে অন্যরূপে অভ্যর্থিত হইলেন। রাজা দিরিয়াদিস (১) ব্যাকাসের উপহারাদি প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। প্রথম ভারতীয় যুদ্ধ হাইডাস্‌পিস নদীতীরে সংঘটিত হয়। এই স্থানে থোরিয়াসের অধীনস্থ ভারতীয় সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং ব্যাকাস নদী পার হইয়া অপর তীরস্থ রাজাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। কিন্তু দিরিয়াদিস এই আহ্বান অস্বীকার করিয়া নিজ রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সামন্ত ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকারে আরও ছয়বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে, ব্যাকাস আবার স্বদেশ হইতে রণতরী সমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং ভারতীয় রণতরী মধ্যে অগ্নি-জাহাজ প্রেরণ করিয়া, ভারতীয় রণতরীর ধ্বংস সাধন করিলেন। দিরিয়াদিস পলায়ন করিয়া স্থলপথে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং প্রতিদ্বন্দীর সহিত দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধদেবী পালাস আথেনী ব্যাকাসের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ভারতীয় রাজা ভয়বিহ্বল হইয়া হাইডাসপিসের দিকে পলায়ন করিলেন। ব্যাকাস পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহার অস্ত্রদ্বারা ভারতীয় রাজাকে আঘাত করিলেন। দিরিয়াদিস আঘাত গুরুতর বুঝিতে পারিয়া নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিলেন। নোনসের কাব্যগ্রন্থের

---

(১) অধ্যাপক উইলসন দিরিয়াদিসকে মহাভারতোক্ত দুর্য্যোধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন।

ষড়বিংশ খণ্ডে ভারতীয় যে সকল সামন্ত নৃপতি দিরিয়াদিসের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম এবং তাঁহাদিগের স্বরাজ্যের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এই খণ্ডই আমাদিগের পক্ষে মূল্যবান। আমরা এই সকল রাজগণের নাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

দিরিয়াদিসের আদেশে ইলিয়সের দুই পুত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুসানগরবাসী (২), এবং কর্দ্দমাক্ত জলপূর্ণ তোরামবাস নদীতীরস্থ, বাজীয়া প্রপনিগম্ পর্ব্বতস্থ (৩), চূড়াবিশিষ্ট রোড নগরীস্থ, এবং গিরস দ্বীপস্থ (যেথায় মাতার পরিবর্ত্তে পিতা সন্তানকে স্তন-দান করেন,) সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। সিসিন্দস এবং গাঙ্গসের সৈন্যগণ অভেদ্য সূত্র-নির্ম্মিত বর্ম্ম পরিধান করিয়া ভারতীয় রাজার সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইহাদেরই পার্শ্বে সাহসী দর্দ্দি (৪), প্রাসিয়ান সৈন্য (৫), এবং শাকসবজী ভোজী সুবর্ণ-সমন্বিত সারঙ্গী (৬) জাতি সমবেত হইয়াছিল। তৎপার্শ্বে কুঞ্চিত কেশধারী জারিয়ানগণ তাহাদের প্রবীণ শাসন-কর্ত্তা স্তাসনরের অধীনে, ও তৎপার্শ্বে মরিয়স এবং পুত্রশোকাতুর দিদনেসস একত্র হইয়াছিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুভাষাবিদ্ ভারতবর্ষীয়গণ,

---

(২) কুশীনগর—যে স্থানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-লাভ করিয়াছিলেন।

(৩) হিন্দুকুশ পর্ব্বত শ্রেণী।

(৪) টলেমি ইহাদিগকে দারদ্রই, ষ্ট্রাবো দার্দ্দাই, প্লিনি দার্দ্দি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) প্রাচ্যদেশ—গ্রীসীয়ানগণ "প্রাচ্যক" প্রদেশকে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পাটালিপুত্র প্রাচ্য দেশেরই রাজধানী ছিল।

(৬) আরিয়ান রবি নদীর একটী শাখাকে "সারঙ্গী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আসিনির অধিপতিগণ, নলময় দেশের আগুানাইডিদ, নিসিয়াবাসিগণ (৭), শৌম্য মালকগণ এবং পাটলীনবাসিগণ (৮) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

তৎপরে, শ্রেণীবদ্ধ দোসারিয়ান (৯), সবারই (১০) এবং ফ্রিঞ্জ, আস্‌-পেটস, টানিক্লস, হিপোরস, ইরিটিয়স, এবং উটেসিটই জাতিগণ নিজ নিজ দলপতির অধীনে সমবেত হইয়াছিল। বাকিলজীয়ানের (১১) অধিপতি টেকটাপাফ নিজ সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর প্রান্তদেশ হইতে গিগলম, থোরিয়াম এবং হিসালমাস আর্কটীম (১২) এবং ড্রান-জিয়াইসহ (১৩) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। হেব্রাটস তীরন্দাজগণের সেনাপতি ছিলেন; দিরিয়াদিসের আদেশে হেব্রাটসের চুল কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেজন্য তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। তিনি অসভ্য সিথিয়ান, সাহসী আরিআইন, (১৪) জারাই, ঋসই,

(৭) পোরসকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, আলেকজান্দার নিসিয়া নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

(৮) সিন্ধুনদের ব দ্বীপের অধিবাসী।

(৯) বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত দশার্ণক। ইহারা মধ্যদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বাস করিত।

(১০) সম্ভবতঃ সম্বলপূরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান।

(১১) আরাবলী পর্ব্বতের নিকটস্থ প্রদেশ।

(১২) ড্রানজিয়াইগণ নিজেদের শরীর ভস্মাবৃত করিত। অধ্যাপক উইলসন ইহাদের শৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(১৩) আরিয়ানী দেশস্থ অধিবাসীবৃন্দ। ষ্ট্রাবো নিজ ভূগোলের পঞ্চদশ খণ্ডে ইহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১৪) কাশ্মীরের রাজধানী।

কাসপিরি (১৫); হিসপারাসবাসী আর্ব্বিয়ান (১৬) এবং আর্সেনিসিয়ানস (১৭) গণের শাসনকর্ত্তাছিলেন। ইহাদের পার্শ্বে নৌ-বিদ্যা বিশারদ সিরা-ডিয়ইগণ (১৮), স্ব স্ব অধিপতি থিয়ামিন এবং আলকেরসের অধীনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হিপেরিয়সের পুত্র ফিলেটাসের অধীনে আরিজোটিয়া (১৯) হইতে একদল সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। সিবাই ও হিদারা অধিবাসিগণ (২০), কার্ম্মেনিয়ান সৈন্য নিজ দলাধিপতি কলকেরসের এবং আস্ত্রেস সহও তথায় আসিয়াছিলেন। সিন্ধুনদমুখস্থ তিনশত দ্বীপ হইতে বিরাট দেহ-বিশিষ্ট রিপসসের অধীনে একদল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। বধির ও বাকশক্তিবিহীন পঞ্চপুত্রসহ এরিটস দিরিয়াদিসের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত পাইলির কোলাল্লী এবং গোরিয়ান্দসের (২১) ঢালী সৈন্য যোগদান করিয়াছিল। দারবিসি (২২), ইথিওপিয়াস, সাটী (২৩) বাক্‌ট্রিয়ান এবং ব্লোমমও দিরিয়াদিসের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল।

---

(১৫) সিন্ধু নদের পশ্চিম পার্শ্বস্থ অধিবাসী।

(১৬) সিন্ধু ও ঝিলমের মধ্যস্থিত প্রদেশ। টলেমি এই প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বয়ন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন।

(১৭) কিরাত দেশবাসী। ইহারা নৌসমরে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল ও চর্ম্মের নৌকায় গমনাগমন করিত। (১৮) এই দেশে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যাইত। (১৯) হাইডাসপিস ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।

(২০) কাবুল নদীর ঘোর শাখা তীরস্থ জনপদ (২১) অক্সাস ও কাম্পিয়ান তীরমধ্যস্থ প্রদেশ (২২) সম্ভবতঃ বাকট্রিয়ানবাসী (২৩) সিথিয়ান।

২১। দায়দরস সিকুলস

সিসিলি দ্বীপস্থ আগিরিয়াম-অধিবাসী দায়দরস সিকুলস একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পুস্তক-পাঠ অপেক্ষা ভ্রমণেই অধিক জ্ঞান লাভ হয়, এই বিবেচনা করিয়া দায়দরস ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক স্থান পর্য্যাটন করিয়াছিলেন। পরে, তিনি রোমে থাকিয়া এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যখন জুলিয়াস রোমে একাধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে দায়দরস নিজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের অনেকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দায়দরসের বৃত্তান্তের অধিকাংশ বর্ত্তমানেও পাওয়া যায়। আমরা দায়দরসের বৃত্তান্ত এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

ককেসাস পর্ব্বতের নিম্নদেশই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ, পরিমাণ ও অধিবাসীর জন্য বিখ্যাত। অনেক জাতি এই স্থানে বাস করে; তন্মধ্যে গঙ্গারিদাই (১) প্রধান। ইহাদের বহু পরিমাণে হস্তী থাকা প্রযুক্ত আলেকজান্দার ইহাদিগকে আক্রমণে সাহসী হয়েন নাই। এই গঙ্গারিদাই প্রদেশ, ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশ হইতে এক সুবৃহৎ নদী দ্বারা বিভক্ত। এই নদীর পরিসর ৩০ ষ্টাডিয়া। আলেকজান্দার যে সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, সে সকল প্রদেশেও অনেক নদী আছে এবং তত্রত্য অধিবাসীবর্গও সুখসমৃদ্ধি-সম্পন্ন। আলেকজান্দার কর্ত্তৃক বিজিত প্রদেশের মধ্যে পোরসের রাজ্য ও তক্ষশীলা অন্তর্ভূত। সিন্ধুনদ এই দেশ দিয়াই প্রবাহিত এবং সেই জন্য ইহার তদ্রূপ নামকরণ হইয়াছে।

---

(১) গাঙ্গেয় প্রদেশস্থ অধিবাসীবৃন্দ।

আন্টিপেটর (১) সাম্রাজ্য পুনর্ব্বার বিভক্ত করিয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ জনপদ সমূহ পাইথনকে, সিন্ধুনদী তীরবর্ত্তী ভূমি পোরসকে এবং হাইডাসপিস নদীতীরস্থ ভূমি (২) তক্ষশীলাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ইউমিনিস তৎপরে নিজ সৈন্যশ্রেণীর বাম পার্শ্ব ইউডেমেসের কর্ত্তৃত্বে রাখিলেন। ইউডেমস ভারতবর্ষ হইতে হস্তী আনয়ন করিয়াছিলেন এবং দেড়শত অশ্বারোহী তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল।

যুদ্ধশেষে যখন ইউমিনিস সমারোহের সহিত মৃতের সৎকার করিতে-ছিলেন, তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। যে সমস্ত সৈন্য ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিল, তাহাদের দলপতি কিটিয়াস বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন, এবং উভয়েই ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার সহগামিনী হইয়া ছিলেন। একজনকে তিনি মাত্র অল্পদিন এবং অপরকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, উভয়েই তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রাচীন কালে এই রীতি ছিল যে, যখন কোন যুবক ও যুবতী বিবাহে ইচ্ছুক হইত, তখন তাহাদের পিতামাতার মতানুসারে বিবাহ হইত না, স্বকীয় ইচ্ছানুসারেই তাহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইত। কিন্তু, ইহাতে বিষময় ফল ফলিয়াছিল। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ বিবাহের কিছুদিন পরে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ বিবাহে অনুতাপান্বিত হইতেন। অনেক স্ত্রীলোক চরিত্রহীনা

(১) আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি পার্দ্দিকাসের মৃত্যু হইলে ৩২১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আন্টিপেটারই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন।

(২) দায়দরসের এই উক্তি ভ্রমপূর্ণ। পোরসের রাজ্য হাইডাসপিস নদীর পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত ছিল এবং তক্ষশীলা রাজ্য সিন্ধু ও হাইডাসপিস এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ছিল।

হইয়া পড়িত এবং অনেক সময় স্বামীকে পরিত্যাগের কোন সুবিধা না দেখিয়া বিষপ্রয়োগে স্বামী-হত্যা করিত। অনেকদিন ধরিয়া এইরূপ কদাচার প্রচলিত ছিল। পরে আদেশ প্রচারিত হইল যে, স্ত্রী গর্ভবতী না হইলে, তাহাকে তাহার মৃত স্বামীর অনুগমন করিতে হইবে। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার অনুগমন না করে তবে তাহাকে বিধবা হইয়া কালাতিপাত করিতে হইবে এবং অধার্ম্মিকা বলিয়া সকল প্রকার পূজার্চ্চনা হইতে তাহাকে বিরতা থাকিতে হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইবার পরে স্ত্রীলোক বিধবা হইয়া জীবনাতিপাত করাপেক্ষা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্যই অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িত। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল। কেন না, নিয়মানুসারে যদিও একজন মাত্র সহমৃতা হইতে পারিত, তথাপি কিটিয়াসের উভয় স্ত্রীই সহমরণে উদ্যতা হইলেন। এই ঘটনা সেনাপতিদের নিকট নিবেদিত হইলে, কনিষ্ঠা বলিলেন যে জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী; সুতরাং কনিষ্ঠারই সহমরণে অধিকার। জ্যেষ্ঠা নিবেদন করিলেন যে, যখন সকল বিষয়েই জ্যেষ্ঠার অধিকার, তখন সহমরণে যাইতে তাঁহারই অধিক দাবী। ধাত্রীগণ-মুখে জ্যেষ্ঠা গর্ভবতী এই সংবাদ অবগত হইয়া সেনাপতিগণ কনিষ্ঠাকেই সহমরণে অনুমতি দিলেন। এই সংবাদে জ্যেষ্ঠা রোদন করিতে করিতে নিজ মস্তকের কেশরাশি উৎপাটিত করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠা প্রফুল্লা ও সুসজ্জিতা হইয়া চিতা সন্নিকটে যাইয়া নিজ অলঙ্কারাদি উন্মোচন পূর্ব্বক ভৃত্য ও আত্মীয়বর্গকে উহা উপহার স্বরূপ দান করিলেন। এই অলঙ্কারও কম ছিল না; তাঁহার অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, মস্তকে সুবর্ণ নির্ম্মিত তারা ও গলদেশে কণ্ঠহার ছিল। অবশেষে কনিষ্ঠা নিজ ভ্রাতার সাহায্যে চিতারোহণ করিয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। সকল সৈন্য দলবদ্ধ ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সতীর অঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করিলেও

তিনি বিন্দুমাত্র কাতরা হইলেন না বা দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। এ দৃশ্যে দর্শকগণ বিচলিত হইলেন। কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কেহ সতীকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্যক্তি এই আচরণকে নির্দ্দয় বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ব্যাকাস ইথিওপিয়া হইতে আরব-দেশের মধ্য-দিয়া ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি অনেক নগর স্থাপন করেন। একটী সুবিখ্যাত নগরের নাম নিসা। এই নগরেই তিনি আইভি লতা প্রোথিত করেন; ইহা অন্য কোন নগরে দৃষ্ট হয় না।

দায়দরস তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীর খণ্ডে ইয়ামবোলাস নামক এক গ্রীসীয় গ্রন্থকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ইয়ামবোলাস ভারত-বর্ষের অধিবাসীদিগের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, ইয়ামবোলাসের বৃত্তান্ত আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইয়ামবোলাস সিংহল হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিলে, অধিবাসীবর্গ তাঁহাকে পালিব্রোথ্রার রাজার নিকট লইয়া যায়। ইয়ামবোলাস বলিয়াছেন, এই রাজা গ্রীসীয়দিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

২২ । প্লুটার্ক

প্লুটার্ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকদেশীয় "জীবনী"-প্রণেতা। ইনি বিয়োসিয়ার অন্তঃর্গত কিরোনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কোন্ সনে তাঁহার জন্ম হয়, তাহার নির্দ্দেশ করা সুকঠিন ; সম্ভবতঃ, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি ইতালিতে গমন করিয়া দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিরোনিয়ায় অতিবাহিত করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। প্লুটার্ক লিখিত "জীবনী" সুখ-পাঠ্য গ্রন্থ। ইহাতে ৪৬ জন গ্রীক ও রোমকের জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আলেকজান্দার ভারতবাসীদের দ্বারা সর্ব্বত্রই আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহারা আলেকজান্দারের স্কন্ধদেশে আঘাত করে। গান্দ্রিদাইগণের নিক্ষিপ্ত তীরে তাঁহার পদে ও মালাটোসগণের তীরে তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ হয়। প্রাকার-গাত্রে যে সকল অধিরোহিণী রক্ষিত হইয়াছিল, সেগুলি ভগ্ন হইলে, আলেকজান্দারের গলদেশে গদা দ্বারা আঘাত করা হয় এবং আলেক-জান্দার বর্ব্বর ও অশিক্ষিত শত্রু মধ্যে আবদ্ধ হন। যদি সেই সময়ে টলেমি নিজ ঢাল দ্বারা আলেকজান্দারকে না রক্ষা করিতেন, যদি লিমেনাস অজস্র তীর-বিদ্ধ হইয়া আলেকজান্দারের সম্মুখে না পড়িয়া যাইতেন এবং যদি মাসিদোনিয়ানগণ ক্রোধে দুর্গ-প্রাচীর না ভগ্ন করিতেন, তবে সেই ক্ষুদ্র নগরেই আলেকজান্দারের মৃত্যু সংঘটিত হইত।

আলেকজান্দার যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করাইলে কিছুতেই তাহারা সভ্য হইতে পারিত না। মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া, মেসোপটেমিয়ায় সেলুকিয়া, সগদিয়ানায় প্রফথ্যাসিয়া,

ভারতবর্ষে বৌকেফালিয়া এবং ককেসাস পর্ব্বতে হেলেনিক নগর সমূহ স্থাপিত না হইলে কিছুতেই উপর্য্যুক্ত দেশ সমূহ হইতে অসভ্যতা দূর হইত না।

যখন পোরস বন্দীভাবে আলেকজান্দারের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন, তখন আলেকজান্দার, পোরস কি ভাবে ব্যবহৃত হইতে চান, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পোরস উত্তর করিলেন "আলেকজান্দার! আমি রাজার ন্যায় ব্যবহৃত হইতে চাই।" পুনরায়, যখন তাঁহাকে অন্য কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন পোরস উত্তর করিলেন "না; কেন না, 'রাজা" এই কথাটীতেই সমস্ত অন্তর্ভূত হইয়াছে।"

মালই জাতির সহিত যুদ্ধ-কালীন, আলেকজান্দারের বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া দুই হস্ত দীর্ঘ এক তীর তাঁহার বক্ষোদেশে বিদ্ধ হইয়াছিল। অন্য এক জন আলেকজান্দারকে কুঠার দ্বারা এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, তিনি জ্ঞান-শূন্য হন। কিন্তু লিমনেয়স, টলেমি, লিওনেটাস এবং অন্যান্য যে সকল যোদ্ধা তাঁহার সন্নিকটে পৌছিয়াছিলেন, তাঁহারা আলেকজান্দারকে বেষ্টন করিয়া ও নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সকল বন্ধুর সাহস, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততাই আলেকজান্দারকে রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার রণতরী, অশ্বারোহী বা পদাতিক, দুর্গ প্রাচীরের জন্য, তাঁহার রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তথাপি, মাসিদোনিয়ানগণ অসভ্যদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জয়লাভ করিয়া অসভ্যদিগকে তাহাদের নগরেরই ধ্বংশাবশেষের মধ্যে প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহাতে আলেকজান্দারের ক্ষতের কোনই প্রতিকার হয় নাই। কারণ, যে তীর তাঁহার বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ের অস্থি পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়াছিল। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ভয়ে তাঁহার বন্ধুগণও এই তীর

উৎপাটন করিতে সাহস পান নাই। আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় দেখিয়া নিজ তরবারী দ্বারা তীরটী কাটিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার হস্ত অবশ হইয়া গিয়াছিল এবং সেই জন্য তিনি পার্শ্বচরগণকে ভয়-ত্যাগ করিয়া ও তৎপর হইয়া ঐ তীর উৎপাটন করিতে আদেশ দিলেন।

২৩। ফ্রনটিয়াস

সেক্সটাস জুলিয়াস ফ্রনটিয়াস ৭৫ হইতে ৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটনের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফ্রনটিয়াস রোমের পয়ঃপ্রণালী (About the Aquæducts of the City of Rome) এবং 'যুদ্ধশাস্ত্র' (Strategematica) নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি চারিভাগে বিভক্ত এবং ইহাতে প্রাচীনকালের সকল সুবিখ্যাত সেনাপতির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির প্রথম ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম অধ্যায়ে আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানের বর্ণনায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত হইল।

যখন ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দের রাজা, মাসিদনাধিপতি আলেক-জান্দারের সৈন্যাবলীকে হাইডাসপিস উত্তীর্ণ হইতে বাধা দিতেছিলেন, তখন, আলেকজান্দার নিজ সৈন্যগণকে নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে

অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই প্রকারে পোরসকে প্রতারিত করিয়া, তিনি নদী পার হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সিন্ধু পার হইবার সময়ে আলেকজান্দার বাধা প্রাপ্ত হইলে, নিজ অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আদেশ দিলেন। অসভ্যগণ এই সকল সৈন্যগণকে বাধা প্রদানে উদ্যত হইলে, আলেকজান্দার নদীমধ্যস্থ একটী দ্বীপ অধিকার করিয়া, সেই দ্বীপের সৈন্যগণকে সিন্ধুর অপর পারে প্রেরণ করিলেন। শত্রু, এই সৈন্যের গতিরোধে উদ্যত হইলে, তিনি নিজ সৈন্য-সহ অক্লেশে নদী পার হইলেন (১)।

মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার পর্ব্বতোপরি শত্রু-সৈন্য দেখিয়া, নিজ সৈন্যের কতকাংশ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং যাহাতে শত্রু মনে করে যে, সকল সৈন্যই সেই স্থানে রহিয়াছে, তজ্জন্য, অবশিষ্ট সৈন্যকে সেই স্থানে থাকিতে ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে আদেশ দিলেন।

---

(১) প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু পার হইবার কালে আলেকজান্দার কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই।

২৪। পলিবিয়স

ঐতিহাসিক পলিবিয়স, ২০৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আর্কেডিয়ার অন্তঃর্গত মেগালো-পলিসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একিয়ান লিগের সেনাপতি লিকোর্টাসের পুত্র ছিলেন এবং রোমকে সাহায্য না করার জন্য পিতা ও লিগের অন্যান্য সদস্যগণ-সহ বিচারার্থ রোমে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে রোমে সপ্তদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল (১)। তাঁহার "ইতিহাস" চল্লিশখণ্ডে বিভক্ত ছিল; অনেকগুলি খণ্ড বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। এই অমূল্য ইতিহাসে ২২০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। পলিবিয়াস ৮২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

আন্টিয়কস, রাজপুত্র ডেমেট্রিয়সকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন এবং রাজপুত্রের বাহিক দৃশ্য দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে রাজ-বংশ জাত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, নিজ কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং পরে, রাজপুত্রের পিতাকে রাজোপাধি ভূষিত করেন। অন্যান্য বিষয়ে লিখিত সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া ও নিজ সৈন্য সুসজ্জিত ও ইউথিডিমিস-দত্ত (২) হস্তী গ্রহণ করিয়া, আন্টিয়কস যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ককেসাস পার হইয়া ভারতবর্ষে পৌছেন এবং ভারতীয় রাজা সোফাগাসিনাসের (৩) সহিত সখ্যতা-বন্ধন দৃঢ় করিয়া, আরও হস্তী লাভ

---

(১) রোমের বা গ্রীসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(২) ইহাদের বিবরণ অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। আন্টিয়কস দি গ্রেট ২১২ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে পার্থিয়া এবং বাকট্রিয়া বিজয়ে যাত্রা করিয়া ৭ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করেন।

(৩) 'সুভাসেন'।

করেন। এই প্রকারে তাঁহার দেড়শত হস্তী হয় এবং সৈন্যগণের রসদ সংগ্রহ করিয়া কাইজিকাসবাসী এণ্ড্রস্থিনিসকে কোষাগার-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া সৈন্যসহ যাত্রা করেন। তিনি আরোকোসিয়ার মধ্যদিয়া, ইরিম্যানথাস নদীপার হইয়া ও ড্র্যানজিনের মধ্যদিয়া কার্ম্মেনিয়া পৌঁছেন।

২৫। পসেনিয়াস

পসেনিয়াস লিডিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী (Hellados Periegesis) ঐতিহাসিক জগতে সুপ্রসিদ্ধ। পসেনিয়াস গ্রীস, রোম, সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন দেশ-ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত উপর্য্যুক্ত ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় নদীতে নানাপ্রকার মাংসাশী জন্তু থাকে। সিন্ধুনদীতে কুম্ভীর পাওয়া যায়। ভারতীয় নদীতে সিন্ধু ঘোটক পাওয়া যায় না। ভারতীয় দার্শনিকগণ আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষে এক প্রকার মনুষ্য-ভোজী জন্তু আছে। ইহারা ব্যাঘ্র জাতীয়। ইহাদের প্রত্যেক চোয়ালে তিন পংক্তি করিয়া দন্ত থাকে এবং লাঙ্গুলে কণ্টক থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা বলে যে, এই জন্তুর শরীরের বর্ণ লাল। কেহই ইহাদের সম্মুখীন হইতে সাহস পায় না। অধিবাসীরা দীর্ঘাকৃতি। খাল শুষ্ক হইয়া গেলে তন্মধ্যে প্রায় একাদশহস্ত দীর্ঘ

মনুষ্যদেহ, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত শবাধারে পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গেল যে, ইহা অরস্তিসের দেহ। অরস্তিস ভারতবাসী। ভারতবর্ষ অত্যন্ত আর্দ্র দেশ।

যেসকল বণিক্ বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে গমনাগমন করে, তাহাদের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষীয়েরা অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ ও তাম্র থাকা সত্ত্বেও গ্রীকদিগের পণ্যের বিনিময়ে সুবর্ণ ও রৌপ্য না দিয়া ভারতীয় পণ্য প্রদান করে।

—— ——

২৬। ভূ-প্রদক্ষিণ

(Totius Orbis Descriptio)

উপর্য্যুক্ত পুস্তকখানি গ্রীকভাষায় সম্ভবতঃ আন্টিয়ক বা আলেকজান্দ্রিয়া সহরে ৩৫০ হইতে ৩৫৩ খৃষ্টাব্দ-মধ্যে রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হয়। মৌলিক পুস্তকখানি পাওয়া যায় না; কেবল উহার অনুবাদই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবর্ষ হইতে রেশম এবং অন্যান্য সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্য রপ্তানি হয়। এই দেশ ভ্রমণ করিতে দুই শত দশ দিবস আবশ্যক হয়। অধিবাসীরা সুখী এবং আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করে। দেশ অত্যন্ত উর্ব্বরা।

এই দেশ সংলগ্ন অন্য একটী প্রদেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। উহারা কারুকার্য্যে পারদর্শী এবং যুদ্ধ-নিপুণ। সেইজন্য ভারতবাসীদের যুদ্ধের সময় এই প্রদেশীয় ব্যক্তিগণের সাহায্য-গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রদেশ অতিক্রম করিতে দেড়শত দিবস আবশ্যক হয়।

ভারতবাসীদিগের সংখ্যাতিরিক্ত হস্তী আছে। তাহারা ঐ সকল হস্তী পারসিকদিগের নিকট বিক্রয় করে।

২৭। ভূগোল

(Anonymi Geographiæ Expositio Compendiaria)

(অজ্ঞাতনামা লেখকের ভৌগলিক বৃত্তান্ত)

চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয়দের অধিকার-ভুক্ত। ইহাদের রাজ্যের পূর্ব্বে সিনি, পশ্চিমে গেদ্রোসিয়া, এবং উত্তরে পারোপানিসাদী, আরোকোসিয়া এবং সগদিয়ানা, সাচী, সিথিয়া ও সেরিকা (১)।

সিমুন্দা বা সালিসদ্বীপও এই মহাদেশান্তর্গত। এই দ্বীপ ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্য ও ধাতু পাওয়া যায়। অধিবাসীরা স্ত্রীলোকের ন্যায় মস্তকে দীর্ঘ বেণী ধারণ করে (২)।

---

(১) চীনদেশীয় কোন প্রদেশ (২) কিছুদিন পূর্ব্বেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

২৮। ডায়ন কাসিয়স

ডায়ন কাসিয়স সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী 'স্বর্ণমুখ' ডায়ন খ্রিসসৃটমের পৌত্র। ইনি বিথিনিয়ার অন্তর্গত নিসিয়া নগরে আন্দাজ ১৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ডায়ন রোমে গমন করেন এবং তথায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে রোমের ইতিহাসই সুপ্রসিদ্ধ। এই সুবিখ্যাত পুস্তক ৮০ খণ্ডে বিভক্ত এবং রোমের স্থাপনাবধি ২২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমের ইতিহাস এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ডায়নের অনেকগুলি গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে।

রোমক-সম্রাট অগষ্টসের নিকট অনেক দৌত্যবাহিনী আইসে। ভারতবাসীদের সহিত পূর্ব্বেই সন্ধি হইয়াছিল; এক্ষণে তাহারা নানা প্রকার উপহারসহ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়। এই উপহারের মধ্যে একটী ব্যাঘ্র ছিল। রোমান ও গ্রীসীয়গণ ইতিপূর্ব্বে এই জন্তু কোন দিন দেখে নাই। তাহারা হস্ত-বিহীন একটী বালকও উপহার দিয়াছিল। এই বালক স্বকীয় পদ দ্বারা তীর নিক্ষেপ এবং বাদ্য করিতে পারিত।

দৌত্য-বাহিনী সংশ্লিষ্ট জারমেরস (১) নামক একজন ভারতবাসী অগষ্টস ও আথেনিয়ানদিগের সম্মুখে জ্বলন্ত চিতায় দেহত্যাগ করেন।

রোমে পৌছিতে এই দৌত্যবাহিনীর পূর্ণ ৪ বৎসর লাগিয়াছিল এবং উপহারের মধ্যে মূল্যবান প্রস্তর, রত্ন এবং হস্তীও ছিল।

---

(১) কালানসের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

রোমক সম্রাট ট্রোজানের নিকটেও ভারতবর্ষীয়েরা দূত প্রেরণ করিয়াছিল। দৌত্যবাহিনী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্রাট অত্যন্ত সমাদর করিয়াছিলেন এবং সিনেটারগণের আসনে বসাইয়া তাঁহাদের প্রীতির জন্য নানারূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন।

ট্রোজান টাইগ্রীস নদীতট হইতে ভারতবর্ষগামী এক জাহাজকে রওনা হইতে দেখিয়াছিলেন।

২৯। আমিয়ানাস মার্সেলিনাস্

আমিয়ানাস মার্সেলিনাস নামক সিরিয়া দেশান্তর্গত আন্টিয়ক নগরবাসী এক ব্যক্তি এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শেষ জীবন তিনি রোমে অতিবাহিত করিয়া এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ ৩৯০ খৃষ্টাব্দের পর তিনি দেহ-ত্যাগ করেন।

৩৬১ খৃষ্টাব্দে নানাদেশ হইতে সম্রাট জুলিয়ানের নিকট অনেকগুলি দূত আগমন করেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মূল্যবান উপহারসহ তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মালদ্বীপ এবং স্বর্ণদ্বীপ হইতেও দূত আসিয়াছিলেন।

৩০। সেক্সটাস ওরিলিয়াস ভিক্টর

সেক্সটাস ওরিলিয়াস ভিক্টর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি (De Cæsaribus) "সীজরদের জীবনী" লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

সম্রাট জুলিয়ানের নিকট ভারতবাসীরা দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা জুলিয়ানের অতুল প্রতাপের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

৩১। জোহনেস ম্যাললা

জোহানেস ম্যাললা নামক আণ্টিয়ক নগরবাসী একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ইতিহাসখানি অদ্ভুত গল্প পরিপূর্ণ।

৫৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয়দের একজন দূত কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

৩২। আপিয়ান

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আপিয়ান নামক একজন ঐতিহাসিক তাঁহার পুস্তকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই ছত্র লিখিয়া গিয়াছেন।

বণিক্‌গণ পারস্য হইতে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিয়া আরব দেশীয় বণিক্‌দিগকে বিক্রয় করে। তথা হইতে উহা রোমে আনীত হয় (১)।

৩৩। ইউসিবিয়স প্যামফিলি

সিসেরিয়া নগরের বিশপ ইউসিবিয়স (Ecclesiastical History) "যাজকের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইউসিবিয়স ২৬৩ খৃষ্টাব্দে প্যালেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

কনষ্টাণ্টাইন দি গ্রেটের নিকট ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান উপহারসহ দূতগণ প্রেরিত হন। দূত কনষ্টাণ্টাইনের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং ভারতবর্ষে যে কনষ্টাণ্টাইনের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহাকে সম্মান করা হয়, ইহাও উল্লেখ করেন (২)।

---

(১) পালমীরা ধ্বংশ হইলে, বাটনী-মধ্যদিয়াই ভারতীয় পণ্য রোমে প্রেরিত হইত।

(২) এই দৌত্যবাহিনী কনষ্টাণ্টাইনের রাজত্বকালে (সম্ভবতঃ ৩৩৬ খৃষ্টাব্দে) রোমে পৌঁছিয়াছিল।

পানটেনস (১) নামক এক খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক ভারতবর্ষে গমন করেন। পানটেনস দেখিতে পান যে, তাঁহার পৌঁছিবার বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ম্যাথু কর্ত্তৃক লিখিত সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে এবং কতিপয় অধিবাসী খৃষ্ট ভজনা করে। হিব্রু ভাষায় লিখিত সুসমাচার এখনও ঐ দেশে পাওয়া যায় (২)।

৩৪। প্রপারটিয়াস

ভারতবাসীদের শরীর তাম্বুলবর্ণ এবং তাহারা অশ্বারোহণে সুদক্ষ।

৩৫। হোরেস

সুপ্রসিদ্ধ রোমককবি হোরেস আপুলিয়ার অন্তর্গত ভেনুসিয়ার নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রোম ও আথেন্স উভয় স্থানেই শিক্ষালাভ করেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গীতিকাব্যেই অধিক প্রশংসা-লাভ করেন।

---

(১) পানটেনস আলেকজান্দ্রিয়ায় শিক্ষালাভ করেন। (২) সেণ্ট জেরোমি লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রত্যাগমনকালে পানটেনস হিব্রু ভাষায় লিখিত সুসমাচার আনয়ন করিয়াছিলেন।

হোরেস তাঁহার গীতিকাব্যের কয়েকস্থানে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা এবং তাহারা যে অগষ্টসকে ভক্তি করে ও ভারতবাসীরা যে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ (১) করে, এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৬। ভার্জ্জিল

সুবিখ্যাত রোমক কবি ভার্জ্জিল ৭০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরে মিন্সিও নদীতীরস্থ একটী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভার্জ্জিলের "ইকলোগস" (Eclogues) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও ইনিয়দ (Aeneid) প্রভৃতি ব্যতীত আরও গ্রন্থ আছে। ইনিয়দই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

ভার্জ্জিল বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে হস্তিদন্ত পাওয়া যায় এবং আবলুশ কাষ্ঠ কেবল ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। তিনি ভারতবাসীরা যে উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ, গঙ্গা দেখিতে সুন্দর এবং গঙ্গার সাতটী শাখা আছে এই সকল কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) ভারতবর্ষ হইতে অগষ্টস সিজরের নিকট যে দৌত্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

৩৭। বিরোসাস

বিরোসাস নামক বাবিলন দেশীয় এক জ্যোতির্ব্বিৎ এসিয়া দেশের এক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। বিরোসাস খৃষ্টের জন্মের ৩৩০ বৎসর পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বাবিলনে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকেরই মতে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে। বিরোসাস ২৮০ খৃষ্টাব্দে ৩ খণ্ডে এই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাসের খণ্ডাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, ঐতিহাসিক হিসাবে এই ইতিহাসের মূল্য কত তাহা অনুমান করা যায় না। বিরোসাসের ইতিহাসের যে অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে যে খণ্ডে ভারতবর্ষের কথা আছে, আমরা তাহাই এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

অতি পুরাকালে, আসিরিয়া দেশে নিনাস নামক এক রাজা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী সেমিরামিসকে রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র নিনিয়াসের ভারার্পণ করিয়া যান। তৎকালে রাজ্ঞী সেমিরামিসের ন্যায় সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং বীর রমণী কেহই ছিলেন না। রাজ্ঞী সেমিরামিস প্রথমতঃ তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েন। তিনি শুনিতে পান যে, ভারতবাসীরাই পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ট এবং ভারতবর্ষের ন্যায় উর্ব্বরা দেশ আর কুত্রাপি নাই। ভারতবর্ষে এত নদ ও নদী যে এপ্রকার সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ আর নাই। ষ্টাব্রোবেটীস তখন ভারতের রাজা ছিলেন; যুদ্ধের জন্য সদাসর্ব্বদাই তাঁহার অনেকগুলি হস্তী প্রস্তুত থাকিত। অধিবাসীরা সকলেই ধনাঢ্য ছিল এবং সেদেশে এত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাদি জন্মিত, যে সে দেশে কোন দিনই দুর্ভিক্ষ

হইত না। ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লোহ এবং অনেক মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত।

এই সকল বিষয় অবগত হইয়া রাজ্ঞী সেমিরামিস ভারত-অধিকারের জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিতা হইলেন। যদিও ভারতবাসীরা কোনরূপেই তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করে নাই, তত্রাপি লোভ সকলের উপরেই আধিপত্য করে। যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহের জন্য রাজ্ঞী তাঁহার অধীনস্থ সকল প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নিকট পত্র দিলেন এবং যাহাতে সকলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে রীতিমত সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হয়, তাহার আদেশ প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী সূত্রধরদিগকে আদেশ দিলেন যেন তাহারা এরূপ প্রণালীতে জাহাজ প্রস্তুত করে, যাহা আবশ্যকমত খণ্ড খণ্ড করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়া যাইতে পারে। সিন্ধুনদী পার হইবার জন্য অনেক জাহাজের দরকার; কিন্তু, ঐ নদী-তীরবর্ত্তী প্রদেশে জাহাজ-নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ না থাকায়, তাঁহাকে এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

ভারতবাসীরা হস্তীর উপরে থাকিয়া যুদ্ধ করে। রাজ্ঞী সেমিরামিসের হস্তী না থাকায় এবং সেই অভাব দূরীকরণ-মানসে তিনি অনেকগুলি কৃত্রিম হস্তী প্রস্তুত করেন। কৃষ্ণবর্ণের তিন লক্ষ বৃষ হত্যা করিয়া তিনি তাহাদের চর্ম্ম দ্বারা হস্তী-সদৃশ অনেকগুলি জন্তু প্রস্তুত করিয়া খড় দিয়া উহাদের উদর পূর্ণ করিলেন। এই সমস্ত কৃত্রিম হস্তী বহন করিবার জন্য অনেকগুলি উষ্ট্রও ক্রয় করিলেন। যাহাতে শত্রুগণ এই ছল চাতুরী না জানিতে পারে, সেই জন্য নিভৃতস্থানে উপযুক্ত কর্ম্মচারী ও বিশ্বস্ত প্রহরীর তত্ত্বাবধানে এই নূতন জন্তুগুলি প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সমস্ত আয়োজন শেষ হইতে পূর্ণ দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপরে, ত্রিশ লক্ষ পদাতিক, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ উষ্ট্রারোহী

দীর্ঘ তরবারীধারী সৈন্য এবং এক সহস্র রণপোত লইয়া তিনি বাকট্রিয়া হইতে যুদ্ধযাত্রা করেন। যাহাতে ঘোটকেরা হস্তি দেখিয়া ভয় না পায়, তজ্জন্য কৃত্রিম হস্তীগুলির নিকট অশ্বগণকে আনয়ন করা হইত। এই প্রকারেই তাহাদের হস্তী-ভীতি দূরীভূত হয়।

ভারতীয় রাজা ষ্টাব্রোবেটীস যখন এই অভিযানের বৃত্তান্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইলেন, তখন তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। সেমিরামিসকে যাহাতে পরাজয় করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনিও উদ্যোগে ব্রতী হইলেন। প্রথমেই তিনি চারি সহস্র বেতের নৌকা প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহে তৎপর হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এক প্রচণ্ড বাহিনী প্রস্তুত হইল। রাজার যে সকল যুদ্ধহস্তী ছিল, তদ্ব্যতীত আরও অনেক হস্তী যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া তিনি সেমিরামিসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কোনরূপ উত্তেজনার কারণ না থাকাতেও কেন রাজ্ঞী সেমিরামিস যুদ্ধার্থ উপস্থিত তাহার কারণ জানিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিলেন। দূত তাহার বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া পরে নিবেদন করিল যে, সেমিরামিস যদি প্রত্যাগমন না করেন তবে ষ্টাব্রোবেটীস সেমিরামিসকে যুদ্ধে পরাজিত ও ক্রসবিদ্ধ করিয়া প্রদর্শনীতে রাখিয়া দিবেন। সেমিরামিস দূতকে সসম্মানে বিদায় দিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া সিন্ধুনদী তীরে দেখিলেন যে, বেতসের নৌকাসহ ভারতীয় রাজা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত রহিয়াছেন। রাজ্ঞী নৌ-সেনা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং অন্যান্য সৈন্যদেরও প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল ; উভয় পক্ষই যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইলেন কিন্তু, বিজয়লক্ষী তাঁহার একপ্রকার চিরন্তন প্রথানুসারে বিদেশিনীর অঙ্কেই নিজ আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা পলায়ন করিলেন।

সেমিরামিস একটী নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়া রাজার পশ্চাদ্ধাবন

করিলেন। মাত্র ষষ্টি সহস্র সৈন্য এই নৌ-সেতু রক্ষণে নিযুক্ত থাকিল। কৃত্রিম হস্তীগুলির কথা শুনিয়া রাজা ষ্টাব্রোবেটীস অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, কেন না, আসিরিয়ার রাজ্ঞীর হস্তী পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। যাহাহউক, গুপ্তচরে রাজাকে সঠিক সংবাদ দিলে রাজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার অশ্বারোহী এবং রথীগণকে সম্মুখীন হইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু, ভারতীয় অশ্বগণ এই নূতন রকমের হস্তী দেখিয়া এবং ঘ্রাণেও নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়নপর হইল। এই বুঝিয়া, সেমিরামিস একদল সুশিক্ষিত সৈন্যসহ ভীমবেগে ভারতীয় সৈন্য-গণকে আক্রমণ করিলেন। রাজা ষ্টাব্রোবেটীসও ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং স্বয়ং নিজ পার্শ্বচর পরিবেষ্টিত হইয়া রাণীকে আক্রমণ করিলেন। ভারতীয় হস্তিগণও এই সময়ে মদমত্ত হইয়া আসিরিয়ানদিগকে আক্রমণ করিল। ষ্টাব্রোবেটীস সেমিরামিসকে আহত করিলেন কিন্তু দ্বিতীয় বার তীর নিক্ষেপের পূর্ব্বেই সেমিরামিস পলায়ন করিলেন। উভয় সৈন্য ভীষণ যুদ্ধ করিতে করিতে নৌসেতুর উপর উপস্থিত হইলে সেমিরামিস সুকৌশলে নিজ সৈন্যের অনেকাংশ সেতুর অপর পারে পৌঁছাইয়া, সেতুর বন্ধনাদি কাটিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে অনেক ভারতীয় সৈন্য বিনষ্ট হইল; কিন্তু যুদ্ধে, পথশ্রমে এবং অন্যান্য কারণে সেমিরামিস যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহার এক তৃতীয়াংশ লইয়াও স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তনে সক্ষম হইলেন না (১)।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

---

(১) সেমিরামিসের অভিযানের কথায় কেহই এক্ষণে আস্থা স্থাপন করেন না। বিরোসাসের বর্ণনা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বলিয়াই এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

নির্ঘণ্ট

গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারগণ—

SOME PRESS OPINIONS

ON PROF. SAMADDAR'S

ARTHA-NITI.

Bengalee 5th June 1912.

[Artha-niti or Elements of Political Economy by Prof. Jogindranath Samaddar, Prof. of History and Political Economy at the Hazaribagh, St. Columba's College. Published by Babu Dhirendranath Lahiri at Howrah, Price Re. 1.]

It is an encouraging sign of the times that our country-men are more and more turning their attention to the production of useful literature. There was a time—and that not very long ago—when the vast majority of our writers would think of nothing but poetry, works of fiction or short stories. These were good things in their way, but the intellect of a nation cannot be permanently fed upon works of this kind. Literature of the useful order—literature that conveys information materially helpful to the individual, the family and the nation—is as much needed for the satisfaction of man's hankering for know-ledge and for his general well-being as literature that pleases or even instructs. From this point of view some-thing like a revolution has been effected in the field of Bengali literature during the last decade or so. Educated and accomplished youngmen have abandoned what might be called the traditional path and devoted themselves with earnestness and assiduity to the production of books on diverse subjects having a distinct bearing on the material welfare of our people. Politics and Sociology, History and Political Economy, Agriculture and Manu-factures, Trade and Commerce—these and other subjects are beginning to receive an increasing measure of attention

at the hands of our writers, especially in this Province, the most self-conscious of Indian Provinces. Some of the productions are in English, presumably because their authors wish their books to be read in Provinces other than Bengal. But there are others, like the volume before us, which are in Bengali.

We accord a cordial welcome to this publication. In it the author endeavours within the limits permitted by the scope and size of the book, to present truths of political economy to those of our countrymen who have no opportunity of reading the master-pieces on the subject in English or any other European language. Undoubtedly **the production of books of this kind in Bengali is of the highest value and of the greatest importance from the point of view alike of enriching the Bengali language and literature** and making it self-sufficient and thus placing useful knowledge within the reach of the common people who know no other language except their own. But another purpose which the book tries to serve, also within obvious limits, **is to present economic truths with special reference to Indian conditions.** As Prof. Benoyendranath Sen says in the admirable "Foreword" with which he introduces the volume to the public, Political economy is now studied not as an abstract science, the principles of which are "universal and invariable"—in the sense in which those of mathematics, for example, are—and are entirely independent of national and social conditions, but in relation to other cognate sciences, and with special political, physical, even religious conditions of particular peoples. Surely, therefore, if the subject of Political Economy is to be properly studied in India, it must first of all be treated from the Indian stand-point and preferably by Indian writers. In other words what is necessary is that there should be a distinctively Indian school of political economy just as there are German and American schools. So far as we know only two books, both of them in English, in which a systematic attempt has been made to traverse the whole range of Indian economic conditions: we mean Prof. Jadunath Sarkar's wellknown hand-book of Indian Economics and Babu Pramathanath Banerjea's

highly interesting book on the same subject (leaving aside the great works of Messrs. Ranade, Dutt, Digby and Naoroji and the speeches of Mr. Gokhale, which, regarded as treatises on political economy, which they were never meant to be, are naturally unsystematic). **The special feature of Prof. Samaddar's book, which is an attempt in the same direction and on the whole a successful attempt, is that it is in Bengali and, therefore, may be expected to reach a larger circle in this Presidency than the other books. We have no hesitation in commending the books to our readers.**

Patrika 20-5-12.

"Arthanithi" (Elements of Political Economy in Bengali by Professor Jogindra Nath Samaddar B.A. F.R.E.S., F.R. Hist. S., M.R.S.A. Published from the Prithibir Itihas office, Howrah 151 and 17 pp Price one rupee only).

Prof. Samaddar needs no introduction at our hands. By his prolific writings, in English as well as in Bengali, **he holds an almost unique position among the writers of the day.** It was announced some time ago, in the 'Patrika' that the Hon'ble Maharajah of Cossimbazar has promised to bear the cost of publishing Prof Samaddar's 'Arthanithi' and the combination of these two names naturally aroused the greatest interest. The book has been very well got up, the printing and the binding leave nothing to be desired, while the price enables every one to purchase a copy. It is principally divided into 3 parts, Production Distribution and Exchange, besides 4 appendices and an index, the last one being a novel departure in Bengali books. The author has all along taken a moderate view of the questions, while in controversial topics he has given the pros and cons of the subjects. With the exception of the chapter relating to taxation, **he has all along compared Indian Economics, with the Economics of other countries and this has considerably enhanced the value of the book.** His treatment of the questions of

labour and capital, education and co-operative Credit, Grain Banks and Protection are full and learned and these deserve to be read by one and all. **The book, we are also sure, will be of great use to the B. A. candidates who have taken up Economics as one of their subjects as** it may very well occupy the place of the so-called Notes, while it has the additional advantage of combining in one book English and Indian Economics.

The introduction of the book written by an erudite scholar like Prof Benoyendra Nath Sen M.A. of the Presidency College very aptly calls on our countrymen to devote greater attention to the study of Economics and to encourage those, **like the author, who inspite of the greatest difficulties have devoted themselves, to the study of History and Economics and have taken up these subjects as their lifework..** Indeed, it is the crying need of India that greater attention is not being paid to the study of Economics. In Bengal specially, while novels and books of stories are coming up every minute like so many **mushrooms,** it is a pity that we are not having more and more books on Economics, like the one under review and we therefore welcome it all the more. **We recommend this took to one and all** and we confidently assure the author that ere long he will be called upon to bring out a second Edition. We desire also to thank the Hon'ble Maharajah Bahadur of Cossimbazar for having borne the expenses of the publication of this important work **which will undoubtedly enrich the Bengali literature.**